

PL. 122

BHARATIYA NATYA RAHASYA,

OR

A TREATISE ON HINDU DRAMA :

BY

SOURINDRO MOHUN TAGORE, MUS. DOC.,

Founder and President of the Bengal Music School ;
Officer à l' Académie, Paris ; Member of the Royal
Asiatic Society and Fellow of the Royal Society
of Literature, Great Britain and Ireland ;
Associate Member of the Royal Academy
of Science, Letters and Fine Arts of
Belgium ; Member of the Royal
Academy of Music, Stockholm ;
Honorary Fellow of the
Royal Academy of St. Cecilia, and Honorary Member
of the Academy of Didascalica, (Rome) ; Corresponding
Member of the Royal Musical Institute of Florence ;
Corresponding Member of the Royal Academy
of Raffaello, Urbino, (Italy) ; Patron of the
Atheneum of the Royal University
of Sassari (Sardinia)
&c. &c. &c.

PRINTED BY S. P. CHATTERJEE,
AT THE NEW BENGAL PRESS, 102, GREY STREET,
CALCUTTA.

1878.

(All Rights Reserved.)



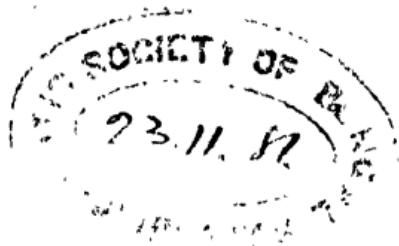
PRINTED IN

S. C. CHATTERJEE, AT THE FIVE PENCE PRESS,

102, B. T. P. STREET

CALCUTTA.





ଏକକାର ନାମ ।

ପ୍ରଥମାଶ

ପ୍ରଥମ

କାରତ୍ତି ପାଟେରରାମ

ଶ୍ରୀଅମୋହନ ଠୋକୁ

ବିଷୟ ।

Prin. tada
CP. MS.

ଆକାରଶୀଳ

Colentta, Sanya 1-84.

(ভাৰতীয় নাট্যৱহস্য)

অংশ ২

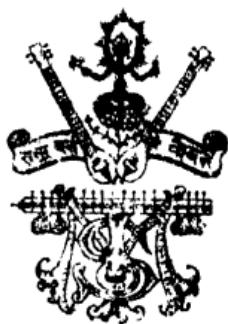
সংক্ষিত সঙ্গীত ও অলঙ্কাৰশাস্ত্ৰানুযায়ী
নাট্যপ্রকৰণ ।

এই সঙ্গীত ইন্দোনেশীয় প্রাচীনতাৰ ও মতাপতি, সুইডেন
ও নেদেনে (এক বৈয় সঙ্গীত পত্ৰৰ মত), লাকুনছু
বাজকীয় সাহিত্য সমাজেৰ ফেলো, কুৰামি
এণ্ডমিৰ গুৰিনৰ, ইটার্নীয় সুইডেন-
নগৱেৰ পাইকীয় সঙ্গীত একা-
কুনিব দে, ই তাৰি
শ্রীশৌৰী দ্রুমোহন ঠাকুৰ
মিউলিক সাহানি প্ৰণীত
১৯২

দায়ুরিয়াঘাটা । ইতে শুকুক পোকাশিত ।

শ্রীমারদানন্দ চট্টোপাধ্যায় কৰ্তৃক
কলিব ।—শোভাবাজীৰ পেট্টি ট ১০০ মৰ্য লকনছু
নৃত্য বাঞ্ছালা গম্ভৈ
মুড়ি ।
বছাৰ ১২৪ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ପ୍ରମାଦ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରମାଦ ହିନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ପ୍ରମାଦ ।





THE HON'BLE ASHLEY EDEN, C. S. I.,

LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL,

THIS BOOK

To

MOST RESPECTFULLY DEDICATED

BY HIS MOST GRATEFUL AND OBLIGED SERVANT,

THE AUTHOR.

ମୁଖବନ୍ଦ ।

ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ହିତେ ଆର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାତିର
ମଧ୍ୟେ ନାଟୋପଙ୍କତି ପ୍ରଳିପ୍ତ ହିଯା ଆମିତେହେ ।
ଧାର୍ମକ କଥିତ ଆହେ ଯେ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧାଇ ପ୍ରଥମେ
ନାଟୋପଗାଳୀ ଆବିଷ୍ଟ କରେନ । ପରେ ଭରତ
ଜ୍ଞାନୀ ସେଇ ପଗାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ଅବଗ୍ୟବାସୀ
ତପସ୍ତ୍ରୀଦିଗଙ୍କେ ଶିକ୍ଷା ଦେନ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵଧୋଗୀ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେସ୍ତ୍ର କରେନ । ମହୁୟଜ୍ଞାତିର ମଧ୍ୟେ
ଭରତରେ ଯେ ନାଟୋର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତତ୍ତ୍ଵଧରେ
ଅନୁମାନ ଗଲେହ ନାହିଁ । ବେହେତୁ ଅନେକ
ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠକର୍ତ୍ତା ଭରତକେଇ ନାଟୋର ଅଷ୍ଟା ବଲିଯା

ଶ୍ଵୀକାର କରିଯାଛେନ, ବିଶେଷତ: ଯଥନ 'ଅଧ୍ୟାତ୍ମ' ନାଟ୍କକେ ଭରତଶ୍ରଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ନଟକେ ଭରତ ପୁଣ୍ୟ ବଲିଯା ବାବହାର କରାର ରୀତି ଆଛେ, କୁଣ୍ଡଳ ତିନିଇ ଯେ, ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତନ୍ତ୍ରିବୟେ ମନ୍ଦେ କି ? କିନ୍ତୁ ତୁଃଥେର ବିଷୟ ଏହି ଯେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭରତ ସଂହିତାନାମକ ସଙ୍ଗୀତଗ୍ରହ ଭିନ୍ନ ତୃପ୍ରଣିତ ନାଟ୍ୟ ସମସ୍ତକୀୟ ଅନ୍ତ କୋନ ଗ୍ରହି ଅଧିନା ଏ ପ୍ରଦେଶେ ନୟନଗୋଚର ହସ୍ତନା । ଭରତ ଧ୍ୟ ଯେ, କେବଳ ଅବଗ୍ୟବାସୀ ତପସ୍ତୀଦିଗ୍ମକେଇ ନାଟ୍ୟଅଣାଳୀର ଶିକ୍ଷା ଦେନ, ଏମନ ନହେ, ଦେବରାଜ ଇଙ୍ଗେର ମତ୍ୟାଯ ଅଜିନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନାର୍ଥ ଉର୍ବଳୀ, ମେନକା ପ୍ରତ୍ଯତି ଅନ୍ତର ଦିଗକେଓ ନାଟ୍ୟ, ମୃତ୍ୟ ଓ ମୃତ ବିଷଯେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେନ ।

ଭରତସଂହିତାତେ ନାଟ୍ୟପ୍ରକରଣ ସଂକ୍ଷେପେ ହୁଣିବୁ ଆଛେ । ମଶକୁପକ ନାମେ ଯେ, ଏକଥାନ୍ତି

গীত ও বাদ্য প্রভৃতির বিবরণই অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। সোহলদেব পণ্ডিতের পুত্র শাঙ্কদেব এই গ্রন্থের প্রণেতা। প্রথমে কাশ্মীরদেশে ইঁহাদিগের বাস থাকে, পরে ইঁহার পিতামহ ভাক্ষরদেব পণ্ডিত কাশ্মীর হইতে বাসস্থান উঠাইয়া দক্ষিণদেশে আসিয়া বাস করেন। সিংহলদেবনামক দক্ষিণদেশীয় রাজকুমার শাঙ্কদেবের বিদ্যাশিক্ষণ ও গ্রন্থ-প্রণয়নসম্বন্ধে অনেক উৎসাহ প্রদান করেন। শাঙ্কদেব ষে, কোন্ সময়ে রঞ্জাকর প্রস্তুত করেন, তাহার কোন নির্দিষ্ট কাল নিরূপিত নাই। কেহ কেহ অমুমান করেন ষে, খৃষ্টের দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে উক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। কমিনাথ পণ্ডিত বিজয়নগরের রাজা প্রকাশদেবের আক্রান্তে খুঁ ১৪৭৬ অস্ত্রে

পরে ১৪৭৭ অব্দের মধ্যে রচনাকরের এক-
থানি টীকা প্রস্তুত করেন। সিংহভূপাল নামে
আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতও সঙ্গীতস্মৰণকর
নামে রচনাকরের আর একথানি টীকা প্রস্তুত
করিয়াছেন।

দামোদর মিশ্রকৃত সঙ্গীতদর্শণ, অহবল-
শাস্ত্রীকৃত সঙ্গীতপারিজ্ঞাত, নারদকৃত নারদ-
দংহিতা ও নারদীশিক্ষা, কণ্ঠটী পুঁশুরীক
বিচ্ছিন্নকৃত নর্তকনির্ণয়, গজপতি নারায়ণদেব-
কৃত সঙ্গীতনারায়ণ, হরিনারায়ককৃত সঙ্গীতসার,
সোমেশ্বরকৃত রাগবিবোধ, বিশ্বাবস্মুকৃত ধ্বনি-
মঞ্জুরী, সিঙ্গলনকৃত রাগসর্বস্বসার, ভাস্করাচার্য-
কৃত সঙ্গীতভাস্কর, কলিযাথকৃত সঙ্গীতার্থব,
মন্তব্যজ খবিকৃত সঙ্গীতভাষ্য, সঙ্গীতকৌস্তুভ,
সঙ্গীত-রচনালা, অকুক তটকৃত তাঁওবতরদেশৰ,

অতি প্রসিক সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ আছে, তাহাতে নাট্যের বিষয় বিশেষক্রমে প্রকাটিত হইয়াছে। থৃষ্ণের একাদশ শতাব্দীতে ধনঞ্জয়-পণ্ডিত-কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ প্রণীত হয়। এই সময়ে হিন্দুদিগের নাট্যপ্রণালী চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বরং কিঞ্চিৎ হাস্য প্রাপ্ত হইবার উপর ক্রম হয়। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ-প্রণয়ন-কাল-সম্বন্ধে বিস্ক্রণ সন্দেহ আছে, যেহেতু ধনঞ্জয়কৃত গ্রন্থে রচ্ছাবলী নাট্যকার উমেৰ দেখিতে পাওয়া যায়। রচ্ছাবলী থৃষ্ণের ষাব্দশ শতাব্দীতে প্রস্তুত হয়। যদি ধনঞ্জয় পণ্ডিত একাদশ শতাব্দীতে নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে ষাব্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ রচ্ছাবলী নাট্যকার কথা কি ক্রমে উল্লিখিত হইতে পারে ?

সাহিত্য-দর্পণ অধিক প্রাচীন গ্রন্থ না হইলেও ইহাতে নাট্য-সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ ও অনেক প্রাচীন মত সংকলিত আছে। যদিচ ইহার প্রগতিশীল নিরূপিত নাই, তথাপি যে কাব্যাত্মকাশের অনেক পরে হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, চৰক্ষেত্রের কবিরাজের পুত্র বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৫০৪ খৃঃ অব্দে সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থটি করেন। পূর্ববলে ঢাকা প্রদেশে ব্রহ্মপুরানদের অপর পারে ইঁহার বাসস্থান ছিল।

সঙ্গীতরস্তাকর-নামক সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থেও অনেক প্রকার নাট্যপদ্ধতি লিখিত আছে। বর্তাকরে বে স্বরে নাট্যপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, অতি ক্ষেত্রে গ্রন্থেই তৎসমুদায় সৃষ্টি-গ্রাচর হয়ে না। এই গ্রন্থে নাট্য অপেক্ষা নৃত্য,

কোহলীয়, রামানন্দতীর্থবামিকৃত গীতসিঙ্কান্ত-
তান্ত্র, তুঙ্গকুমসংহিতা এবং শান্তবাচার্যাপ্রণীত
রঞ্জোদয় প্রভৃতি অতি প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত
গ্রন্থসমূহে এবং নাট্যচিকিৎসা প্রভৃতি কতিপয়়
অলঙ্কার গ্রন্থেও নাট্যপ্রকরণ সবিস্তার বর্ণিত
আছে।

উপরিধিত গ্রন্থ সমূদায় অবলম্বন করিয়া
“ভারতীয় নাট্যরহস্য” নামক এই কুস্তি গ্রন্থ-
ধারি প্রণীত হইল। ইহা যে কোন গ্রন্থবিশে-
ষের অবিকল অনুবাদ নহে, তাহা মুক্তকৃষ্টে
বলিতে পারা যাব। এ হলে ইহাও বক্তব্য
যে, বঙ্গভাষায় প্রণীত মাটারহস্যে গৃহীত উদা-
হরণগুলি বাঙালি নাটকসমূহ হইতেই উচ্চৃত
করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মাটিকানি
দশঙ্কপ এবং নাটিকানি অষ্টাদশ উপরিমোহৰ

গ্রন্থ অস্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই ;
 বিশেষতঃ যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে,
 তন্মধ্যে প্রায় কোন ধানিকেই সংস্কৃতাভ্যাসী
 সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত বিবেচনা না হওয়াতেই
 স্বতরাং অগত্যা সংস্কৃত নাটকাদি হইতেই
 উদাহরণ সমস্ত অনুবাদ করিয়া দেওয়া হই-
 বাছে এবং বর্তমান সময়ে প্রচলিত নাটক
 সমুদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ট্যাব্লুভিভার্টের
 সংক্ষেপ বিবরণ পরিশিষ্টে সংযোজিত হই-
 বাছে ।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মিউজিক ডাক্তার ।

পাখুরিয়াঘাটা :

২২ঞ্চ মাস,—সন্ধি ১৯৩৪ ।

সুচীপত্র ।



প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বিভাগ ।	পৃষ্ঠা ।		
[নাট্য-প্রকার-ভেদাদি]	১
বঙ্গভূমি-নির্মাণ-প্রণালী	৪
ধরনিকা	৫
সভা-নিরূপণ	৬
নাটক-লক্ষণ	৮
প্রবেশক-লক্ষণ	১১
বিকল্পক-লক্ষণ	১৩
নালী-লক্ষণ	১৭
মুখ-লক্ষণ	১৮

ବ୍ୟାକ୍	ପୃଷ୍ଠା ।
ଅନ୍ତାବନା-ଲକ୍ଷଣ	୧୮
ଉଦ୍ସାତ୍ୟକ-ଲକ୍ଷଣ	୧୯
କଥୋଦ୍ସାତ୍ୟକ-ଲକ୍ଷଣ	୧୯
ଅମ୍ବୋଗାତିଶୟ-ଲକ୍ଷଣ	୨୦
ଅବର୍ତ୍ତକ-ଲକ୍ଷଣ	୨୦
ଅବଲଗିତ-ଲକ୍ଷଣ	୨୦
ଅଭିନେତ୍ରବର୍ଗେର ନାମକରଣ	୨୨
ଅଭିନେତ୍ରବର୍ଗେର ବନ୍ଦ୍ରାଦିର ନିୟମ	୨୩
ଅକରଣ-ଲକ୍ଷଣ	୨୮
ସମ୍ବକାର-ଲକ୍ଷଣ	୩୨
ଶୈହାମୃଗ-ଲକ୍ଷଣ	୩୫
ଡିମ-ଲକ୍ଷଣ	୩୬
ସ୍ୟାରୋଗ-ଲକ୍ଷଣ	୩୮
ଅକ-ଲକ୍ଷଣ	୩୯

ହତ୍ତାଳ ।	ଶୃଷ୍ଟା ।
ଶ୍ରୀହୃଦୟ-ଲକ୍ଷଣ ୪୦
ଶ୍ରୀଗୁଣ-ଲକ୍ଷଣ ୪୧
ଶ୍ରୀଧୀ-ଲକ୍ଷଣ ୪୨
ଅଦ୍ଵୟତ୍ତିତ-ଲକ୍ଷଣ ୪୩
ଅସୁଶ୍ରୀପ-ଲକ୍ଷଣ ୪୪
ଅପଞ୍ଜିଲ-ଲକ୍ଷଣ ୪୪
ଶାନ୍ତିକା-ଲକ୍ଷଣ ୪୫
ବାକ୍ତକେଳ-ଲକ୍ଷଣ ୪୬
ଅଧିବଳ-ଲକ୍ଷଣ ୪୬
ଛଳ-ଲକ୍ଷଣ ୪୭
ବ୍ୟାହାବ-ଲକ୍ଷଣ ୪୮
ଶୂନ୍ୟ-ଲକ୍ଷଣ ୪୮
ତ୍ରିଗୁଡ଼ି-ଲକ୍ଷଣ ୪୯
ଗୁଣ-ଲକ୍ଷଣ ୫୦

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚେଦ ।

ବ୍ୟକ୍ତାନ୍ତ ।		ପତ୍ର ।
ଉପକ୍ରମକ	...	୫୧
ନାଟିକା-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୨
ତ୍ରୋଟକ-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୩
ଗୋଟିଟି-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୪
ସଟ୍ଟକ-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୪
ନାଟ୍ୟରାମକ-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୪
ଶ୍ରୀହାନ-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୫
ଉଜ୍ଜ୍ଵାଳପତ୍ର-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୬
କ୍ଷାବ୍ୟ-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୬
ପ୍ରେଞ୍ଚଳ-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୭
ରାମକ-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୭
ମୃଦୁଲାପ-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୮
ଶ୍ରୀଗନ୍ଧିତ-ଲକ୍ଷଣ	...	୫୯

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
শিল্পক-লক্ষণ	... ৬৯
বিলাসিকা-লক্ষণ	... ৬০
হৃষ্টানিকা-লক্ষণ	... ৬১
প্রকরণী-লক্ষণ	... ৬২
দ্রুলীশ-লক্ষণ	... ৬২
ভাণিকা-লক্ষণ	... ৬৩
গেয়পদ-লক্ষণ	... ৬৪
হিতপাট্য-লক্ষণ	... ৬৫
আসীন-লক্ষণ	... ৬৫
পুঁজগভিকা-লক্ষণ	... ৬৬
প্রচেদক-লক্ষণ	... ৬৬
ত্রিগৃঢ়-লক্ষণ	... ৬৬
সৈক্ষণ্য-লক্ষণ	... ৬৭
বিগৃঢ়ক-লক্ষণ	... ৬৭

শৃঙ্খলা	শৃঙ্খলা	শৃঙ্খলা
উক্তমোক্ষমক-লক্ষণ
উক্তপ্রত্যুক্ত-লক্ষণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রারম্ভ-লক্ষণ	৭০
প্রথম-লক্ষণ	৭০
প্রাপ্ত্যাশা-লক্ষণ	৭১
নিয়ত-প্রাপ্তি-লক্ষণ	৭১
ফলাগম-লক্ষণ	৭২
বৌজ-লক্ষণ	৭৩
বিন্দু-লক্ষণ	৭৪
পতাকা-লক্ষণ	৭৪
প্রকরী-লক্ষণ	৭৪
কার্যা-লক্ষণ	৭৫
শুধুসংক্ষি-লক্ষণ	৭৫

ব্রহ্মাণ্ড ।	শৃঙ্খল ।
প্রতিমুখসঙ্কি-লক্ষণ ৭৭
গর্ভসঙ্কি-লক্ষণ ৭৭
বিমর্শসঙ্কি-লক্ষণ ৭৮
নিবর্ণসঙ্কি-লক্ষণ ৭৮
উপক্ষেপ-লক্ষণ ৮২
পরিকর-লক্ষণ ৮২
পরিষ্ঠাস-লক্ষণ ৮৩
বিলোভন-লক্ষণ ৮৩
যুক্তি-লক্ষণ ৮৪
প্রাপ্তি-লক্ষণ ৮৪
সমাধান-লক্ষণ ৮৪
বিধান-লক্ষণ ৮৫
পরিভাবনা-লক্ষণ ৮৫
উদ্ভেদ-লক্ষণ ৮৫

ବ୍ୟାକ୍ସନ :	ପୃଷ୍ଠା ।
କାରଣ-ଲକ୍ଷଣ	୮୬
ଭେଦ-ଲକ୍ଷଣ	୮୬
ବିଳାସ-ଲକ୍ଷଣ	୮୬
ପରିସର୍ପ-ଲକ୍ଷଣ	୮୭
ବିଧୂତ-ଲକ୍ଷଣ	୮୭
ତାପନ-ଲକ୍ଷଣ	୮୭
ନୟ-ଲକ୍ଷଣ	୮୮
ନୟତ୍ୟାତି-ଲକ୍ଷଣ	୮୮
ପ୍ରଗଣନ-ଲକ୍ଷଣ	୮୮
ନିରୋଧ-ଲକ୍ଷଣ	୮୯
ପ୍ରୟୁଷପାସନ-ଲକ୍ଷଣ	୮୯
ପୁଞ୍ଜ-ଲକ୍ଷଣ	୯୦
ବଞ୍ଜ-ଲକ୍ଷଣ	୯୦
ଉପବ୍ୟାସ-ଲକ୍ଷଣ	୯୧

ପୁଷ୍ଟାତ ।

ପୁଷ୍ଟୀ ।

ବିଟଲକ୍ଷଣ	୧୮୧
ଶକାରଲକ୍ଷଣ	୧୮୧
ବିଦ୍ୟୁତଲକ୍ଷଣ	୧୮୨
ଖେଟଲକ୍ଷଣ	୧୮୨
ଗାଲତୀମାଧ୍ୟ	୧୮୯
ଶୁଦ୍ଧାରାକ୍ଷମ	୧୯୦
ସ୍ଵଚ୍ଛକଟିକ	୧୯୨
ବିକରମୋର୍ବଳୀ	୧୯୩
ଉତ୍ସରାମଚରିତ	୧୯୬
ରହ୍ନାବଳୀ	୧୯୭
ମାଲବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର	୨୦୦
ସ୍ଵଗାନ୍ଧଲେଖା	୨୦୩
ଅଭିଜ୍ଞାନଶକୁତ୍ତଳ	୨୦୪
ବେଳୀସଂହାର	୨୦୫

ইত্তাত্ত্ব ।	পৃষ্ঠা ।
অনর্ঘর্মাধব বা মুরারি ২০৮
মহানাটিক ২০৯
সারদাতিলক ২১০
যথাতিতিচরিত ২১৫
দৃতাঙ্গদ ২১৭
ধনঞ্জয়বিজয় ২১৮
প্রচঙ্গপাণ্ডব ২১৯
কপূরমঞ্জরী ২২২
বালরামায়ণ ২২২
বিজ্ঞশালভঙ্গিকা ২২৩
বিদঞ্চমাধব ২২০
অভিবামগণি ২২৬
প্রচ্ছান্নবিজয় ২১০
শ্রীদামচরিত ২১১

ବ୍ୟାକ ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ଶର୍ମ୍ପରି-ଲକ୍ଷଣ	୧୧
ଅଭୂତାହରଣ-ଲକ୍ଷଣ	୧୨
ପାର୍ଗ-ଲକ୍ଷଣ	୧୨
କ୍ଲପ-ଲକ୍ଷଣ	୧୨
ଉଦାହରଣ-ଲକ୍ଷଣ	୧୩
କ୍ରମ-ଲକ୍ଷଣ	୧୩
ମଂଗ୍ରହ-ଲକ୍ଷଣ	୧୩
ଅଶ୍ଵମାନ-ଲକ୍ଷଣ	୧୪
ପ୍ରାର୍ଥନା-ଲକ୍ଷଣ	୧୪
କିଞ୍ଚି-ଲକ୍ଷଣ	୧୫
ବ୍ରୋଟିକ ସଙ୍କଳନ	୧୫
ଅଧିବଳ-ଲକ୍ଷଣ	୧୬
ଉଦ୍ବେଗ-ଲକ୍ଷଣ	୧୬
ବିଜ୍ଞବ-ଲକ୍ଷଣ	୧୬

ବ୍ୟକ୍ତି ।	ମୌଲିକ ।
ଅପବାଦ-ଲକ୍ଷଣ ୯୨
ମାର୍ଗୋଟି-ଲକ୍ଷଣ ୧
କ୍ରୂର-ଲକ୍ଷଣ ୯୬
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଲକ୍ଷଣ ୯୮
ଶ୍ରୀମତୀ-ଲକ୍ଷଣ ୯୯
ବ୍ୟବସାୟ-ଲକ୍ଷଣ ୧୦୦
ବିମୋଳ-ଲକ୍ଷଣ ୧୦୧
ପ୍ରବୋଚନା-ଲକ୍ଷଣ ୧୦୨
ବିଚଲନ-ଲକ୍ଷଣ ୧୦୩
ଧେନୁ-ଲକ୍ଷଣ ୧୦୪
ଆମାନାନ-ଲକ୍ଷଣ ୧୦୫
ଛଲନ-ଲକ୍ଷଣ ୧୦୬
ବାହାର-ଲକ୍ଷଣ ୧୦୭
ଅତିରେଖ-ଲକ୍ଷଣ ୧୦୮

বৃত্তান্ত ।

পৃষ্ঠা ।

মর্মস্ফুর্জ-লক্ষণ	... ১২২
মর্মফ্রেট-লক্ষণ	... ১২৩
মর্মগর্ভ-লক্ষণ	... ১২৩
আরভটীবৃত্তি-লক্ষণ	... ১২৩
মংক্রিপ্তি-লক্ষণ	... ১২৪
অবপাত-লক্ষণ	... ১২৪
বন্ত্যান-লক্ষণ	... ১২৫
সম্পেট-লক্ষণ	... ১২৫
তৃষণ-লক্ষণ	... ১২৭
বর্ণনংহাত লক্ষণ	... ১২৭
শ্বেতা-লক্ষণ	... ১২৮
উদাহরণ-লক্ষণ	... ১২৯
হেতু-লক্ষণ	... ১২৯
মংশযু-লক্ষণ	... ১৩০

	পৃষ্ঠা
ব্রহ্মাণ্ড	১৩০
চূষ্টি-লক্ষণ	১৩০
জৰু-লক্ষণ	১৩০
পদোচয়-লক্ষণ	১৩১
নিষ্পর্শন-লক্ষণ	১৩১
অভিপ্রায়-লক্ষণ	১৩২
যোগ্যি-লক্ষণ	১৩২
বিচার-লক্ষণ	১৩৩
বিষ্ট-লক্ষণ	১৩৩
উপদিষ্ট-লক্ষণ	১৩৪
শুণ্যাতিপাত্তি-লক্ষণ	১৩৪
শুণ্যাতিশয়-লক্ষণ	১৩৫
বিশেষণ-লক্ষণ	১৩৫
নিষ্ক্রিয়-লক্ষণ	১৩৬
নিষ্ক্রিয়সম্বৰণ	১৩৬

বৃত্তান্ত।	পুঁজি।
ব্রংশ-লক্ষণ ১৩৬
বিপর্যায়-লক্ষণ ১৩৭
দাক্ষিণ্য-লক্ষণ ১৩৮
অচুনয়-লক্ষণ ১৩৯
মালা-লক্ষণ ১৪০
অর্থপত্রি-লক্ষণ ১৪১
পর্ণ-লক্ষণ ১৪২
পৃষ্ঠা-লক্ষণ ১৪৩
প্রসিদ্ধি-লক্ষণ ১৪৪
সাক্ষাৎ-লক্ষণ ১৪৫
সংশ্লেষ-লক্ষণ ১৪৬
গুণকীর্তন-লক্ষণ ১৪৭
লেশ-লক্ষণ ১৪৮
মনোরথ-লক্ষণ ১৪৯

ବୃତ୍ତାନ୍ତ ।		ପୃଷ୍ଠା ।
ଅନୁକ୍ରମିକ୍ରି-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୩
ପ୍ରିୟବଚନ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୩
ଆଶୀର୍ବାଦ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୫
ଆକ୍ରମ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୫
କପଟତା-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୫
ଅକ୍ଷମା-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୬
ଗର୍ବ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୬
ଉଦ୍‌ବ୍ୟାମ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୬
ଆଶ୍ୟ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୭
ଉତ୍ପ୍ରୋସନ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୭
ଶୃହା-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୮
କ୍ଷେତ୍ରାଭ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୯୮
ପଞ୍ଚାତ୍ମାପ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୯
ଉପମହିତି-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪୯

ବ୍ୟକ୍ତି ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ଆଶିଂସା-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୦
ଅଧ୍ୟାବସାର-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୦
ବିଦିପୀ-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୦
ଉତ୍ତେଜନ-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୧
ପରୀଦାଦ-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୨
ନୌତି-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୨
ଅର୍ଥବିଶେଷଣ-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୩
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୩
ସାହାଯ୍ୟ-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୪
ଅଭିଗାନ-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୪
ଅଶୁଦ୍ଧତି-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୪
ଉତ୍କଳୀତନ-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୫
ଦୋଚ୍ଯୁଗୀ-ଲକ୍ଷଣ	... ୧୫୫

ବ୍ୟକ୍ତି ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ପ୍ରକ୍ରିଯାର-ଲକ୍ଷণ ୧୫୬
ବିବେଦମ-ଲକ୍ଷণ ୧୫୬
ପ୍ରକର୍ତ୍ତନ-ଲକ୍ଷণ ୧୫୭
ଆଧ୍ୟାତ୍ମ-ଲକ୍ଷণ ୧୫୭
ସ୍ଵଭବ-ଲକ୍ଷণ ୧୫୭
ପ୍ରତ୍ୱର୍ଷ-ଲକ୍ଷণ ୧୫୮
ଉପଦେଶ-ଲକ୍ଷণ ୧୫୮

ପଞ୍ଚମ ପରିଚେଦ ।

ମୁଖ୍ୟ-ଲକ୍ଷণ ୧୬୧
ଶ୍ରୋଚୀ-ଲକ୍ଷণ ୧୬୨
ପ୍ରଗତ୍ୱା-ଲକ୍ଷণ ୧୬୨
ଆଧୀନପତିକା-ଲକ୍ଷণ ୧୬୨
ବ୍ୟାସକମ୍ଜ୍ଞା-ଲକ୍ଷণ ୧୬୩
ବିରହୋକଟିକା-ଲକ୍ଷণ ୧୬୩

ଶ୍ରୀମତୀ ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ଧର୍ମିତା-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୩
କଳହାନ୍ତରିତା-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୪
ବିପ୍ରଲକ୍ଷ୍ମୀ-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୪
ଆସିତଭର୍ତ୍ତକା-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୪
ଅଭିସାରିକା-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୪
ମହାଦେବୀ-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୫
ଦେବୀ-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୬
ସ୍ଵାମିନୀ-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୭
ହାତିନୀ-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୭
ଭୋଗିନୀ-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୭
ଶିଦକାରିକା-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୮
ନାଟକୀୟା-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୮
ନର୍ତ୍ତକୀ-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୯
ଅଭୁଚରୀ-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୦

ବ୍ୟକ୍ତିଶ୍ରୀ ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ଆୟୁଜ୍ଞା-ଲକ୍ଷଣ ୧୬୯
ପରିଚାରିକା-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୦
ସଂଧାରିକା-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୦
ପ୍ରେଞ୍ଚଗକାରିକା-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୦
ମହାତ୍ମା-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୧
ପ୍ରେତୀହାରୀ-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୧
କୁମାରୀ-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୧
ଶ୍ଵରିରା-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୧
ରାଜ-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୮
ସେନାପତି-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୮
ମତ୍ତି-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୯
ପ୍ରାଡ୍ବିବାକ-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୯
ଶ୍ଵରଧାର-ଲକ୍ଷଣ ୧୭୯
ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ-ଲକ୍ଷଣ ୧୮

নথ্যালো।	পৃষ্ঠা।
কুন্তক	... ২৩০
মধুরানিকুম	... ২৩১
ধূর্মসমাগম	... ২৩২
কংসবধ	... ২৩২
হাস্তার্ণব	... ২৩৫
কৌতুকসর্বস্ব	... ২৩৬
চিত্রবজ্র	... ২৩৭
নাগানন্দ	... ২৩৯
চণ্ডকৌশিক	... ২৪০
অগন্মাথ-বলভ	... ২৪২
দামকেলি-কৌমুদী	... ২৪২
কৃষ্ণভজি	... ২৪৩
সংকলনশ্রেণ্যোদয়	... ২৪৫
অবোধচজ্জোদয়	... ২৪৫

ଶ୍ରୀ

୩୩।

ଅସମରାଷ୍ଟବ	୨୪୬
ମହାବୀରଚରିତ	୨୪୮
ପାଞ୍ଚବଚରିତ	୨୪୮
ନାଟ୍ୟପରିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ	୨୪୯
ଚିତ୍ତଶ୍ଵଚନ୍ଦ୍ରଦୟ	୨୫୧
ବସନ୍ତତିଳକ	୨୫୨
ପ୍ରିସଦଶିକା	୨୫୩
ଲଲିତମାଧବ	୨୫୩
ଶ୍ରୀରାମଜନ୍ମ	୨୫୪
ଟ୍ୟାବଲୁଭିଭାନ୍ଟ	୨୫୮
ବନ୍ଦ୍ରୁମି-ନିର୍ମାଣ-ପକ୍ଷତି	୨୬୨
ଆଲୋକ-ପ୍ରଣାଲୀ	୨୬୫



ভারতীয় নাট্যরহস্য

প্রথম পরিচেন।

সঙ্গীতং দ্঵িবিধং প্রোক্তং দৃঃ ৰাব্যক সুরিতিঃ ।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকর্তারা দৃঢ় ও প্রাচীন
তদে সঙ্গীতকে প্রধান হই ভাগে বিত্ত
করিয়াছেন। তত্ত্বাধ্যে যাহা প্রস্তরে স্থানে
গাহ, তাহা প্রাব্য সঙ্গীত, যেমন গীত ও বাদ্য;
এবং যাহা অভিনয়, অর্থাৎ অভিনন্দনার
সদর্শনীয়, তাহাই দৃঢ় সঙ্গীত নামে অভিহিত
হয়, যেমন বৃত্য ও নাটকাদি। যদিচ তু

সঙ্গীত শঙ্কে মৃত্য ও নাটকাদি উভয়কেই
বুঝায়, তথাপি আমরা এই গ্রন্থের যে যে স্থানে
দৃশ্য সঙ্গীতের নাম নির্দেশ করিব, সর্বত্রই
মৃত্য ও নাটকাদি উভয় না বুঝিয়া শঃ
নাটকাদি বুঝিতে হইবে । দৃশ্যসঙ্গীতে অনে
কাংশে স্বরূপের আরোপ আছে বলিয়া ইহারে
ক্রমকও বলিয়া থাকে । নটেরা রঙভূমিমধ্যে
নানা উপকরণে নানা বিধি বেশ পরিবর্তনপূর্ব
যে কোন মহৎ বা সামান্য লোকের অবস্থা
অন্তরণ করে, তাহারই নাম অভিনন্দ !

আদিক, বাচিক, আহাৰ্য্য ও সাত্ত্বিকভেতে
অভিনয় চারি ও কাঁচ এবং অবস্থাবিশেষে ক্রমক
দশ প্রকার হইতে পারে । যথা :—নাটক,
অকরণ, সমবকার, ঈশুগ, ডিম, ব্যায়োগ,
অক, অহসন, ভাণ ও বৌধী ।

ଆମରୀ ବେ କୋମ ଅଭିଲବିତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରି, ତୁସମୁଦାଇ କୌଣସିକୀ, ସାକ୍ଷ୍ତୀ, ଭାରତୀ ଓ ଆରାଟୀ ଏହି ବୃତ୍ତିଚତୁର୍ଦ୍ରୀର ଏକଟା ନା ଏକଟା ଅଥବା ସମୁଦାୟେର ଅନୁଗତ ହୁଏ । ମେହି ସକଳ ଭାରତିର ଅନୁଗତ ହିଁମା ଦଶକାପେର ପ୍ରୋଗକ୍ରିୟା ଆଦିତ ହିଁମା ଥାକେ । ୧ ନାଟକ ଓ ଅକରଣ । ଅବଶ୍ୟା ପରିଣତ ହିଁଏ ପାରେ, ଏବଂ ଭରେତେହି କୌଣସିକୀ ପ୍ରତି ଚାରିଟା ବୃତ୍ତି ଥିକେ; କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତି ଆଟଟାର କ୍ରମ କୌଣସିକୀ ଧ୍ୟାନିତ ଅପରି ଡିନଟା ବୃତ୍ତିର ଅନୁଗତ । ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦଶକାପେର ଅଭିନନ୍ଦ ପ୍ରେରଣ କରିତେ ହିଁଲେ ଭିଜଭୂମିର ଓ ମନ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଶୁତରାଂ ଥମେହି ତାହାଦିଗେର ବିବରଣ୍ ବିବୃତ କରା ଯାଇଛି ।

ରଙ୍ଗଭୂମି-ନିର୍ମାଣ-ପ୍ରଣାଲୀ ।

ଅନେକେର ମତେ ରଙ୍ଗଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବିଶ୍ଵାର ଓ ଉଚ୍ଚତାର କୋନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ନିର୍ମାଣ ମାଇ, ଯେକୁଣ୍ଠ ନାଟକେର ଅଭିନୟ ପ୍ରାକାଶିତ ହେବ, ତଥାଭିନୟମୋହିଗୀ କରିଯାଇ ରଙ୍ଗଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । କୋନ କୋନ ନାଟ୍ୟବିଂ ପଣ୍ଡିତ ମତେ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ଵାର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ବିଂ, ହଞ୍ଚ ପରିମିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ତାହାର ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥାଂ ଯାହାତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇ, ତେପରିମାଣେ କରିତେ ହୁଏ । ରଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାମାତ୍ରରେ ଥାକିବେ ନା, ଉପରିଭାଗ କାଷ୍ଟାଦି ଦୂଢ଼ ପଦାଣେ ନିର୍ମାଣ କରିଯା କଲସ, ପତାକା, ପୁଷ୍ପମାଳା ଓ କୋରଗାଦି ସାରା ରଖୋଭିତ ଏବଂ ଗବାଳ୍କ ପୁତ୍ରଲିକାଯୁକ୍ତ ବା ଏହି ଉଚିତ । ଅଧୋଭାଗ ମର୍ମର ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ହେବେ କିନ୍ତୁ କୁଟ୍ଟିମଭାଗ ନିଭାତ ପିଣ୍ଡି

आरतीर माटीरहस्त ।

त्रिं उचित नहे, ताहाते अतिमेत्तवर्गेर
मात्रलन हैवार सज्जावना । रस्तुमिर पश्चिम
तात्त्वे नेपथ्य करा कर्तव्य, ताहा हैले पात्र
विशेषे उत्तम स्वविधा हय ।

यवनिका ।

अतिनय आरत्तेर पूर्के वा अति अक्तेर
विशेषे विचित्र पट द्वारा रस्तुमिर समूद्र भाग
मात्रत करा याव, ताहार नाम यवनिका । अच्छिज्ञ
विश्व वृक्ष वन्द द्वाराइ यवनिका निर्माण करिल्ले
दे । अति अक्ते वा अति गर्भाक्ते येमन रस्तु-
मिर यध्यह पट परिवर्त्तन हैया थाके, सेहि-
प रसविशेषे यवनिकाराओ परिवर्त्तन विदेह
निरसे गत, वीवरसे शीत, कक्षणरसे गत,

অঙ্গুত্তরসে হরিণ, হাতুরসে বিচিত্র, কুমারকুরসে
নীল, বীভৎসুরসে ধূমল ও রৌদ্রুরসে রক্তবর্ণের
যবনিকা প্রক্ষেপ করা উচিত । কাহারও মতে
গুৰু অঙ্গুবর্ণের যবনিকা সকল রসেই ব্যাহুৎ
হইতে পাবে । অধুনাতন নাট্যকারেরা সকলেই
প্রায় এই মতাবলম্বী । পুরাকালে যবনিকা ছাই
পঞ্চে বিভক্ত থাকিত, পাত প্রবেশের সময় সেই
পঞ্চম ছাইটা সুন্দরী স্তুলোক ছাই পাতে
গুটাইয়া লইয়া যাইত । এক্ষণকাব্য স্থান যন্ত্র
বিশেষ দ্বারা উর্জে উভোপিত হইত না ।

সত্তা নিরূপণ ।

নাট্যশালার পূর্বভাগ নৃপতি বা সঙ্গীত-
বিশারদ, নৃমাধিক্যবিবেচক, মার্গদেশী-বিভোগ-

বিং, সারলাত্তিক্ত, মনস্ত্বক্ত্বাত্তিক্ত, কলানাড়ি-
মিষ্টি, অভিনন্দবেজ্ঞা, সর্বপ্রকার শুণ ও
দোষের নিকষ্টস্বরূপ, অঙ্গের অভিপ্রায়জ্ঞ ও
কর্মশীল সভাপতির আসন করা উচিত।
ক্ষিণে ব্রাহ্মণদিগের, উত্তরে অমাত্য ও বালক-
দিগের, ভিত্তিপার্শ্বে জ্ঞানোকদিগের, সভা-
প্রাপ্তে বন্দী, স্তোবক, রাজা বা সভাপতির
বীরবৰুক্ত অস্ত্রিদলের, এবং অস্ত্রাঞ্চল ব্যক্তি-
দের অবস্থিতিস্থান নিরূপিত থাকিবে।
পরিচিত শন্তপাণি, অনাচারী, পীড়িত, অভি-
য়ানভিজ্ঞ ও পারঙ্গদিগকে সভামধ্যে প্রবেশ
করিতে দেওয়া উচিত নহে। মধ্যস্থতা, সার-
বন্তা, অচঞ্চলতা, স্থায়বাদিতা, নিরহক্ষাৰিতা,
স্বসভাৰাভিজ্ঞতা, সানন্দচিত্ততা, ইত্যাদি শুণ-
শোবিভূবিত ব্যক্তিৱাই নাট্যসভার সভ্যপদবী

ଶିଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଏହି ସକଳ ଶୁଣ
ବିରହିତ ମାନ୍ୟନିକର କେବଳ ରସଭକ୍ଷେର ଏକମାତ୍ର
କାର୍ଯ୍ୟ ।

ନାଟକ-ଲଙ୍କଣ ।

ଯାହାତେ ମୃପତିଗଣେର ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ
ବାହା ମାନାବିଧ ରସଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯାହା
ପାଠ ବା ଅବଶ କରିବାମାତ୍ର ମନୋମଧ୍ୟେ ଅନନ୍ତରୁଦ୍ଧର
ଶୁଣୁଥିଥେର ଉଦୟ ହୁଁ, ତାହାର ନାମ ନାଟକ
ଆର ଯାହାତେ କୋନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗମ୍ଭେର କୋନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଓ ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟାଦି ଉଦାତ୍ତ ଶୁଣବିଶିଷ୍ଟ ନାରକେର ଚରିତ
ବର୍ଣ୍ଣନା ବା କୋନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଂଶେର ଇତିହାସ, ଅଧିବ
ଆହୁତାଦି ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଗଣେବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାକେ, ଯାହା
ମାନାପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛୁତି, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଳାସାଦିଯୁକ୍ତ

য়, এবং যাহার প্রতি অক্ষে বিদূষকের প্রবেশ বর্ণিত থাকে, তাহাকে তোটক বলা যায় ।

‘অক্ষ’ এই শব্দটী কুঠি, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু নানাবিধ রসভাবপূর্ণ ও নানা বিধান-পূর্ণ। অক্ষ শেষ হইলে তৎসমভিব্যাহানী অর্থের এবং বীজের অর্থাৎ মূল কথারও পরিমাণান্তর হইবে, কিন্তু গল্লের একটু ছন্দ থাকিবে। ইহাতে যে সকল নায়কের বিষয় বর্ণিত থাকিবে, তাহাদিগের চরিত প্রত্যক্ষের গ্রায় দৃষ্ট হইবে এবং ইহা নানা অবস্থায় পরিণত হইয়া ধর্মার্থ রস দ্যাত্ব করিবে ।

নামক, দেৰী, পরিজন, পুরোহিত, অমাত্য ও বণিগৃগণের চরিত ইহাতে প্রত্যক্ষের স্থান বর্ণিত হইবে । ক্রোধ, প্রসন্নতা, শোক, শাপ, উৎসর্গ, অধৰ, বিজ্ঞব, বিবাহ ও আশৰ্য্য-

ମଂଷଟନ-ମର୍ଣ୍ଣନ, ଏହି ସକଳ ବିଷୟ ଅକ୍ଷେ ଭାସନା ଥାକିବେ । ଯୁକ୍ତ, ରାଜ୍ୟଚୂତି, ମରଣ, ଲଗଭାଦିଃ ଅବରୋଧ ଏହି ସକଳ ବିଷୟ ନୂତନ ଅକ୍ଷେ ପ୍ରବେଶକ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିଁବେ ।

‘ନାୟକ’—ନାଟକ ବା ପ୍ରକରଣ ଆଶ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷ ବା ପ୍ରବେଶକେ ସାହାକେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିହି ନାୟକ । ସାଧୁଦିଗେର ନିକ୍ରମଣ ବା ନିତ୍ୟ ଆହାନ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶକ ସକଳେ ପ୍ରଚିତ କରିବେ । ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସମସ୍ତେ ସଙ୍କ୍ଷୟାବଳନାଟି ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ତ୍ତର ଅବିରୋଧେ ଯେ ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକ ଦିବସେଇ ଘଟିଯାଇଛେ, ତାହା ଲାଇଙ୍ଗ ଅକ୍ଷ ପୂର୍ବ କରିତେ ହିଁବେ । ସୁନ୍ଦିମାନ୍ ଲୋକେରା ଏକ ଅକ୍ଷେଇ ଜାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘୋଜିତ କରିତେ ପାରେନ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବନ୍ଦକ ହିଁଲେ କେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଘୋଜନା କରା ଉତ୍ୟିତ ମହେ । ଅଭିନନ୍ଦ-

ଲ ବେସକଳ ଅଭିନେତା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହିବେ, ତାହାରା
ଲୋହ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁତନ୍ତ ଓ ମୂଳ
ବୟରେ ଅନୁଗତଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିଯା ନିଜାନ୍ତ
ହିବେ ଏବଂ ଦେଇଥାନେ ଅକ୍ଷେରଓ ଶେଷ ହିବେ ।

ଦିବା ବା ରାତି ଏହି ଉତ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଯଥର
କ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରା ଉଚିତ, ଅକ୍ଷମଧ୍ୟ ତୃତୀୟମୁଦ୍ରା
ଥିବା ପୃଥିକ୍ କ୍ରମେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।
ତି କଥମ ଦିବାବସାନକାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅକ୍ଷେ ଶେଷ ବା
, ତାହା ହିଲେ ପ୍ରବେଶକ ହାରା ଅନୁଛେଦ
ରିଯା ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଲେ ହିବେ ।

ପ୍ରବେଶକ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ମାଟେକ ବା ପ୍ରକରଣେର ମଧ୍ୟ ନାରକେର ଅନୁପ-
ହିତିତେ ତୃତୀୟମୁଦ୍ରାର ସେ କଥୋପକଥମ,
ତାହାକେଇ ପ୍ରବେଶକ ବଲେ । ଅଥବା ଅନୁଦାନ

ଉକ୍ତିତେ ନୀଟ-ପାତ୍ର-ପ୍ରୟୋଜିତ ବିଷୟକେ ଓ ଏହି ଶକ ବଳା ଯାଇତେ ପାରେ । ହୁଇ ଅକ୍ଷେର ମାତ୍ରରେ ଅବେଶକେର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅବେଶକେ ଅଯୁକ୍ତ ହିଁବେ ନା । ବେଣୀସଂହାରେ ଅନ୍ୟଥାମାତ୍ରକେ ରାକ୍ଷସମିଥୁନ ଅବେଶକ ।

ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କଥା ଏକ ମାନ ବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଟିତ ହିଁଯାଇଛେ, ତାହାର ଅଭିନନ୍ଦ ଅନୁଶୀଳନ କରିଲେ ହିଁଲେ ଅକ୍ଷତ୍ତେଦ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଅମେହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଅଧିକକାଳୀସ ହିଁଲେଓ (ମେମନ ଜୀବ ଓ ଧୂଧିଷ୍ଠିରେର ବନବାସ ତାହା ଯେନ ବ୍ୟକ୍ତିର, ବା ମାସ, ଅଥବା ଦିନର ମଧ୍ୟେ ଘଟିରାଇଛେ ଏହିକ୍ରମ ଅତୀତ କରାଇଯା ବିକ୍ଷଣକ ହାତା ଅଯୁକ୍ତ ହିଁବେ । ଯଦି କେହ କୋନ କାର୍ଯ୍ୟାମ୍ଭ ରୋଧେ ବହୁମନ୍ୟ ଗମନ କରେ, ତେ ହିଁଲେଓ ଅକ୍ଷତ୍ତେଦ କରା ବିଧେର । ସମସ୍ତ, ଉତ୍ସାନ ଓ ଗତି

କୁମାର ମାନ୍ଦି ବିଷନ୍ନେର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବେଶକେ ହୁଏ ଲିଙ୍ଗା ଇତ୍ତାର ମାନାପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ହିନ୍ତେ ରିହେ ।

ଯେ ହୁଲେ ବିଷନ୍ନ ନିତାନ୍ତ ସଂକିଳିତ, ଅର୍ଥଚ ପାତ୍ରଗତ, ମେଧାମେ ପରମ୍ପର ମିଳନେ ଅନେକ କୁନ୍ତ ପାଦ ସଂଧୋଜିତ ହୁଯ ବଲିଙ୍ଗା ପ୍ରୋଗେ ତଥାର ଅଭ୍ୟବିଧା ଘଟେ ।

ବିକଳ୍ପକ-ଲଙ୍ଘନ ।

ପ୍ରୋଗେର ବାହଲ୍ୟହେତୁ ଏକ ଅକେର ମଧ୍ୟେ ବିଷନ୍ନେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ନା ହିଲେ ଅବେଶକ ତାର ଅତି ଅଳ୍ପ କଥାର ବିଷନ୍ନ ସମ୍ପଦ କରାର ନାମ ବିକଳ୍ପକ । ମେହି ବିକଳ୍ପକ ଦିବିଧ ;—ଶୁକ୍ର ଓ ସୁକ୍ଳିର୍ଣ୍ଣ । ବିକଳ୍ପକ ମଧ୍ୟରୁତି ଶୁନ୍ଦରୀ ପାତ୍ରଦାରୀ ନୈପ୍ରୟ ହିଲେ ଶୁଜ, ଆର ନୀତି ଓ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ତର

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ରଦାତା ନିଳମ ହଇଲେ ସଙ୍କିର୍ଣ୍ଣ ନା
ଅଭିହିତ ହୟ । ମାଲତୀ-ମାଧ୍ୟବେ ଶଶାନେ କପା
କୁଞ୍ଚଳା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିକଞ୍ଚକେର ଶ୍ରଳ ଏବଂ ରାମାତିନୀ
କପଣକ ଓ କାପାଲିକ ସଙ୍କିର୍ଣ୍ଣ ବିକଞ୍ଚକ ।

ମାଟକ ବା ପ୍ରକରଣାରଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେହି ମହାଜ
ପରିଜନବର୍ଗକେ ଉପଶିତ କର । ଉଚିତ ନା
ଚାରି ବା ପ୍ରାଚଜନ ପରିଜନ ପୁରୁଷକେ ଉପଶି
ତକା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଯୋଗ, ଦ୍ଵିହାୟଗ, ମମବକ
ଓ ଡିମ ଇହାଦିଗେର କାର୍ଯ୍ୟାବଳ୍ପ କଥନ ଦଶ, କା
ବାର, କଥନ ବା ଷୋଡ଼ଶ ଜନ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ହୁ
ଥାକେ ।

ମାଟକାଦିର ଅକ୍ଷବଦନ ଗୋପୁଚ୍ଛାଗ୍ରେର ଭା
ଙ୍ଗେ ସଙ୍କିର୍ଣ୍ଣ ହେଇଲା ଆସିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଦାତ ଭା
ସକଳ ମାଟକାଦିର ପର ପବ ଅକ୍ଷେ ଅଭିବାଦ
ହେଇବେ ।

দিতে মানা রস ভাবাদিযুক্ত কার্য-
কৰিবে, এবং সেই নকল রস অঙ্গুষ্ঠ-
মাজিকগণের মনে নিতান্ত চমৎকৃতি-
পিয়া বোধ হইবে ।

নাটকে পাঁচের অধিক দশ পর্যায় অঙ্গ
আবশ্যক । কেহ কেহ কহেন, কোন
ন কার্য নাটকের মুগসক্ষিতেই সমাপিত
বে ; কোন কোন কার্য সম্মত নাটক
পিয়া থাকিবে । নাটকের রসভাব অতি
হল হওয়া উচিত, তৎসম্মূল স্পষ্ট ও অগৃহ
বারা প্রকাশিত হইবে, নাটকে অধিক পদ্য
কিবে না ; আবশ্যক দ্বিনাশ্বলি সমুদায়ই
গো উচিত । অধান নায়ক তিন চারিটো
গান্ধত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । দূরাদ্বান,
বৎ, প্রকাশ যুক্ত, দেশাদিবিপ্রব, ডোজন, মল-

মুক্ত-পরিজ্ঞাগ, শৃঙ্খাল, অধরন্ধৰ্ম্মাদ্যুম্ন-
 ক্ষতকরণ, আনন্দ, অনুলেপন, শৰ
 অস্তাঞ্জন, তৈলমর্দন, বস্ত্র পরিধান, ৰ
 মধুপান, জলক্রীড়া, মাল্যপরিধান, ।
 কাচুলী বধন, মানিনী স্তুলোকের পা
 এবং অন্তান্ত লজ্জা ও জ্বুণ্পা জনক
 প্রকাশকরণে প্রদর্শিত হইবে না। নাটক
 প্রস্তাব অতি দীর্ঘ হওয়া উচিত নহে, ।
 প্রহরসাধ্য নাটকই সর্বাঙ্গসন্তুষ্ট। অতি ব্যাপক
 কালসাধ্য হইলে আলঘ ও নিজাদিতে রস
 হইবার সম্ভাবনা ।

অঙ্কের উদরে প্রবিষ্ট এবং রঞ্জের ছা
 আবুধ অর্ধাং প্রস্তাবনাবিশিষ্ট অপর অঙ্ককে
 গর্জাঙ্ক কহে। ইহা বীজগর্ত ও ফলঘৃত হইয়
 থাকে ।

ଶେ ପୂର୍ବରଙ୍ଗ, ସତାର
ନର୍ଦେଶ ଓ ଅନ୍ତାବନ୍ତା ଏହି
କୁ କରିଲେ ହୁଏ ।

ପୂର୍ବରଙ୍ଗ ବା ନାନ୍ଦୀ-ଲଙ୍କଣ ।

ଦ୍ୱାରା ବଜେର ବିଷ୍ଵବିନାଶାର୍ଥ ପ୍ରଥମେହି
ଏ ପାଠ ବା ଗାନ କରେ, ତାହାର ନାମ ପୂର୍ବରଙ୍ଗ,
ଏହି ନାନ୍ଦୀ । ନାନ୍ଦୀଙ୍କୋକେ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ
ବା ରାଜାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଏବଃ ଆଶୀର୍ବାଦ,
ଶ୍ୟାମ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚକୋରକ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁକୁ
ଛି ବା ଦ୍ୱାଦଶ ପାଦେର ପ୍ରୟୋଗ ଥାକିବେ । ଅନ୍ତର୍-
ଧିବେ ଅଈପଦୀ, ଏବଃ ପୁଷ୍ପମାଳାତେ ଦ୍ୱାଦଶପଦୀ
ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ ପାଓଯା ଥାଏ । ଇହା ପ୍ରାଚୀନ
ତାମୁସୀରୀ, ବସ୍ତ୍ରତଃ ନାନ୍ଦୀତେ ଅଛି ବା ଦ୍ୱାଦଶ ପାଦ-
ଧିଯୋଗେର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୱକତା ବିରହ ନତୁବା ।

ବହାକବି କାଲିଦାସା ।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତର ହୟ ନା ।

ଶ୍ରୀରାଧାର ହାରା ଏହି ପ୍ରକ
ସମାପ୍ତ ହଇଲେ ସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ
ରାଜ ବ୍ୟକ୍ତି ରଖେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଇଯା ବସ୍ତୁ, ବା
ମୁଖ, ଅଥବା ପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ।
ଉଦ୍‌ବାଚକାବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବଜ୍ରାବଲୌତେ ବୀ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଶକୁନ୍ତଲାର ପାତ୍ରନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆହେ । କେ
କୋନ ନାଟକେ ଶ୍ରୀରାଧାରୀ ପୂର୍ବରଜ୍ଜବିଧାନାନ୍ତର
ପ୍ରଦାନ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯା ଥାକେ, ଏହି
ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଚଲିତ ଆହେ

ମୁଖ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।

ମେଧେ ପ୍ରେସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତପ୍ରତିପାଦକ ବାକ୍ୟ
ବିଶେଷକେ ମୁଖ ବଲେ ।

পু-লক্ষণ ।

মথৰা পাৰিপার্শ্বিক স্তৰ্ত্বাবৈৱ
তব্য বিষয় উত্থাপন কৰিবা দিতে
স্পষ্টৰূপে যে কথোপকথন কৰে,
কে প্রস্তাৱনা কহে। প্রস্তাৱনা পঞ্চবিধ।
—উদ্বাত্যক, কথোদ্বাত্য, প্ৰয়োগাতিশয়,
ৰ্ত্তিক ও অবলগিত।

উদ্বাত্যক-লক্ষণ ।

এক্ষাৰ্থবিশিষ্ট পদকস্ত্রকে অক্ষাৰ্থে ঘোষনা
ৱাই নাম উদ্বাত্যক। মন্ত্রারাক্ষসে এই
কোৱা প্রস্তাৱনা দৃষ্টিগোচৰ হৰ।

কথোদ্বাত-লক্ষণ ।

ইত্বাবৈৱ বাক্য বা বাক্যার্থ-প্ৰহণগুৰুক

পাত্রপ্রবেশের নাম করে
বেণীসংহারে যথাক্রমে বাক্য
পাত্রপ্রবেশ হইয়াছে ।

প্রয়োগাতিশয়-লক্ষণ ।

যদি এক প্রয়োগে প্রয়োগাতি প্রযুক্তি
হইয়া পাত্রপ্রবেশ হয়, তাহাকে প্রয়োগাতি
বলা যায় ; কুম্ভমালার প্রস্থাবনা এই জাতী

প্রবর্তক-লক্ষণ ।

স্তুত্যারক প্রত্তিক কোন প্রযুক্তি কাল বর্ণনসঃ
পাত্রপ্রবেশ হইলে তাহাকে প্রবর্তক বলে ।

অবলগিত-লক্ষণ ।

যে কার্য্যের সমাবেশে অঙ্গ কার্য্য সম্পা-
দিত হয়, তাহার নাম অবলগিত । শকুন্তলা-
প্রস্থাবনা এই অকার । ।

নামক বা রসের অনুচিত বিষয় মাটুক
ধ্য সন্নিবেশিত করা উচিত নহে। যেমন রাম
ক্রুর বালিবধ । রঞ্জমধ্যে যাহা অনভিনয়
কেবল কথা হাতা প্রকাশ করা কর্তব্য
স্বগত, প্রকাশ, জনান্তিক ও আকাশ
ত, এই চারি প্রকারে নাট্যান্তিকিত ব্যক্তি-
র উক্তি প্রকাশ হইয়া থাকে। যে বাক্য
তর প্রবণ-যোগ্য নহে, অর্থাৎ মনে মনে
ত হয়, তাহার নাম স্বগত । সকলের সমক্ষে
এই ব্যক্তি করা যায়, তাহার নাম প্রকাশ ।
শোকের মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষকে
পনে কোন কথা বলার নাম জনান্তিক ।
এই কাহাকে কোন কথাই বলিতেছে না,
বট এক জন অস্তিনতা অভিনয় করিতে
রিতে আকাশে কর্ণ দিয়া যদি কহে, কি

বলিত্বেছ ? এই কথাই কি বলিত্বেছ ? এইর
ভাগ করিয়া বাহা কিছু বলে, ভাবাকে আকা
শাবিত্ব বলে ।

অভিনেত্রবর্গের নামকরণ ।

নাট্যালিখিত ব্যক্তিগণের নাম যথার
স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা কর্তব্য, কিন্তু সেই
নাম স্বেচ্ছামত হওয়া উচিত নহে । বীর
ব্যক্তি শব্দযোগে রাজার; নিজ শাথ
পোতাহুসারে প্রাঙ্গণের; ধমবাচক শব্দে
কের; নিজ নিজ অসিক নামাহুসারে দেবতা
তত্ত্বজনক শব্দের বোগে শ্রেষ্ঠ রাক্ষসের, ক
রুক্ত, মেদ, যাংস, শোণিত ও বসাদি শব্দে
লামাঙ্গ রাক্ষস রাক্ষসীপ; প্রস্তুতাচক শব্দে
কক পর্জন্মের; দণ্ডা, সেন্দা ও দিঙ্গাদি শব্দে

ঞ্চার ; পুল্প ও হাস্তবোধক শব্দযোগে বিহু-
র ; লতাকুসুমাদিজাপক শব্দযোগে চেটীর ;
ভুবণ, সুশালা ও প্রিয়সুদাদিবোধক শব্দ-
যোগে সর্থীজনের ; লতা, নদী, পুল্প ও তারাদি-
শব্দযোগে নায়িকার এবং বিজয়, স্থান, রস
কামলতাদিশুচক শব্দযোগে রাজমহিমীর
করণ করা কর্তব্য । তঙ্গির ব্যক্তিবর্গের নাম-
পকোন বিশেষবিধি দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু
সংগঠনের জাতি পদাদি অঙ্গসারে কোমল বা
শ নামের অয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ।

অভিনেতৃগণের বন্দুদির

নিয়ম ।

অভিনেতৃদিগের বন্দুদি শুল্ক, বিচিত্র ও
লিন এই তিমঙ্কার হওয়া উচিত । ধৰ্ম

কর্ম নিষ্কৃত ব্যক্তি, সামাজিক স্ত্রীলোক, অমাতৃ
কগুকী ও পুরোহিত, ইহাদিগের শুল্কবৎসে
দেবতা, মানব, গৰ্ভকর্তা, অস্তুর, যক্ষ, রাজ
রাজা ও রাজ-যোধিৎ, ইহাদিগের বিচিত্র বৎসে
এবং মদ্যপ, উচ্চাত, গৰ্ভতবাসী, চোর, ও
দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি, ইহাদিগের মলিন
বস্ত্রাদি হইবে ; কিন্তু এই প্রকার বৎসে
বিনিয়োগেও দেশ, কাল, বয়স, পদ ও জার্ণ
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, যেন সকল
একজাতীয় না হয়।

নাটকের নাম বর্ণনীয় বিবরণস্থিত হ
উচিত। নাটকে বাচার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থের
সমধিক প্রাধান্য, অতএব যাহাতে সেটী রং
পাত্র, তিষিষের সর্বতোল্পাবে সাবধান হও
উচিত।

ଆଟକେ ରାଜାକେ ଅଧିମ ହତ୍ୟୋରା ଆଖିନ୍
ଦିବ ; ରାଜର୍ଷି ଓ ବିଦୂଷକ ବରମ୍ୟ ; ଅଧିରା
ନ୍ ବଲିଯା ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ । ରାଜାଓ ବିଦୂ-
କେ ବରମ୍ୟ ବଲିଦିଲେ ଡାକିବେ । ମଟୀ ତୁ
ଧାର ପରମ୍ପରା ଆର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ଆର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର
କରିବେ । ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ସ୍ଥତ୍ରଧାରକେ ଭାବ ବଲିଯା
ଥାଧନ କରିବେ । ସ୍ଥତ୍ରଧାର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକକେ
ବ୍ୟବ ବଲିବେ । ସଥୀକେ ନୀଚେରା ହଣେ, ଉଚ୍ଚ
ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟମେରା ଆର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଲିଯା
ଛବେ । ସକଳେଟି ଦେବର୍ଥିଦିଗେର ଅତି କମ୍ପନ୍
ଧନ କରିବେ । ବିଦୂଷକ ଦାଙ୍ଗୀ ଓ ଚେଟିକେ
ତି ବଲିଯା ଡାକିବେ । ସାବଧି ରଖିକେ
ଥାନ୍ ବଲିବେ । ଇତିବେରା ସ୍ଵକ୍ଷଦିଗକେ ତାତ୍
ମ୍ବ । ଶିଥ୍ୟ ଓ ଅନୁଭ୍ବ ଭାତ୍ତଗଣକେ ବନ୍ଦ,
ତପଶ୍ଚାରୀକେ ସାଧୋ , ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନି

মান্ত হইলে পুজা ; আচার্যাকে উপাধ্য
স্তুপতিকে মহারাজ ; যবরাজকে কুমার, এ
তর্তুদারক ; দাসীকে হঞ্জে ; বেশ্যাকে অঞ্জ
কুটনীকে অশু ; বৃক্ষাকে পুজ্যে ; এবং
রাদিকে ভজ, দক্ষ প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন
কর্তব্য । রাজকুমারীকে অধমেরা তর্তুদাঃ
সদৃশ ব্যক্তিক্রা হলা বলিয়া ডাকিবে ।
যাহার যেমন কর্ম, যেমন পদ, যেমন বি
য়েমন জাতি, তদ্যতিত নাম দ্বারা তা
সম্বোধন করা কর্তব্য ।

সংস্কৃত সাটককর্তারা নাট্যালিখিত ব
বিশেষে সংস্কৃত, সৌরসেনী, মহারাষ্ট্ৰী, মাঃ
অক্ষমাপদ্মী প্রভৃতি নানা ভাষা ব্যবহার ক
র্মিয়াছেন । বস্তুতঃ নাটকে বিভিন্ন শ্ৰে
ণোক্তের ভিত্তি ভিত্তি ভাষা প্রচলিত থাকা কর্তব্য

গালকার, শাঙ্ক, সিদ, মৃষ্টান্ত, মাঞ্জিলাম
য়, তর্ক, মিদর্শন, সজ্জাবনা, বিশ্বার, উপ-
, মেৰ, ময়াক্ষিত, বাণ্ডভৰ্তী, নান্দন বাক্য,
স্বাব বাক্য প্রত্যক্ষি চতুঃষষ্ঠিপ্রকার অলকাব
.টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

মাটকে কথম কথন মৃতোৱ সহিত গান
ওয়াৰও বীতি আছে । এই সই মৃত্যুজ্ঞ গান
ম সময়ে বাদ্যান্বয়, চৰন বা বাদ্যোৱ
মুগাচ হইয়া থাকে । মাটো শ্রী ও পুরুষ
মেৰই পরিচ্ছন্ন-বিপর্যায় দৰ্শ হয়, অৰ্থাৎ শ্রী-
ক পুরুষেৰ মেশ এবং পুরুষে শ্রীলোকেৰ
শ পরিদান কৰিয়াও মৃতা কৰিয়া থাকে ।
টকে যে সকল গান গীত হয়, তাহা চতুর্ব্বি-
দ অৰ্থাৎ চারি-কলি-বিশিষ্ট হওয়া উচিত ।
ই চারিটা কলিৰ মধ্যে মুখ ও অঙ্গমুখ

ପ୍ରକାଶଭାବେ, ଆର ଅସ୍ତରା ଓ ମିଳ ଏହି ଦୁ
ପାଦ ଗୃଦ୍ଧିକପେ ସମ୍ବିବେଶିତ ରାଖା କରୁଥିବ୍ୟ ।
ଶୁଣି ରମଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନୋହର ବାକ୍ୟାବଳୀ
ରଚିତ ଏବଂ ହାବହେଲାଦିଶୁଣ୍ୟକୁ ହେଯା ନି
ଆବଶ୍ୟକ ।

ଶକୁନ୍ତଲା, ବେଣୀ-ମଂହାର, ଉତ୍ତର-ରାମଦିନ
ଅଭ୍ୟତି ଗ୍ରହ ଉତ୍ସକୁଟ୍ଟ ନାଟକମଧ୍ୟେ ପରିଗଣିତ
ହତା, ଗୀତ ଓ ପତାକାସ୍ଥାନାଦିଯୁକ୍ତ ନାଟକ
ମହାନାଟକ ବଲେ । ବାଲରାମାୟଣ ମହାନାଟକ
ଗଣ୍ୟ ।

ଅକରଣ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯାହାର ଆଖ୍ୟାୟିକ କବିର ସ୍ଵର୍ଗପୋ
କମ୍ଲିତ,—ଅନିତ୍ୟ, ଧର୍ମାର୍ଥକାମପରତତ୍ତ୍ଵ ଅମାତ୍ର

ন বা বণিক নামকরণে পরিচিত, তাহাকে
ন বলে। অথবা যাহার কার্য্যাবলী প্রকৃত
চাচিত অর্থাৎ রাজা বা রাজপুত্রাদির
না হইয়াও নিতান্ত চমৎকৃতিজ্ঞনক হয়,
কেও প্রেকরণ বলা যাইতে পারে। বিভা-
গ প্রেকরণ মৃচ্ছকাটিক, অমাত্যনায়ক প্রেকরণ
গীর্মাধিব এবং বণিকনায়ক পুস্পত্তুষ্ঠিত
স্তি ।

নাটকে যে সকল বিষয় উক্ত হইয়াছে,
যে তৎসমূদায়ই থাকিবে, কেবল প্রেক-
বণিত বিষয়টা কাল্পনিক হইকে সংজ্ঞেপে
ন গেলে এই পর্যান্ত বলা যায় যে, প্রেক
উদাত্তগুণযুক্ত প্রমিক নায়ক, বা শোন
দিব চরিত, কিম্বা কোন রাজোচিত কার্য্য
ন থাকিবে না। ইহাতে কেবল ব্রাহ্মণ,

বণিক, ও অমাতা প্রভৃতি ধাপর সাধাৰণ চৰিত্র উল্লিখিত হইবে। বিশেষতঃ দাস, শ্রেষ্ঠী, ব্রাজ্ঞণ, বারাঙ্গনা বা ইতৰ কুলনার্থীদিগেৰ চৰিত্র ও কাৰ্য্য কাৰ্য্যাক্রমে হইবে। প্ৰকৱণেৰ নায়িকা কথন কুলজা। বেশ্মা, কথন বা কুলজা ও বেশ্মা এই প্ৰকাৰই হইতে পাৱে। অতএব এইৱৰ্ষ ক্ষয়ভেদে প্ৰকৱণ ও তিনপ্ৰকাৰ হইমা ও পুশ্পভূষিতে কুলস্তী, রঞ্জনতে বেশ্মা কটিকে কুলস্তী ও বেশ্মা উভয়ই নায়িক গৃহীত হইয়াছে।

যেহানে ব্রাজ্ঞণাদি নায়কগণেৰ কথাৰ্বাঞ্চা হইবে, সেখানে যেন বারাঙ্গনা ও নায়িকাক্রমে গৃহীত না হয়। যে প্রলেখ যুৰঙ্গী নায়িকাক্রমে প্ৰতিভাত হইবে, সেখা-

হৃষ্টকামিনীগণের কোন উন্নেষ্ঠ না থাকে।
 মে ইতরকুলসম্মতা স্তুপোকের বৃত্তান্ত
 বৰ, সেখানেও বেশ্যার উৎসর্গ করুক।
 যদি আসঙ্গিকত্বে প্রেরণনিষ্ঠার কথা
 যা পড়ে, তাহা হচ্ছে সেখানকার ভাষ্যাত
 ই মত ইঙ্গীয়া উচিত, অর্থাৎ নাটকাদিতে
 দিগের ষেকপভাষা কফিবাব বীতি আছে
 প ভাষাই ব্যবহার করিত ইহাব।
 এগুলি পক্ষ তত্ত্বে দশ গুণাভ মোহোস-
 ক অস্ত হউতে পাইবে।
 দৃষ্টস্তুকের পাত সর্বদাই বসায় কৃত্য
 উক্ত দৃষ্টিবে এবং প্রদেশাক নাম দায়াবু
 ত শু সংক্ষিপ্ত কথাক অস্পত ত দ্বয় উচিত।
 ই উক্ত দৃষ্টিমাছে যে, ওকি ও সর্বোপ্রকৃতে
 ষক বিবিধ। যধাম পাত দায়া শুক এবং

ମୀଚ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମହିର ବିକର୍ତ୍ତକ ପଣ୍ଡିତ
ପ୍ରବେଶକ ଅକ୍ଷସ୍ମେର ମଧ୍ୟେ ଥାକିଯା
ପ୍ରେସ୍ତାବ ବିଲକ୍ଷଣରୂପେ ଜ୍ଞାନିଯା ଅର୍ଥେର ପ
ମିଳାରକ୍ଷା କରତ ସଂକ୍ଷେପେ ସ୍ଵକାର୍ଯ୍ୟ ମୁ
କରିବେ ।

ପ୍ରକରଣେର ନାୟିକା ଅତି ଚତୁରା ଉତ୍ତର
ମୟସମର୍ଥୀ, ନାନାବିଧ ନଳୀତବାଦ୍ୟକୁଶଳୀ,
ମନ୍ତ୍ରୋଗପଟ୍, ରାଜ-ରୋଧୋଗନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ
କାର୍ଯ୍ୟାନିପ୍ରଣା ହେଉୟା ଉଚିତ

— — —

ସମ୍ବକାର ଲକ୍ଷଣ ।

ସମ୍ବକାରେର ଉପାଧାନ ଦେବାଶୁର-
କୀଯ, ନାୟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦାତ ଗୁଣ୍ୟୁକ୍ତ ଏବଂ
ତିମଟି ହଇବେ । ଏକ ଏକ ଅଳ୍ପ କପା

ও বিহার এই তিনি প্রকার বিষয় বর্ণিত বৈ। বার জন নাথক ও আঠার জন নাভিক। ইহার ক্রিয়া— প্রথম কলা নাম যক্ষের এই যে, প্রথমাকে প্ৰথম, কপু ও বীথীৰ অঙ্গ সমুদায় থাকিবে। ইহার অঙ্গ বার নাড়ীতে অর্থ ২৪ দণ্ডে, যা অঙ্গ চারি নাড়ীতে (সাহিত্য-বৰ্পণ মতে তিনি নাড়ীতে) এবং ততীয় অঙ্গ নাড়ীতে সম্পন্ন কৰিতে হইবে। ইহার আনঙ্গাগে যুক্ত, জল, অগ্নি ও গঙ্গেশ্বের উল্লিখিত থাকিবে।

সমৰকারের বিদ্রব স্থাভাবিক, অর্থাৎ তিস্তৰব, কৃত্রিম অর্থাৎ নগরাদির অবরোধ এবং দৈব এই তিনি প্রকার হওয়া উচিত। পট্ট্যও স্বৰূপ দ্বেৰ উৎপত্তি অমুসারে তিনি

ପ୍ରକାର ହିଁଯା ଥାକେ, କବିରା ନିଜ ନିଜ କା
ମାତ୍ରେ ତାହା ପିଲ କରିଯା ଲମ । ବିହାର ଓ
ଅର୍ଥ ୯ “କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ” ର ହୟ । ଏହି
ଶାଦିର । ଅପର ହିତଜନକ ବିହ
ଧର୍ମବିହାର, ଅର୍ଥଗୀତାଶୟେ ବା ଅର୍ଥ ଦିଦ୍ୟା
ବିହାର ମୁଁ ହୟ, ତାହାକେ ଅର୍ଥବିହାର
କୋନକପେ କାମିନୀର ମନ ଭୁଲାଇସା ନି
ମ୍ବନ୍ଦ କରିଲେ ତାହାକେ କାମବିହାର
କୁଟିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ମହଜେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହ
ନହେ, ଏକଥିବା ଉଫିକ୍ ଓ ଜାଗୁଣ୍ଡୁତ୍ ଚନ୍ଦ ଇହ
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଲେ ହୟ । କିନ୍ତୁ ତାହା ମା
ଭାବସ୍ଥକୁ ହୁଏସା ଉଚିତ ।

ସମ୍ବକାରେ ବିଗର୍ଷନକ୍ତି ଥାକେ ନା,
ତିନଟି ମାତ୍ର ଅକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିଁଯାଇଛେ, ତା
ଅର୍ଥଟାତେ ଇଟି ସକି, ଏବଂ ଅପର ଦୁ

ৰ মধ্যে যেটীতে হয়, একটী সক্ষি সাক্ষী
ত কৰিতে হয় । ইহাতে অন্ধপদিমাণে
গুৰুৰ বৃত্তি থাকে । প্ৰথমে নিন্দা ও
গুৰুৰ বিশেষ প্ৰায়োজন হয় না, বীৰ
প্ৰধানভাৱে বৰ্ণিত হয় । সমুদ্রমণ্ডল
ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়ের উদাহৰণস্মূহ ।

ঈহামুগ-লক্ষণ ।

ঈহামুগেৰ আখ্যায়িকা। কিয়দংশে প্ৰসিদ্ধ
কিয়দংশে অপ্ৰসিদ্ধ, চাবি ঘৰকে সমৃদ্ধ ।
নায়ক মহুষ্য, এবং নায়িকা দেৱতা ;
উদ্ধৃতগুণমূল্য, নায়িকা বোষপৰত্তু ।
ধ্য সংকোচ, বিদ্ৰু ও নন্দনাদিৰ
বিলক্ষণকৰণে বৰ্ণিত থাকা উচিত ।

ନାୟିକାର ସହିତ କଲା, ବିଚେଦ, ଅପାହ
ଓ ମଦାକ୍ଷତାଦି ମୋଷେ ବିହାରକ୍ରିୟା ଅର୍ଚ
ଥାକିବେ । ଇହାର କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁରୁଷମଂଥ୍ୟା, ଓ
ବ୍ରଦ ବ୍ୟାଯୋଗେର ଅନୁକରଣ ହିବେ । ୧
ବଧେଚ୍ଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗେର ବନ୍ଦ ଓ ଉଦୟ
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥାକିବେ, କିନ୍ତୁ କୋନକରପ ଛଳ ଅ
କବିମ୍ବା ଯୁକ୍ତାଦି କ୍ରିୟାର ନିଯୁତ୍ତି କରିବେ ଏ
କୁମୁମଶେଷ ବବିଜ୍ଞାନାଦି ଗ୍ରହ ଉହା-ମୃଗମଧ୍ୟେ
ଗଣିତ ।

ଡିମ୍-ଲକ୍ଷଣ ।

ଡିମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏବଂ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଉଦ୍ବାନ୍ତଗୁଣଯୁକ୍ତ ହିବେ ।
ଦ୍ୱାତ୍ରିଶ୍ଟା ଲକ୍ଷଣକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଚାରି ଅଙ୍କଟି

। উচিত । ডিমে আদি, শান্ত ও হাত্ত
ত অপর সমস্ত রসেরই সংকার থাকিবে ;
যে রসই থাকুক না কেন, তাহা যেন
প্রথমভাবে থাকিয়া চমৎকৃতি-জনক হয় ।
঍যাগ্রহণ, বংজোকাপাত ও যুক্তাদিব বর্ণনই
য় প্রধান অঙ্গ । ইহাতে মায়া, ইন্দ্রজাল
না পুরুষের সমাবেশাদিব উল্লেখ থাকা
। দেব, মহোরগ, রাক্ষস, যজ্ঞ, তৃত,
ও পিশাচ এই সকলেরই কার্য বিশেষ-
বর্ণিত থাকিবে । ইহার নায়ক ষোল
এবং ইহাতে কৌশিকী বৃত্তি, বিকল্পক,
শক ও বিষর্ষ সক্ষি থাকিবে না । ডিমেৰ
: জিপুরদাহাদিই অধিক প্রসিদ্ধ ।

ব্যায়োগ-লক্ষণ ।

কোন প্রাচীক রাজসংশমন্দভূত যষ্ট
দেবতা, ব্যায়োগের মায়ক । কিন্তু সেই
অতি উক্তি, অহকাবী, সর্পযুক্ত এবং
শাহানিবৃত ইতৈতে । ইহাতে স্ত্রীলোক
অস্ত থাকিবে ; ইহার ডিম্ব স্তায় এক-
সংঘটিত এবং সম্বৰকাবৰ স্তায় অনেক-
সাথ । ইহাতে একটীমাত্র অক্ষ ও যুক্তধর্ম-
উল্লেখ থাকিবে, কিন্তু মেই এক ধেম স্ত্রীলোক
নিয়ে মা হস, ভস্ম, বিষধসকি ও কে
বৃক্ষ পাকিব না । হাত, আদি ও
বাতীল অন্তর্ভুত রসগুলি অঙ্গীকৃত হই
যথো :—সৌগজিকাহরণাদি ব্যায়োগের
ইবণগ্রস্ত ।

অঙ্ক-লক্ষণ ।

অঙ্ককে সচরাচর উৎসৃষ্টিকাঙ্ক্ষ বলে। নাটকাদির অঙ্গর্গত অঙ্ক পরিচেদজন্ম ইহার উক্ত নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। অঙ্কের আধা-যিকা প্রসিক ও অপ্রসিক উভয়বিধি হইতে পারে। দিব্যপুরুষ (শ্রীকৃষ্ণাদি) ব্যতীত অন্যান্য পুরুষগণকে ইহাতে নারককৃপে উপ-সংপিত করিতে হয়। অঙ্কে করণ বসই বহু-পরিমাণে ভাসমান থাকা উচিত, কিন্তু বদ্ধ বা উক্ত প্রেহারাদির কথা কিছুই থাকিবে না। শ্রীলোকদিগের বিলাপ, নির্বেদবাক্যাদি ই অধিকপরিমাণে প্রযুক্ত হইবে। ইহার বৃত্তি ভারতী, উপাধ্যানভাগ উপবনগমন, শ্রীঢ়া, বিহার, শ্রীমন্ত্রাগাদি ও মনোহর ভূম্যাদির বর্ণনায় পরিপূর্ণ থাকিবে, মুচ্ছন্ম বিলোমগতিতে

হওয়া উচিত; অঙ্ক একটী, সন্ধিরূপি অঙ্ক, এবং
অৱ পরাভূত ফল। যথা :—শর্পিষ্ঠায়বাণি
অভূতি উৎকৃষ্ট অঙ্কগ্রহ।

প্রহসন-লক্ষণ।

প্রহসনের নায়ক তাপস, ভাঙ্গণ অথবা
কষ্ট কোন প্রকৃত্বে হইতে পারে। ইহার আধ্যা-
য়িকা কবিকল্পিত, বৃত্তি আবড়টী, অঙ্ক এক
বা দুইটী হট্টসু, শাস্যের কথা ও নীচজনোক
পরিহাসাদি নিয়ে এধিকপরিমাণে ধাকা
আবশ্যক, এক্ষণ্ডিত্বের কথাগুলি বিশেষ
বিশেষ ভাবযুক্ত । সমস্তক শওয়া উচিত।
নায়ক একটীর অধিব হট্টিয়ে না, কাহারও মতে
ইহাতে অনেক অষ্টাচারের কথা থাকিবে।

শুক্র ও সক্রীণভেদে প্রহসন হুইপ্রকার হইতে পারে। পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রমান্ত হইলে শুক্র এবং বেঞ্চা, নপুংসক, বিট, বণিক ও দাসীদিগের পরিহাসাদিযুক্ত হইলে সক্রীণ হইবে। ইহাতে দ্বীলোকের মৃত্য থাকা কর্তব্য, এবং ইহার অঙ্গাদি বীথীর আয় হইবে। যথা :—প্রহসনের অধান প্রহ কম্পর্কেলি প্রভৃতি।

ভাগ-লক্ষণ।

যাহাতে ধূর্ত্তের চরিতঘটিত আখ্যায়িকা, নানা অবস্থার ঘটনা, একটীমাত্র অক্ষ ও নিপুণ, পঞ্চিত, মৃত্যুগীতাভিজ্ঞ অথচ ধূর্ত্ত নামক থাকে, তাহাকে ভাগ কহে। সেই নামকই রঞ্জ-হলে অন্যের অনশ্বভূত বিষয় আবিষ্ট করিয়া

সংস্থোধন ও উক্তি প্রত্যক্ষি প্রায়ই আকাশভাষিত
দ্বারা সম্পন্ন করিবে । ইহার উপাখ্যানটা কাব-
কল্পিত এবং শৌর্য, বীর্য ও সৌভাগ্যের বর্ণনায়
পরিপূর্ণ । ইহাতে বীর অথবা আদি বুসই
প্রধান, বৃত্তি প্রায়ই তারতী, কদাচিত্কৌশিকী
বৃত্তিরও সমাবেশ দেখা যায়, মুখ ও নিবর্ণসঙ্কি
থাকে, এবং অভিনয়কার্যে নৃত্য ও মৃশবিধ
নৃত্যাঙ্গের বিশেষ আবশ্যকতা আছে । যথা :—
লৌলামধুকর প্রত্যক্ষি গ্রন্থ ভাগের উদ্বাহনণ
স্থল ।

বীর্থী-লক্ষণ ।

বীর্থীতে একটা অক্ষ ও এক বা দুইটা পাত্র
থাকিবে । ইহাও ভাগের ন্যায় আকাশভাষিত

দ্বারা উত্তর প্রত্যাশারে পরিপূর্ণ হইবে। ইহার প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনগুকার হইয়া থাকে। ইহাতে সকলপ্রকার সহিত থাকে, কিন্তু সাহিত্যদর্পণকর্তা বলেন, আদি রূপ অধিকপরিমাণে বর্ণিত হয় বলিয়া ইহা আদিবসপ্রধান। ইহাতে মণি ও নিবর্হণ সঙ্গে থাকে, তাহাতেই সম্মান প্রয়োজন প্রকাশ হয়। বীণীতে এই তেরটী অঙ্গ থাকে। যথা:— উদ্ধাত্যক, অবলগিত, অবস্যন্দিতক, অসং- প্রলাপ, প্রপঞ্চ, বালিদা, বাক্কেলি, অধিদম, ছল, ব্যাহির, মুদ্রণ, দিগন্ত, এবং গঙ্গ। এতস্যাধ্যে উদ্ধাত্যক ও অবলগিতের দক্ষণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, একস্বে তদ্বাতিরিক্ত অত্যোকের লক্ষণ নিম্নে ক্রমশঃ প্রকাশ করা দাইতেছে।

অবস্যন্দিত-লক্ষণ ।

কোন কথা বলিলে যদি তাহাতে তাল
মন্দ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রথমোক্ত
কথার অন্যপ্রকার অর্থ করার নাম অব-
স্যন্দিত । যথা :—রামচন্দ্রিতে “বাছা ! কাল
অযোধ্যায় যাইবে, কিন্তু অযোধ্যাধিপতিকে
বিনৌতভাবে প্রণামাদি করিও”, ইত্যাদি সীতা-
বাক্য অবস্যন্দিতের উদাহরণস্থল ।

অসৎপ্রলাপ-লক্ষণ ।

হিতাহিতবিবেচনা পৃষ্ঠ মুখের অসুস্থ
কথার অসুস্থ প্রত্যুক্তির প্রদান করাকে অসৎ-
প্রলাপ বলে । যথা :—বেণীসংহারে ছর্য্যোধনের
প্রতি গাকারীর বাক্য অসৎপ্রলাপের মৃষ্টান্ত-
হল ।

প্রপঞ্চ-লক্ষণ ।

কোন অকৃতার্থ বিষয়ের নিমিত্ত পর-
পরের হাস্যজনক কথোপকথনকে প্রপঞ্চ বলা
যাব। যথা :—বিক্রমোর্বশীতে বড়ভীষ বিদু-
বক এবং চেঁচার পরম্পর কথোপকথন অকৃত
প্রপঞ্চ ।

নালিকা-লক্ষণ ।

বাকেয়ের স্বরূপার্থ গোপন করিয়া অন্য
কোনক্রম অর্থ প্রকাশ করাব নাম প্রহেলিকা ।
সেই প্রহেলিকা হাস্যপরিহাসছলে প্রযুক্ত
হইলে নালিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।
যথা :—রহাবলীতে স্বস্ত্রুতা ।—“সধি ! তুমি
যাহার নিমিত্ত আসিয়াছ, সে এইখানেই
আছে । সাগরিকা ।—“আমি কাহার নিমিত্ত

এখানে আসিয়াছি ?” স্বসংজ্ঞতা।—“চিত্রফলকের
জন্য”, ইত্যাদি বাক্য নালিকার উদাহরণস্থল ।

বাক্কেলি-লক্ষণ ।

কথোপকথন, হাস্তপরিহাস, বা ক্রোধাদি
প্রকাশস্থলে পরম্পরের ক্রমান্বয়ে উত্তর প্রতু-
ত্তর করা, অথবা সহসা বাক্যের আকাঙ্ক্ষা-
সত্ত্বি থামার নাম বাক্কেলি । যথা :—“মদ্য
তোমার অতি প্রিয়, কিন্তু সেই মদ্য বারাঙ্গনার
সহিত একজ পান করিতে পারিলে আরও
অধিকতর প্রিয় হইতে পারে”, ইত্যাদি বাক্য
বাক্কেলির উত্তম দৃষ্টান্ত ।

অধিবল-লক্ষণ ।

স্পর্শালীল পরম্পরের বক্রভাবোত্ত উত্তি
প্রত্যক্ষির ক্রমশঃ অধিক অচঙ্গতা হওয়াকে

ଅଧିବଳ ବଲେ । ଅଥବା ଉତ୍ତରପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରହୁମା
ଶତ୍ରୁର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଯା ନିଜେ ଆରହ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ
ବଲିତେ ଯାଓଯାକେବେ ଅଧିବଳ ବଲେ । ସଥା :—
ପ୍ରଭାବତୀତେ “ଆଜି କ୍ଷଣକାଲେବ ମଧ୍ୟେ ଏହି ଗଦା
ଧାରା ଇହାର ବନ୍ଧୁହୁଲ ଚର୍ଚ କରିଯା ତୋମାଦିଗେର
ଉତ୍ସ ଲୋକ ଉତ୍ସୁଳିତ କରିବ”, ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧନାତ୍-
ବାକ୍ୟ ଅଧିବଳଲକ୍ଷଣାକ୍ରମ୍ୟ ।

ଛଳ-ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ବସ୍ତ୍ରଃ ପ୍ରିୟ ନହେ, ଅଥବା ପ୍ରିୟେର ମତ୍ୟ
ଭାସମାନ ଅପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଧାରା ଛଳନା କବାକେଇ
ଛଳ ବଲେ । ଅଥବା ଉପହାସ ବା କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ
କରିଯା କୋନ ଏକାର୍ଥବିଶିଷ୍ଟ ବଧା ଧାରା ଅନ୍ତଃ-
ଅକାର ଅଭିଭାବ ବୁଝାନକେବେ ଛଳ ବଲୀ ଯାଇତେ
ପାରେ । ସଥା :—ବେଶୀସଂହାରେ “ଦ୍ୟୁତଚଳେର କର୍ତ୍ତା,

জতুগৃহোদীপক, হঃশাসনাদির গুরু, অঙ্গরাজের
মিত্র, শ্রোপদীর কেশাকর্ষণ ও বন্ধুহরণে ধৃতি,
পাণ্ডবদিগের প্রভু, সেই রাজা দুর্যোধন একশণে
কোথায় ? আমরা তাহাকে দেখিতে আসি-
যাই”, ইত্যাদি ভীমার্জ্জনের বাক্য ছলমূলক ।

ব্যাহার-লক্ষণ ।

পবের নিমিত্ত হাসলোভপ্রকাশক বচনা-
বলীকে ব্যাহার বলে । যথা :—মালবিকাপ্রি-
মিত্রে মালবিকার লাসা প্রদর্শনের পর বিদ্-
বকাদির পরম্পর কথোপকথন ব্যাহারের উদ্বা-
হরণস্থল ।

মৃদব লক্ষণ ।

ষেখানে গুণ, দোষের স্থায় এবং দোষ
গুণের স্থায় প্রযুক্ত হয়, তাহাকে মৃদব বলে ।

ষথ :—“প্রিয়জীবিততা, কৃততা, নিঃস্বেহতা ও কৃতপূর্তা প্রভৃতি আমার দোষ সকল অস্য তোমাকে দেখিয়া গুণতা প্রাপ্ত হইল । ষোবন-ত্রীভূবিত তাহার সেই মনোহর রূপ ও সৌন্দর্য স্বর্থের নিকেতন হইলেও আমার অশেষ ছঃখের হেতু হইতেছে”, ইত্যাদি বাকা মৃদ-বের প্রকৃত উদাহরণস্থল ।

ত্রিগত-লক্ষণ ।

অমুদাত্ত বচন, প্রয়োগকালে তিনপ্রকারে বিভক্ত হইয়া হাস্যরসযুক্ত হইলে ত্রিগত নামে কথিত হয় । অথবা অতিসমতাহেতু অনেকার্থের প্রয়োগের নাম ত্রিগত । ষথ :— বিক্রমোর্কশীতে “মহারাজ ! আমি এই বনের মধ্যে আপনার বিরহে অতিক্রান্তরা একটা

দর্শকসুন্দরী মন্ত্রীকে দেখিয়াছি,” ইত্যাদি
বাক্য খিগতের অক্ষত দৃষ্টান্তস্থল ।

গঙ্গ-লক্ষণ ।

একপ্রকার অর্থে প্রযুক্ত কোন কথাকে
অস্তুতবিষয়ক অর্থে ষটাইয়া দ্বারা করিয়া বলার
নাম গঙ্গ । যথা :—বেণীসংহারে “ মহারাজ !
ভগ্ন ভগ্ন,” ইত্যাদি কঙ্কুকীবাক্য গঙ্গলক্ষণ
আন্ত ।

এই সমুদ্রায় বিষয় নাটকালি সকলেরই
বিশেষ উপরোগী হইলেও কেবল বীর্ধীতেই
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মালাকারে নানারন্দেব
সংক্ষার থাকে বলিয়া ইহাকে বীর্ধী বলে । মাল-
বিকাঞ্চিত্র প্রস্ত ইহার মধ্যে পরিগণিত ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

উপরূপক ।

প্রথমোক্ত লক্ষণাক্ষণ অভিনেত্র বিষয় সকলের নাম দেমন ক্লপক, তত্ত্বান্তরে অভিনেত্র বিষয়সমূহকে উপরূপক বলে। উপরূপকও প্রকারভেদে অষ্টাদশবিধি হইয়া থাকে। যথা:—নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, মঞ্চক, নাট্যঘাসক, অস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রের্ভণ, রাসক, সংলাপক, ত্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, হর্মজিকা, প্রকরণী, হলীশ ও ভাষিকা। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ ও উদ্বা হৱণ ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

ନାଟିକା-ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

ନାଟିକାର ଉପାଧ୍ୟାନ କବିକଲିତ । ଇହାତେ
ଅନେକଗୁଣୀ ନାୟିକାସମାଗମ, ଚାରିଟା ଅଙ୍କ,
କୌଣ୍ଠିକୀ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତପରିମାଣେ ବିମର୍ଶ ସହି
ଥାକା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ନୃତ୍ୟଗୀତପ୍ରଚାରିତିତେ ଅମୁଖ,
ନିଶ୍ଚିନ୍ତା, ଆଗୋଦୀ, ଅଥଚ ରାଜାକେ ନାଟିକାର
ନାୟକ କରିତେ ହସ୍ତ । ଅନ୍ତଃପୂରଚାରିଣୀଦିଗେର ସମ୍ପାଦିତ-
କୁଶଳାହ୍ସ୍ରୟା ଉଚିତ; ପ୍ରଧାନ ନାୟିକା ନୃପବଂଶଜୀ,
ଅବିବାହିତା ଓ ମରାହୁବାଗା ହିଁବେ, ନାୟକ ସେଇ
ନାୟିକାର ପ୍ରେତି ଅତ୍ୟାସକୁଟିତ ହିଁବାଓ ପ୍ରଧାନ
ରାଜକୁଳସଙ୍କୃତା ଅତିପ୍ରଗଲ୍ଭା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନିନୀ
ପ୍ରଧାନମହିଷୀର ଶକ୍ତ୍ୟାମ୍ଭୁତ ସତତ ଶକ୍ତି ଧାକିବେ ଏବଂ
ନାୟକନାୟିକାର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପିଳନ ମହିଷୀର ଆୟ-
ତାଧୀନ ହିଁବେ । ଯଥା:—ବନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଉତ୍କଳ ନାଟିକା ।

ତ୍ରୋଟିକ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଥାହାତେ ପୌଚ, ସାତ, ଆଟ ଅଥବା ନୟଟୀ ଅକ୍ଷ
ଥାକେ ଏବଂ ଥାହାର ନାମକ ମହୁସ୍ୟ ଆର ନାୟିକାଦେବ-
ଯୋମିସନ୍ତବା, ତାହାକେ ତ୍ରୋଟିକ ବଲେ । ତ୍ରୋଟିକେର
ପ୍ରତି ଅକ୍ଷେଇ ବିଦୂସକ ଓ ଆଦିରସବାହଳ୍ୟଧାକିବେ ।
ସଥା :— ବିକ୍ରମୋର୍କଣୀ ପ୍ରଭୃତି ତ୍ରୋଟିକଗ୍ରହ ।

ଗୋଟୀ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯେ ଉପକ୍ରମକ ନମ୍ବର ଦଶଟୀ ପ୍ରାକୃତ ମହୁସ୍ୟ ଓ
ପୌଚ ଛୟଟୀ ଶ୍ରୀଲୋକଘଟିତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ୍ୟକୁ, ପ୍ରଗଲ୍ଭ-
ଧାକାଶୁନ୍ତ, କୌଣ୍ଟିକୀବୃତ୍ତିବିଶିଷ୍ଟ, ଗର୍ଭ ଓ ବିମର୍ଶ-
ମନ୍ଦିବିବର୍ଜିତ, ଏକାକ୍ଷେ ପରିଣତ ଏବଂ ଆଦିରସ-
ବହଳ, ତାହାର ନାମ ଗୋଟୀ । ସଥା :— ବୈବତ୍-
ମନ୍ଦିରିକା ଗୋଟୀଶ୍ରୀଭୂତ୍ ।

ସଟ୍ଟକ-ଲଙ୍ଘନ ।

ବାହା ପ୍ରଚୁର-ପ୍ରାକୃତ-ଭାଷା-ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିକ୍ଷତକ-
ଅବେଶକଶୁଣ୍ଟ, ଅନୁତରସ୍ୟୁତ୍, ପାତ୍ରାନ୍ତରେର ଅବେଶ-
ରୁହିତ, ଯବନିକାନାମକ ଅକ୍ଷେ ଆବକ, ତାହାକେ
ସଟ୍ଟକ ବଲା ଯାଏ । ସଟ୍ଟକେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ତର
ନାଟିକାର ମତ । ଯଥା :—କପୂରମଙ୍ଗଲୀନାମକ ଏହି
ସଟ୍ଟକମଧ୍ୟେ ଅସିଦ୍ଧ ।

ନାଟ୍ୟରାସକ-ଲଙ୍ଘନ ।

ଯାହାତେ ଏକଟୀମାତ୍ର ଅକ୍ଷ, ବିବିଧତାଲମ୍ବ
ବିଶୁଦ୍ଧ ଗୀତ, ଅତି ଉଦ୍ବାଧରିତ ନାରୀକ, ପୀଠମର୍ଦ୍ଦ
ଝୁପନାୟକ, ବାସକମଞ୍ଜା ନାରିକା, ଆଦିରସ୍ୟୁତ୍
ହାନ୍ତରସପ୍ରାଧାନ୍ତ, ମୁଖ ଏବଂ ନିରହିତ ସଙ୍କଳ ଏବଂ ଦଶ
ଅନ୍ତବିଶିଷ୍ଟ ଲାନ୍ଦ୍ୟେର ସମାବେଶ ଦେଖା ଯାଏ, ତାହାର

নাম নাট্যরাসক। কোন কোন নাট্যবিহু পঙ্ক্তি
ইহাতে কেবল প্রতিমুখ ভিন্ন অপর কয়েকটী
সঙ্গি যোজনা করিতে বিধি দেন। পূর্ণোক্ত
সঙ্গিস্ববিশিষ্ট নৰ্ম্মবতী এবং সঙ্গিচতুষ্পঞ্চক
বিলাসবতী গ্রন্থই অধিক প্রসিদ্ধ।

প্রস্থান-লক্ষণ ।

প্রস্থানের নায়ক দাস, উপনায়ক অতি
নীচ বাক্তি, নায়িকা দাসী, বৃত্তি কৌশিকী ও
ভারতী, এবং অঙ্ক দুইটীয়াত্র হওয়া উচিত।
ইহাতে শুল্পানের অধিক আয়োজন ও ডাল-
লয়াদিসম্বন্ধ সঙ্গীতও থাকে। শুঙ্গারতিলক
প্রস্থানমধ্যে পরিগণিত।

ଉଲ୍ଲାପ୍ୟ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯାହାର ନାୟକ ଉଦାତ୍ତଶୁଣ୍ୟ, ଆଖ୍ୟାୟିକା
ଶ୍ରଗୀଯା, ରମ ହାସ୍ୟ-ଆଦି-କର୍ମଗାୟକ, ଉପାଖ୍ୟାନ-
ଭାଗ ବହ ସଂଗ୍ରାମବର୍ଣନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସନ୍ତ୍ରୀତ-
ଯୁକ୍ତ, ତାହାକେ ଉଲ୍ଲାପ୍ୟ ବଲେ । ଇହାତେ ଅଛ
ଏକଟୀ, କାହାରଓ ମତେ ତିନଟୀ ଓ ଏକବିଂଶତି
ଶିଲ୍ପକାନ୍ତ ବଣିତ ଥାକେ । ଉଲ୍ଲାପ୍ୟର ମଧ୍ୟେ ଦେବୀ-
ମହାଦେବନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଖ୍ୟାତ ।

କାବ୍ୟ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯାହା ଆରଭଟୀ ବୃତ୍ତିରହିତ, ଏକାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ,
ହାସ୍ୟରସପ୍ରଧାନ, ତାଲହୀନ ଥଣ୍ଡମାତ୍ରା ଓ ଦ୍ଵିପ-
ଦିକା ପ୍ରଭୃତି ଗୀତଯୁକ୍ତ, ତାହାକେ କାବ୍ୟ ବଲେ ।
କାବ୍ୟେର ଆଦ୍ୟକ୍ଷେ ସନ୍ଧି ଏବଂ ଆଦିରମ୍ଭରସିକା

ଅତି ଉଚ୍ଚଗ୍ରହତି ନାୟିକା ଥାକା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।
କାବ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ ଯାଦବୋଦୟ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

ପ୍ରେଞ୍ଚଣ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯାହାତେ ଗର୍ଭ ସନ୍ଧି, ବିମର୍ଶ ସନ୍ଧି, ନାୟକ,
ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଓ ବିକଞ୍ଜକ ବା ପ୍ରବେଶକ ଥାକେ ନା,
ଏକଟୀମାତ୍ର ଅଙ୍କ, ସକଳପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଓ ନେପଥ୍ୟ
ନାନ୍ଦିଗାନବିଧାନ ଥାକେ, ତାହାକେ ପ୍ରେଞ୍ଚଣ ବଲେ ।
ଯେମନ ବାଲିବଧ ଇତ୍ୟାଦି ।

ରାମକ-ଲକ୍ଷଣ ।

ରାମକେ ଏକଟୀମାତ୍ର ଅଙ୍କ, ପାଁଚଟି ପାତ୍ରେର
ସମାବେଶ, ମୁଖ ଓ ନିବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧି, ନାନା-ଭାଷା-
କୌଶଳ, ଭାରତୀ ଓ କୌଣସିକୀ ବୃତ୍ତି, ବୀଧୀର

সমুদাইর অঙ্গ, হৃত্যগীতের সংযোগ, প্রেমবাকেৰ
ৱচিত নান্দী, অতি বিধ্যাত নান্দিকা এবং
মূর্ধন্যাত নায়ক থাকা কর্তব্য। কেহ কেহ ইহাতে
সক্ষি ও প্রতিমুখসক্ষি যোজনা করিয়া থাকেন;
যেমন মেনকাহিত ইত্যাদি।

সংলাপ-লক্ষণ।

যাহাতে তিনি বা চারিটা অঙ্গ, অতি
পাষণ্ড নায়ক, আদি ও কঙগা ভিন্ন অন্য কোন
রস, পুরোধচ্ছলে সংগ্রাম ও উপপ্রবাদিৰ বর্ণন
এবং কৌশিকী ও ভারতী ভিন্ন অপৰ কোন
হৃত্য থাকে, তাহার নাম সংলাপ। সংলাপেত
মধ্যে মার্গাকাপালিক প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ।

শ্রীগদিত-লক্ষণ ।

বিদ্যাত আধ্যাত্মিকাপূর্ণ, এক অক্ষবিশিষ্ট,
উদাত্তগুণভূষিত বিদ্যাত নায়কনায়িকাযুক্ত,
গৰ্ভসক্ষি-বিশৰ্ষসক্ষি-বিবর্জিত, বহুল ভারতী
বৃত্তিনিবন্ধ, শ্রীশক্ষযুক্ত উপকৰণকে শ্রীগদিত
বলে । কাহারও মতে ইহাতে শ্রী স্বয়ং উপহিত
থাকিয়া গান ও শ্লোক পাঠ করেন । বেমন
লৈড়ারসাতল ইত্যাদি ।

শিল্পক-লক্ষণ ।

যাহাতে চারিটা অঙ্ক, চারিটা বৃত্তি, শাস্ত
ও হাস্য ভিত্তি সমূলের রস, ব্রাহ্মণ মানুক,
শশানায়ির বর্ণন, অতি হীনজ্ঞাতীয় উপনারক,
আশংসা, তর্ক, সন্দেহ, তাপ, উদ্বেগ, অসক্তি,

ପ୍ରେସ୍‌ଟ୍, ଗ୍ରଥନ, ଉକ୍ତକଷ୍ଟା, ଆକାରଗୋପନ, ଅପ୍ରତି-
ପଣ୍ଡି, ବିଲାସ, ଆଲସ୍ୟ, ବାମ୍ୟ, ପ୍ରହର୍ଷ, ଔଷ୍ଠୀଲ-
ମୁଢତା, ସାଧନାମୁଗମ, ଉଚ୍ଛ୍ଵସ, ବିଶ୍ୱଯ, ପ୍ରାପ୍ତି,
ଧାତ, ବିଶ୍ୱତି, ସମ୍ପେଟ, ବୈଶାରଦ୍ୟ, ପ୍ରବୋଧନ
ଏବଂ ଚମ୍ଭକାରିତା ଏହି ମକଳ ବିଷୟରେ ସମାବେଶ
ଦେଖା ଯାଯା, ତାହାକେ ଶିଳ୍ପକ କହେ । ଯେମନ
କନକାବତୀମାଧିବ ।

ବିଲାସିକା-ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।

ବିଲାସିକାଯ ବିହଳଭାବେ ଆଦିରସବର୍ଣ୍ଣ,
ଏକଟା ଅଙ୍କ, ଦଶବିଧ ଲାଙ୍ଘାଙ୍କ, ବିଦୂରକ, ବିଟ,
ପୀଠମର୍ଦ୍ଦ, ଅର୍ଥାଏ ନାୟକେର ଅମୁକ୍ଳପ ଶୁଣସମ୍ପାଦ ସହାୟ
ଥାକିବେ । ଇହାର ନାୟକ ଅତି ହୀନଜାତୀୟ,
ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅତି ଅଙ୍ଗ, “କିନ୍ତୁ ବେଶଭୂଷାଦିର

আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইবে । ইহাতে গর্জসঙ্গি ও বিমৰ্শসঙ্গি থাকে না । কেহ ইহাকে দুর্মলিকার অস্তর্গত বলিয়া বর্ণন করেন, কেহ বা ইহার বিলাসিকা নামের পরিবর্তে শুক লাসিকাই বলিয়া থাকেন । বিলাসিকার গ্রন্থ অন্ধেষ্টব্য ।

দুর্মলিকা-লক্ষণ ।

ধারাতে মহুষ্য নায়ক, অতি হীনজাতীয় অতিনায়ক, কৌশিকী ও ভারতী বৃত্তি এবং চারিটী অঙ্ক থাকে, তাহাকে দুর্মলিকা বলে । কিন্তু তি অঙ্কচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম অঙ্ক বিটের ক্রীড়াতেই পর্যাপ্ত, দ্বিতীয় অঙ্ক বিদ্যুক্তের চেষ্টাতে পরিপূর্ণ, তৃতীয় অঙ্ক পীঠগর্দের বিষয়-
রিবজ্ঞ ও চতুর্থ অঙ্ক প্রধান নায়কের ক্রীড়া-

ବର୍ଣନବିଶିଷ୍ଟ ହେଉଥା ଉଚିତ । ବେମନ ବିଳ୍ମତୀ
ଇତ୍ୟାଦି ।

ପ୍ରକରଣୀ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯାହାର ନାୟକ ସାର୍ଥବାହ, ନାୟିକା ନାୟକେର
ସମାନବଂଶସମୁଦ୍ରତା ଏବଂ ଅଗ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟ ନାଟିକାର
ଅମୁକ୍ରମ, ତାହାକେ ପ୍ରକରଣୀ ବଲେ । ଗ୍ରହ ଅନ୍ଧେ-
ଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ହଲ୍ଲିଶ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯାହାତେ ଏକଟୀମାତ୍ର ଅକ୍ଷ, ଅତି ଶୁଚ୍ତୁରୀ
ମାତ୍ର ଆଟ ବା ଦଶଟୀ ନାୟିକା, ଶୁଦ୍ଧତା ନାୟକ,
କୌଣସିକୀ ବୃତ୍ତି, ମୁଖ ଓ ନିବର୍ଣ୍ଣ ସର୍କି ଏବଂ
ବହବିଧ ତାଲଲମ୍ବାଦିଶୁସରତ ମହିତ ଥାକେ,

তাহাকে হনীশ বলে । যেমন কেশিয়েবতক
ইত্যাদি ।

ভাগিকা-লক্ষণ ।

যাহাতে বেশভূমার অতিশয় পারিপাটা,
মুখ ও নিবর্ণ সঙ্গি, কৌশিকী ও ভারতী
বৃত্তি, একটীমাত্র অঙ্গ অসামান্য উদারচরিতা
মার্মিকা, অত্যন্ত অধমপ্রকৃতি নারক, উপ-
স্থাস (অসন্দৰ্ভে কোন কার্য্যবর্গন), বিশ্বাস
(নির্বেদ বাক্য), বিবোধ (ভাস্তিবিনাশ),
সাধস (আরোপিত আধ্যান), সমর্পণ (ক্রোধ
অথবা শীড়ানিবন্ধন সোপালস্ত বাক্যাপ্রয়োগ),
নিবৃত্তি (নির্মনের উপস্থাস) এবং সংহার
(কার্য্যসমাপন), এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়,

তাহাকে ভাণিকা কহে । ইহার উদাহরণস্থল
কামদন্তা ।

ক্রপক ও উপক্রপকের নাম লক্ষণাদি
প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে ক্রপকাঙ্গলাস্ত্রের অঙ্গসমূ
হের নাম লক্ষণাদির বিবরণ ক্রমশঃ বর্ণিত
হইতেছে । নাট্যকারেরা গেয়পদ, স্থিতপাট্য,
আসীন, পৃষ্ঠাগতিকা, প্রচেদক, ত্রিগৃঢ়, সৈক্ষব,
ত্রিগৃঢ়, উত্তমোত্তমক ও উত্তপ্তুযুক্ত, নাট্যাঙ্গ-
লাস্যের এই দশবিধি অঙ্গ নির্দেশ করিয়া
থাকেন ।

গেয়পদ-লক্ষণ ।

গাওয়াকেরা আসনে উপবিষ্ট হইয়া তঙ্গীভাণ
সম্মুখে লইয়া যে, শুন্দ (বাদ্যহীন) গান করে,
তাহাকে গেয়পদ, বলে । যথা :—নাগানন্দে

গৌরীগ়হে বীণাবাদনপূর্বক মন্ত্রবতীর গান
গেয়পদেৱ উদাহৰণস্থল ।

স্থিতপাট্য-লক্ষণ ।

যাহা অনেক চারীযুক্ত, পঞ্চপাণি অর্থাৎ
পঞ্চতালী মৃত্যের অমুসারী এবং বৎসপূর্ছ
বিশিষ্ট, তাহার নাম স্থিতপাট্যঃ মতান্তবে
কুসুমশন-শর-তাপিতা নায়িকাদিগের প্রাকৃত
ভাষাবিচিত্ত বিরহগান করাকেও স্থিতপাট্য
বলে ।

আসীন-লক্ষণ ।

আসনোপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সর্বপ্রকাৰ
বাদ্য পরিত্যাগ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসাৱণ
কৱিয়া চিষ্টাশোকভৱে উপবিষ্ট হওয়াৰ নাম
আসীন ।

ପୁନ୍ଦଗଣ୍ଡିକା-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯାହାତେ ଶ୍ରୀଲୋକେରା ପୁରୁଷେର ଆୟ ଗୀତ,
ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଓ ଲାସ୍ୟ ବିବିଧ ନୃତ୍ୟକ୍ରିୟା
ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତାହାର ନାମ ପୁନ୍ଦଗଣ୍ଡିକା ।

ପ୍ରଚେଦକ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଶ୍ରୀଲୋକେ ଆପନ ପତିକେ ଅନ୍ତ ଶ୍ରୀର ସହିତ
ସଙ୍ଗତ ଦେଖିଯା ପ୍ରେମବିଚ୍ଛେଦେ କୁନ୍ଦ ହଇଯା ବୀଣାଦି
ସ୍ଵରଯୋଗେ ଯେ ଗାନ କରେ, ତାହାକେ ପ୍ରଚେଦକ
ବଲେ ।

ତ୍ରିଗୃଢ଼-ଲକ୍ଷଣ ।

ଅନିଷ୍ଟୁର ଅଥଚ ଶକ୍ତ-ପଦ-ବିଶିଷ୍ଟ ସମୟରୁ
ପୁରୁଷଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟ୍ୟକେ ତ୍ରିଗୃଢ଼ ବଲେ
କାହାରେ ମତେ ପୁରୁଷଗଣେର ଶ୍ରୀବେଶଧାରଣ କରିଯା
ଅଭିନୟ କରାର ନାମ ତ୍ରିଗୃଢ଼ । ସଥା — ଶାଲତୌ-

মাধবে “এই ত আমি মালতীর বেশধারণ
করিলাম,” ইত্যাদি মকরন্দবাক্য ত্রিগুচের
উক্ত উদাহরণ-স্থল ।

সৈক্ষণ্য-লক্ষণ ।

কপবাদ্যাদিসংযুক্ত, স্বব্যক্ত কবণের
আশ্রয়, পাঠ্যহীন ও স্বত্বাবোক্তিতে পরিপূর্ণ
মাটাকে সৈক্ষণ্য বলে । কেহ কেহ বলেন যে,
কোন অভিনেতা সঙ্কেত ভূলিয়া অর্থাত্ বক্তৃ
ব্যের থেক্কা হারাইয়া বীণাদিস্বরসংযোগে যে
স্বাভাবিক ভাষা বলে, তাহারই নাম সৈক্ষণ্য ।

হিংগৃঢ়ক-লক্ষণ ।

যেখানে মুখ ও প্রতিমুখ সঙ্কি ও চতুরঙ্গ-
পদ গীত ধাকিবে এবং যাহা নানা রসভাবার্থ-
সংযুক্ত, তাহাকে হিংগৃঢ়ক বলে ।

উত্তমোভ্যুমক-লক্ষণ ।

যাহাতে বীণাদি বিবিধ যন্ত্রের ক্রিয়া নানা-
প্রকার চমৎকারজনক শ্লোক ও হাবভাবাদির
সমাবেশ থাকে, তাহার নাম উত্তমোভ্যুমক ।

উক্তপ্রত্যক্ষ-লক্ষণ ।

যাহা কোপ, তিরস্কার, অথবা অমুগ্রহজন্য
উক্তব প্রত্যক্ষরপূর্ণ নানা গীতবাদ্যবিশিষ্ট
তাহাকে উক্তপ্রত্যক্ষ বলে ।

দশক্রমকাঙ্ক্ষ লাস্যের নামলক্ষণাদির বিষয়
একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে ইহার সক্ষি
বিধি-বিষয়ক শ্রবীরগত অন্যান্য লক্ষণ সমূদায়
বলা আবশ্যক ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ইতিবৃত্তই নাট্যের শরীর, সেই ইতিবৃত্ত আধিকারিক এবং প্রাসঙ্গিকভূতে দ্বিবিধ ও পঞ্চসন্ধিতে বিভক্ত । যে কার্য ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে সমর্থ, তাহার নাম অধিকার, এবং সেই অধিকারদ্বারা ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত নীয়মান ইতিবৃত্তের নাম আধিকারিক । পরপ্রয়োজনপ্রযুক্ত যে ইতিবৃত্ত, সেই ইতিবৃত্তের প্রসঙ্গক্রমে নিজের কোন প্রয়োজনসিদ্ধি হইলে তাহাকে প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত বলে । কবির প্রয়োজনিশয়ে বিধিমতে প্রযুক্ত অভিনেত্রগণকর্তৃক ফলের উৎকর্ষহেতু যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহাকে ফলপ্রাপ্তি বলে এবং সেই ফলের জন্য আধিকারিক ও

ତାହାର ଉପକରଣଜନ୍ୟ ଆନୁମତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତିକେର ବାବହାର ହିଁଯା ଥାକେ । ମେହି ଫଳପ୍ରାପ୍ତିବ ପ୍ରାଚିତ୍ତ ଅବଶ୍ୟା ଆଛେ । ଯଥା :—ପୋରନ୍ତ, ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟାଶା, ନିୟତପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଫଳାଗମ ।

ପୋରନ୍ତ-ଲକ୍ଷଣ ।

ମୁଖ୍ୟଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ସୁକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କବାର ନାମ ପୋରନ୍ତ । ଯଥା :—ରଙ୍ଗାବଲୀତେ ରଙ୍ଗା ବଲୀର ରାଜାନ୍ତଃପୂରପ୍ରବେଶେର ନିମିତ୍ତ ଯେଗକ ବାହ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ।

ପ୍ରୟୋଗ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଜଗ୍ତ ଅତିତରାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାବକେ ପ୍ରୟୋଗ ବଲେ । କାହାରୁ ମତେ କୋନ ବାକ୍ତିର ଫଳ-ପ୍ରାପ୍ତି ନା ଦେଖିଯା ଫଲେର ଅତି ଅତ୍ୟକ୍ତ ଉତ୍ସୁକ୍ୟର ସହିତ ଧାବନେର ନାମି ପ୍ରୟୋଗ । ଯଥା :—

রঞ্জাবলীতে রঞ্জাবলীর চিত্রপট লিখন । রাম-
চরিতে সমুদ্রমহন ইত্যাদি ।

প্রাপ্ত্যাশা-লক্ষণ ।

যাহাতে ভাবমাত্রে ফলপ্রাপ্তির প্রতি
কিঞ্চিংও আশা থাকে, তাহাকে প্রাপ্ত্যাশা
বলে । অথবা যেখানে উপায়সত্ত্বেও অপায়ের
আশঙ্কায় ফলপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা করিতে
পারা যায় না, অথচ সন্তাননা থাকে, তাহার
নাম প্রাপ্ত্যাশা । যথা:—রঞ্জাবলীতে বেশপরি-
বর্ণনাদি দ্বারা রঞ্জাবলীর 'উদয়নরাজের সঙ্গম-
কল ফলপ্রাপ্তি ।

নিয়তপ্রাপ্তি-লক্ষণ ।

যেখানে ক্রপ বা ক্রিয়া দ্বারা ফলপ্রাপ্তির
সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকে, তাহাকে নিয়তপ্রাপ্তি

বলে। অথবা অপারের দূরীকরণে যে ফল
প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হয়, তাহার নাম নিয়ন্ত-
প্রাপ্তি। যথা:—রত্নাবলীতে “দেবীর অমুখাহ
লাভ ব্যতিরেকে এক্ষণে অন্ত কোন উপায়
দেখিতে পাইতেছি না,” ইত্যাদি বাজবাক্য।

ফলাগম-লক্ষণ ।

সমুদায় অভিপ্রেত ক্রিয়াফলের লাভকে
ফলাগম বলে। যেমন রত্নাবলীতে উদয়ন-
রাজের চক্রবর্ত্তিলক্ষণ ফলান্তরলাভের মহিত
রত্নাবলীলাভ।

ফলার্থিকর্তৃক আরুক ইতিবৃত্তাদি বার্দ্ধোব
ক্রমান্বয়ে এই পাঁচপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে।
ইহারা স্বভাবতঃ পরম্পর ভিন্ন হইলেও পরম্পর
একত্র হইয়া ক্ষেপের হেতু বরুপ হয়।

যেসকল রিষম ঢারা ইতিবৃত্তের প্রয়োজন-
সিক্ক হয়, তাহাদিগকে অর্থপ্রকৃতি বলে। সেই
অর্থপ্রকৃতিসকলের পাঁচটী প্রকারভেদ আছে।
যথা:—বীজ, বিনু, পত্তাকা, প্রকৰী ও কার্য।
ইহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ নিয়ে প্রদর্শিত
হইতেছে।

বীজ-লক্ষণ ।

প্রথমে অঞ্জমাত্র সমৃদ্ধিষ্ঠ ও পরে বিস্তাৰিত
হইয়া ফলাবসান পর্যাপ্ত বর্ণিত ফলের প্রথম
কারণকে বীজ বলে। যথা:—রত্নাবলৌক্তে বৎস-
রাজের দৈবানুকূল্যলালিত রত্নাবলী প্রাপ্তিহস্ত
যৌগক্রান্তকার্য। অপৰা বেণীসংহারে স্বৰূপ-
দীর কেশসংবন্ধেত ভীমের ক্রোধোপচিত্ত
মুধিষ্ঠিরের উৎসাহ।

বিন্দু-লক্ষণ ।

প্রয়োজনসকলের পরম্পর বিচ্ছেদ সন্তুষ্টা
বনা থাকিলে যাহা দ্বারা কার্যশেষ পর্যাপ্ত
তাহাদিগের বিচ্ছেদঘটনা না হয়, তাহাকে
বিন্দু বলে। যথা :—রত্নাবণীতে অনঙ্গপূজা
সমাপ্ত হইলে সাগরিকার উদযনরাজের পর্যন্ত
চর্যপ্রাপ্তি ।

পতাকা-লক্ষণ ।

যে ইতিবৃত্ত ফল ও প্রস্তুত বিষয়ের উপ-
কারক, অথচ প্রস্তুত প্রধান বিষয়ের স্থায়
কল্পিত, তাহাকে পতাকা বলে। যেমন :—রাম
চরিতে শুঙ্গীবাদির, বেণীসংহারে ভীমাদির ও
শকুন্তলায় বিদূষকের চরিত পতাকার উদ্বা-
হরণস্থল ।

একরী-লক্ষণ ।

প্রস্তুত বিষয়ের কোন একভাগে প্রসঙ্গ-
ক্রমে কোন চরিত বর্ণনকে প্রকরী বলে ।
যথা ।—কুলপত্যক্ষে রাবণের সহিত জটায়ুর
বিরোধসংবাদ ।

কার্য-লক্ষণ ।

যাহার জন্য কোন কিছু আবশ্য হয়, তাহার
নাম কার্য । কাহারও মতে নাটকের প্রধান
উদ্দেশ্য-বিষয়ক বর্ণনের নামই কার্য । যথা :—
রামচরিতে রাবণবধ ।

পূর্বোক্ত পতাকায় এক বা ততোধিক যে
সক্ষি থাকে, তাহা প্রধানার্থের অনুসারী ইলেই
অঙ্গসক্ষি নামে অভিহিত হয় : এক বা বিষর্ণে
পতাকা সম্পন্ন হয় ইহা প্রাদৰ্শিক বলিম্বা

କୋନ ବଞ୍ଚମଞ୍ଚକୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ନାୟକ ବ୍ୟାତୀତ
ଅନ୍ତ କୋନ ପ୍ରୋଜନମାଧ୍ୟକ ଓ ଶିଷ୍ଟପଦମସ୍ତକ
ହୟ । ଇହାତେ ଅର୍ଥେ ଉପଯୋଗ ଥାକେ । ଚାରିଟି
ପତାକାବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ନାୟକରେ ପ୍ରୟୋଜିତ ହୟ ।

ନାୟକେ ମୁଖ, ପ୍ରତିମୁଖ, ଗର୍ଭ, ବିରମି ଓ
ନିବର୍ଣ୍ଣ ବା ଉପସଂହତି ଏହି ପାଚପ୍ରକାର ମନ୍ଦି
ଥାକେ । ଏହି ପକ୍ଷମନ୍ଦିବିଶିଷ୍ଟ ନାୟକଇ ଅତି
ପ୍ରଶନ୍ତ । ଅବଶିଷ୍ଟ ଅପ୍ରଧାନ ମନ୍ଦିଗୁଲି ଉକ୍ତ ପକ୍ଷ-
ମନ୍ଦିର ଅନୁଗତମାତ୍ର ।

ମୁଖମନ୍ଦି-ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।

ଯେଥାନେ ବୀଜ କଥାର ଉଂପନ୍ତି ହୟ ଏବଂ
ନାନା ଅର୍ଥ୍ୟୁକ୍ତ ରନ ଥାକେ, ତାହାକେ ମୁଖମନ୍ଦି
ବଲେ । ସଥା :—ରତ୍ନାବଲୀର ପ୍ରଥମାକ୍ଷେ ମୁଖମନ୍ଦି
ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୟ ।

প্রতিমুখসঙ্ক্ষিপ্তকল্পন ।

পুরোজ্বল মুখসঙ্ক্ষিপ্তে প্রধান কলের উপাসন-
স্বরূপ বীজ কোন স্থানে লক্ষ্য, কোন স্থানে
বা কিঞ্চিৎ অস্পষ্টের স্থায় প্রতীত হইয়া যে,
উদ্দিষ্ট হয়, তাহাকে প্রতিমুখসঙ্ক্ষিপ্ত বলে।
যথা :—রত্নাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয়ক্ষেত্রে উপ-
ক্ষিপ্ত বৎসরাজের সাগরিকাসমাগমহেতুত
অমুরাগবীজের সুসঙ্গতি ও বিদ্যুক্তকর্তৃক জ্ঞায়-
মানতাহেতু কিঞ্চিৎ লক্ষ্য, এবং বাসবদত্তা-
কর্তৃক চিত্রফলকবৃত্তান্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ উন্নীয়-
মানের উদ্দেশকপ উদ্ভেদ ।

গর্ভসঙ্ক্ষিপ্তকল্পন ।

যাহাতে প্রধান বীজের উদ্ভেদ, কথন
আপ্তি, কথন বা অ-আপ্তি এবং পুনরঘৰেবণ

ମଂଘଟିତ ହୟ, ତାହାକେ ଗର୍ଭସଙ୍କି କହେ । ଯଥା—
ରଙ୍ଗାବଳୀର ହିତୀଦାକେ ସୁସଙ୍ଗତାର ବାକ୍ୟେ ମୁଦ୍ରଣ୍ଡ,
ପୁନର୍ବାର ବାସବଦତ୍ତାର ପ୍ରବେଶ ହ୍ରାସ । ତୃତୀ-
ମାକ୍ଷେତ୍ର ଇହାର ଉଦ୍ଦାହରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଖିତେ ପାଇଯା
ଥାଏ ।

ବିମର୍ଷସଙ୍କି-ଲକ୍ଷଣ ।

ସେ ସ୍ତଲେ କ୍ରୋଧ, ବାମନ ଓ ଶାପାଦି ଦ୍ଵାବୀ
ମୁଖ୍ୟ ଫଳୋପାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଜନ୍ମାଯି, ତାହାର ନାମ
ବିମର୍ଷ ସଙ୍କି । ଯଥା—ଶକୁନ୍ତଲାର ଚତୁର୍ଥାଙ୍କେ
ପ୍ରିୟମଦାବ ସହିତ ଅନୁମାର ଶକୁନ୍ତଲାଯଟିକ
କଥୋପକଥନ ।

ନିବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କି-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯାହା ଦ୍ଵାବା ନାନା ଭାବୋତ୍ତର ଦୀଜବିଶିଷ୍ଟ
ଭୂଥାଦିର ଅର୍ଥମୁହଁ ଯ ନୟଥ ସ୍ଥାନେ ଉତ୍କଳିନୀ

হইয়া একার্থ প্রতিপন্ন করে, তাহাকে নিবর্হণ
সক্ষি বলে । যথা :—বেণীসংহারে কঙ্গুকীযুধি-
ষ্টিরসংবাদ, অথবা শকুন্তলার সপ্তমাক্ষে শকুন্তলার
অভিজ্ঞানদর্শনহেতু পরবৃত্তান্ত ।

উক্ত পাঁচপ্রকার সক্ষিই নাটক ও প্রকবণে
পাকে । ডিম ও সমবকারে বিমৰ্শ সক্ষি ভিন্ন
অপর চারিপ্রকার সক্ষি ও কৌশিকী ভিন্ন
অপর তিনিপ্রকার বৃত্তির বিদ্যমানতা দেখা
যায় । ব্যায়োগ ও জৈহামৃগে গর্জ ও বিমৰ্শ সন্দি-
পাকে না, এবং শুক কৌশিকী বৃত্তিই দেখিতে
পাওয়া যায় । প্রহসন, বীর্যী, অঙ্গ ও ভাগ মুখ
ও নিবর্হণ সক্ষিযুক্ত এবং কৌশিকী ভিন্ন অব-
শিষ্ট বৃত্তিবিশিষ্ট হয় । এই পাঁচপ্রকার সক্ষিই
নানা অঙ্গ আছে, তৎসমূদায় ক্রমশঃ বিবৃত
করা যাইতেছে ।

সম্পদ্গুণযুক্ত বৃক্ষসমূহকেই সন্ধান বলো :
 ইষ্ট বিষয়ের রচনা, প্রকৃত বৃক্ষস্ত্রের উপকরণ,
 রাগপ্রাপ্তি, প্রয়োগ, গুপ্ত বিষয়ের গোপন,
 প্রকাশ বিষয়ের প্রকাশ এই শুলি প্রদান
 সন্ধান ! কাব্য বে, অর্থহীন হইয়াও অঙ্গ-সম
 স্থিত হইলে প্রয়োগের পদ্ধীপ্তিহেতু শোভা পায়
 তদ্বিষয়ে বোধ হয় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই
 কিন্তু উৎকৃষ্ট কাব্যও অঙ্গহীন হইলে বিকল্পে
 ব্যক্তির ত্বায় কাহারও মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম
 হয় না ; অতএব সঙ্কি-প্রদেশে যথোপকৃত
 যথারসপূর্ণ কবিতাঙ্গসকল প্রয়োগ কবিতে হয় :
 সাম, ক্ষেদ, প্রদান, দণ্ড, বধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত
 গোত্রস্থলিত, সাহস, ভয়, লজ্জা, মায়া, ক্রোধ
 ওজঃ, সম্বরণ, আস্তি, হেতুবধারণ, দৃত, শেখ,
 শ্বশ, চিত্র ও মন্ত্রতা এই 'কলকেই সন্ধানের বলে'

উপক্ষেপ, পরিকর, পরিষ্ঠাস, বিস্তোভন, মৃক্ষি, আপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উত্তেন্দ, কারণ ও ভেদ এই দ্বাদশ-বিধি অঙ্গ মুখ্য-সংক্ষিতে সংযোজিত থাকে ।

প্রতিমুখে বিলাস, পরিসর্প, বিধৃত, তাপন নর্ম্ম, নর্ম্মজ্যাতি, প্রেগণন, নিবোধ, পর্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপস্থাস ও বর্ণসংহার এই কয়েকটা অঙ্গ আছে ।

অভূতাহরণ, মার্গ, কৃপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অহুমান, আর্থনা, ক্ষিপ্তি, ত্রোটক, অধি-বল, উদ্বেগ ও বিজুব এই ত্রয়োদশটি গৰ্বনশ্চাষ্ট,

অপবাদ, সম্পেটি, দ্রব, শক্তি, প্রসঙ্গ, ব্যব-সার, বিরোধ, প্ররোচনা, বিচলন, আদান, ছলন, ব্যাহার ও হ্যতি এই তেরটাকে বিমৰ্শ-সহ্যন বলে ।

নিবৰ্হণসম্বিতে সঙ্কি, বিবোধ, গ্রথন, নির্দল, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, অনন্দ, সময়, উপগুহন, আভাষণ, পূর্বভাব, কাব্যসংহার ও প্রশংস্তি এই চতুর্দশটী অঙ্গ আছে ।

যে সকল সন্ধ্যাপ্রের নাম উক্ত হইল, তাহা দিগের লক্ষণ ও উদাহরণ বলা যাইত্বেছে ।

উপক্ষেপ-লক্ষণ ।

ইতিবৃত্তমূলক কাব্যার্থের সংক্ষেপে উপক্ষেপককে অর্থাৎ যেখানে কাব্যের প্রস্তুতার্থের উৎপত্তি হয়, তাহাকে উপক্ষেপ বলে । যথা :—
বেণীসংহারে “লাক্ষাগৃহ” ইত্যাদি ভীমবাক্য ।

পরিকল-লক্ষণ ।

কাব্যের উৎপন্নার্থবাহলোর নাম পরিকল :
যথা :—বেণীসংহারে “কৌরবগণের সহিত

আমার যে দারুণ শক্তি, তাহার কারণ
বাজাও নহেন এবং তোমরাও নহ,” ইত্যাদি
ভীমবাক্য ।

পরিষ্ঠাস লক্ষণ ।

ভবিষ্যতের গর্ত্তে নিহিত, অর্থাৎ পথে
গাহা হইবে, তমিময়ক বর্ণনকে পরিষ্ঠাস বলা
যাব। যথা:—বেণীসংহারে অতি অভিমানিনী
ছৌপদীর নিকট ভীমের প্রবোধজনক আশ্বাস
পাক্য ।

বিলোভন-লক্ষণ ।

নায়কাদির শুণবর্ণন করাব নাম বিলো-
ভন । যথা:—বেণীসংহাবে “নাথ ! তুমি কুপিত
হইলে কোন কার্যই দ্রুক্র হয় না,” ইত্যাদি
ছৌপদীর বাক্য ।

যুক্তি-লক্ষণ ।

অর্থের অর্ধাং অক্ষত বিষয়ের সম্বন্ধ-
প্রকারে ধারণ করার নাম যুক্তি । যথা:—বেণীঃ
সংহারে ভীমের প্রতি “আর্য ! মহাবাজ কি
ইত্যাদি সহদেববাক্য ।

প্রাপ্তি-লক্ষণ ।

স্বাধাগমকে প্রাপ্তি বলে । যথা:—বেণীঃ
সংহারে “নাথ ! এ কথা অক্ষত-পূর্ব,” ইত্যাদি
দ্রোগদীবাক্য ।

সমাধান-লক্ষণ ।

বীজার্থের অর্ধাং মূল বিষয়ের কথনকে
সমাধান বলা হায় । যথা:—বেণীসংহারে “হহে
সকলে শ্রবণ কর, বিরাট ক্রপদ প্রভৃতি সকলে”
ইত্যাদি নেপথ্যেক্ত বাচ্য ।

ବିଧାନ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯେ ହଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟରେଇ ଉକ୍ତି
ଥାକେ, ତାହାକେ ବିଧାନ ବଲେ । ଯଥା:—ବାଲ-
ଚରିତେ “ବ୍ୟସ ! ତୋମାର ଉତ୍ସାହାତିଶ୍ୟ”
ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟ ।

ପରିଭାବନା-ଲକ୍ଷଣ ।

ସକୌତୁଳ ଉକ୍ତିର ନାମ ପରିଭାବନା ।
ଯଥା:—ବେଣୀସଂହାରେ “ନାଥ ! ଏକଣେ କି ପ୍ରଳୟ
ପରୋଧର” ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରୋପଦୀବାକ୍ୟ ।

ଉତ୍ତେଦ-ଲକ୍ଷଣ ।

ବୀଳାର୍ଥେର ଅଙ୍ଗୁରେର ନାମ ଉତ୍ତେଦ । ଯଥା:—
ବେଣୀସଂହାରେ “ଜୀବିତେଥର ! ପୁନର୍ଭାର ତୁ ମି
ଆମାକେ ସମାଧ୍ୟାସିତ କରିବେ,” ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରୋପଦୀ-
ବାକ୍ୟ ।

ভারতীয় নাটারহস্ত ;

কারণ-লক্ষণ ।

প্রকৃতার্থের সমারণকেই কারণ বলে :
যথা :—বেণীসংহারে “দেবি ! আমরা একদে
র কুলক্ষয়ের নিমিত্ত চলিলাম,” ইত্যাদি
বাক্য ।

ভেদ-লক্ষণ ।

সমুহের ভেদনকে ভেদ বলে । যথা :—
বেণীসংহারে “আদ্য হইতে আমি তোমাদের
মহিত ভিন্ন হইলাম,” ইত্যাদি ভীমবাক্য ।

বিলাস-লক্ষণ ।

রতিবিশিষ্ট সম্ভোগেছার নাম বিলাস :
যথা :—শকুন্তলায় “প্রিয়া শকুন্তলা আমার
পক্ষে নিতান্ত ছৰ্ণভ নহেন,” ইত্যাদি রাজ
বাক্য ।

ପରିସର୍-ଲକ୍ଷଣ ।

ଇହ ଅର୍ଥଚ ନହିଁ ବସ୍ତର କୋଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଯା
ତାହାର ଅମୁସରଣ କରାକେଇ ପରିସର୍ ବନ୍ଦ ଦାୟ ।
ସଥା :—ଶକୁନ୍ତଲାଯ় “ଏହଲେ ଭବିତବ୍ବାତାହି ମୁଖ”
ଇତ୍ୟାଦି ରାଜବାକ୍ୟ ।

ବିଧୂତ-ଲକ୍ଷଣ ।

କୃତାମୁନ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ କରାର ନାମ ବିଧୂତ ।
ସଥା :—ଶକୁନ୍ତଲାଯ় “ଅନ୍ତଃପୁରବିରହପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକ
ମହାରାଜକେ ଆମାଦିଗେର ଉପରୋଧ କରା ବୁଧା,”
ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟ ।

ତାପନ-ଲକ୍ଷଣ ।

କୋଣ ବିଷୟେର ଉପାୟ ନା ଦେଖାକେ ତାପନ
ବଲେ । ସଥା :—ବନ୍ଦାବଣୀତେ “ଦୁର୍ଗତ ଜନେର ପ୍ରତି
ଆମାର ଅମୁରାଗ,” ଇତ୍ୟାଦି ସାଗରିକାବାକ୍ୟ ।

অর্প্প-লক্ষণ ।

ক্রীড়া বা বিলোভনের নিমিত্ত হাস্তকর বাক্যের নাম নর্প। যথা:—রঞ্জাবলীতে “সথি ! তুমি যাহার জন্তে এখানে আসিয়াছ, সে এই তোমার সম্মথে রহিয়াছে,” ইত্যাদি সুসংজ্ঞতা-বাক্য।

অর্প্পন্তুয়তি-লক্ষণ ।

পরিহাসচলে সন্তোষ উৎপাদন করাবে নর্পত্তি বলে। যথা:—রঞ্জাবলীতে “সথি ! তুমি এমন নিষ্ঠুর হইলে কেন,” ইত্যাদি সুসংজ্ঞতা-বাক্য।

প্রগণন-লক্ষণ ।

পরম্পরের উত্তরোত্তর বাক্যকে প্রগণন বলে। যথা:—বিজ্ঞমোর্জীতে “মহারাজ !

জয়যুক্ত হউন,” উক্তশীর এই বাক্য শ্রবণে “তুমি
যখন আমার জয় কামনা করিতেছ, তখন
অবশ্যই আমার জয় হইবে,” ইত্যাদি রাজ-
বাক্য ।

নিরোধ-লক্ষণ ।

ব্যসনসম্প্রাপ্তির নাম নিরোধ । যথা :—
চওকৌশিকে “আমার অপরিণামদর্শিতাদোষে
অলস্ত অগ্নিকে পাদস্পৃষ্ট করা হইয়াছে,”
ইত্যাদি রাজবাক্য ।

পর্যুপাসন-লক্ষণ ।

কৃক্ষ ব্যক্তির প্রতি অমুনয় করাকে পর্যু-
পাসন বলে । যথা :—রহ্মাবলীতে “কোপ
করিও না, ইনি কদলীগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া-
ছন,” ইত্যাদি বাক্য ।

পুস্প-লক্ষণ ।

বিশেষ মনোগত কথাকে পুস্প বলে ।
 যথা :— রঞ্জাবলীতে “বয়স্থ ! তুমি আশ্চর্য়া
 শ্রীলাভ করিয়াছ,” ইত্যাদি বিদূষকবাক ; শ্রবণ
 নস্তর “বয়স্থ ! তুমি সত্তা কথাই বলিয়াছ, ইনি
 যথার্থ ই লক্ষ্মী, ই হার পাণিপল্লব পারিজাত পল্লব-
 সদৃশ মনোহর,” ইত্যাদি রাজবাক্য ।

বজ্র-লক্ষণ ।

অতি নিষ্ঠু ব বাক্যের নাম বজ্র । যথা :—
 রঞ্জাবলীতে “তুমি আমাকে কেমন করিয়া
 জানিতে পারিলে ?” রাজার এই বাক্য শ্রবণে
 “শুন্দ আপনাকে নয়, চিত্রপট পর্যাস্তও দেখি-
 যাচ্ছি, আমি এখনই গিয়া দেবীকে সব বলিয়া
 দিব,” ইত্যাদি শুসংস্কারবাক্য ।

উপন্যাস-লক্ষণ ।

উপপত্তিকৃত অর্থকে অর্থাৎ কল্পিত গল্পকে
উপস্থাপ বলে। কাহারও মতে অমুনযাদি স্বারা।
কোন ব্যক্তিকে প্রেসন্ন করার নাম উপন্যাস।
যথা:—রঞ্জাবলীতে “মহারাজ ! আমাকে ভয়
করিবেন না,” ইত্যাদি স্বসংগতাবাক্য ।

বর্ণসংহার-লক্ষণ ।

চতুর্বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য
ও শূদ্র, এই চারি জাতির পরম্পর মিলনকে
বর্ণসংহার বলা যায় । যথা:—শীবচরিতের
তৃতীয় অঙ্কে “ঝৰিদিগের এই সভা, আর এই
বীর যুধাজিৎ,” ইত্যাদি বাক্য । রঞ্জাবলীর
বিভীষণ অঙ্কে “ইহা হইতেও গুরুতর প্রসাদ”
ইত্যাদি বাক্য ।

অভূতাহরণ-লক্ষণ ।

কাপট্যাশৰ বাক্যকে অভূতাহরণ বলে।
 যথা:—বেণীসংহারে “সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, অনায়াসে অশ্বথামা হত হইয়াছে, এই কথাটী
 স্পষ্টভাবে বলিয়া শেষে ‘গজ,’ এই কথাটী অতি
 মৃহুস্বরে বলিয়া,” ইত্যাদি অশ্বথামার বাক্য।

মার্গ-লক্ষণ ।

যথার্থ কথা বলার নাম মার্গ। যথা:—
 চণ্ডকৌশিকে “ভগবন्! ভার্য্যাপুত্র বিক্রয়
 করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা গ্রহণ
 করুন,” ইত্যাদি রাজবাক্য।

ক্রপ-লক্ষণ ।

চিরার্থামুগ্নত বাক্যকে ক্রপ বলে। যথা:—
 রঘাবলীতে “আমার মন স্বভাবতঃ অতি

চপল, অথচ দুর্লক্ষ্য হইলেও কন্দর্প কিপ্রকারে
তাহাকে শরবিন্দ করিল,” ইত্যাদি রাজবাক্য।

উদাহরণ-লক্ষণ।

উৎকর্ষবিশিষ্ট বাক্যের নাম উদাহরণ।

যথা:—বেণীসংহারে “পাণ্ডবসেনামধ্যে যে যে
ব্যক্তি শুক্র অহকারে মন্ত হইয়া শস্ত্র গ্রহণ
করিয়াছে,” ইত্যাদি অশ্বথামার বাক্য।

ক্রম-লক্ষণ।

বাক্যের প্রকৃতার্থ উপলক্ষ্যের নাম ক্রম।

যথা:—শকুন্তলায় “যাহা হউক অনিমেষ
নয়নে প্রিয়াকে দেখি,” ইত্যাদি রাজবাক্য।

সংগ্রহ-লক্ষণ।

সাম, দান ও অর্থযুক্ত বিষয়কে সংগ্রহ
যালে। যথা:—রঞ্জাবলীতে “ধন্ত বয়স্ত ! এই

তোমার পারিতোষিক গ্রহণ কর,” ইত্যাদি
যোজ্যবাক্য !

অমূমান-লক্ষণ ।

কল্পের অমূল্যপ কথনকে অমূমান বলে।
কাহারও মতে হেতুদর্শনে কোন প্রকৃত বিদ্যব
স্থিব করাকেও অমূমান বলে। যথা:—জানকী
রাঘবে “স্বচ্ছন্দ গমনে পৃথিবীকে ভঙ্গিমতী
করিতেছে,” ইত্যাদি রাগবাক্য।

প্রার্থনা-লক্ষণ ।

অমূল্যবিনয়পূর্বক কাহাকে কোন কাব্য
নিয়োগ করার নাম প্রার্থনা। কাহাবও মতে
বমণ, হৰ্ষ ও উৎসবের প্রার্থনাকেই প্রার্থনা
বলে। যথা:—রঞ্জাবলীতে “প্রিয়ে সাগরিকে।
তোমার চন্দনসূশ মুখ, উৎপলসূশ নয়ন, পদ্ম

সদশ কর, রস্তামদৃশ উক্ত, মৃণালমদৃশ বাহু
আমাকে অতিশয় আনন্দিত করিতেছে,” ইত্যাদি
রাজবাক্য ।

শিফ্ট-প্রিস্টি-লক্ষণ ।

কোন রহস্যার্থ প্রকাশ করাকে শিফ্ট-
প্রিস্টি বলে । যথা:—বেণীসঃহাবে “ একটী দৃঢ়ক্ষেত্রের
বিপাকে এই সকল দারুণ ঘটনা উপস্থিত,”
ইত্যাদি বাক্য ।

ত্রোটিক-লক্ষণ ।

সংরক্ষ অর্থাত ক্লোধ প্রকাশপূর্বক কোন
বাক্য বলাকে ত্রোটিক বলে । যথা:—চও-
কৌশিকে “আঃ—আজও তুমি আমার যজ্ঞের
স্বর্ণদক্ষিণা সংগ্রহ করিতে পার নাই?” ইত্যাদি
কৌশিকবাক্য ।

অধিবল-লক্ষণ ।

কাপট্যপ্রকাশপূর্বক কেোন অভিসহিত সাধন কৱাকে অধিবল বলে। যথা:—রস্তা বলীয়ে “ভৰ্ত্তদারিকে! এই সেই চিৰশালিক! ইত্যাদি কাঞ্চনমালাৰাক্য।

উদ্বেগ-লক্ষণ ।

বাজা, শক্ত বা দস্ত্য দ্বাৰা উৎপন্ন ভয়কে উদ্বেগ বলা যায়। যথা:—বেলীসংহারে “এক-বথাকৃত সেই কৰ্ণারি অৰ্জুন ও ক্রুৰকৰ্ম্মী তুকো দৰকে পাইয়াছি,” ইত্যাদি বাক্য।

বিদ্রব-লক্ষণ ।

শক্তা, ভয় বা ত্রাসজনিত সন্ত্রমকে বিদ্রব বলে। যথা:—“কালান্তকসদৃশ কৃকু দশাস্থকে নিৰীক্ষণ কহিয়া বানৱ সৈন্যদিগেৰ মধ্যে

“একটা তুমুল কোলাহল উদ্ধিত হইল,” ইত্যাদি
বাক্য।

অপবাদ-লক্ষণ।

লোকের অনর্থক দোষকথনকে অপবাদ
বলে। যথা:—বেণীসংহারে “পাঞ্চালক ! সেই
তরায়া ছর্যোধনের কি কোন স্থানে কোন-
কৃপ সঞ্চান পাইয়াছ ?” ইত্যাদি শুধিষ্ঠির-
বাক্য।

সম্পেট-লক্ষণ।

রোষপ্রযুক্ত বাকোর নাম সম্পেট। যথা:—
বেণীসংহারে “অরে ধায়পুত্র ! তুই বৃক্ষ মহঃ
বাজের সন্ধিধানে অতিশয় গহিত নিজ কার্য-
সমূহের প্রাপ্তা করিতেছিস !” ইত্যাদি বাজ-
বাক্য।

ଦ୍ରୁବ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ପ୍ରବଳ ଶୋକାଦି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାସ୍ତ ହଇବା
ଗୁରୁତ୍ବନକେ ବ୍ୟାତିକ୍ରମ ଫରାର ନାମ ଦ୍ରୁବ । ଯଥ ।—
ବେଣୀସଂହାରେ “ଭଗବନ୍ କୁକୁରାଗ୍ରାଜ ! ଶୁଭଜ୍ଞାଭାତଃ !”
ଇତ୍ୟାଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିରବାକ୍ୟ ।

ଶକ୍ତି-ଲଙ୍ଘଣ ।

ବିରୋଧପ୍ରଶମନକେ ଶକ୍ତି ବଳେ । ଯଥ ।—
ବେଣୀସଂହାରେ “ମମରେ ନିହତ ଆତ୍ମୀୟଜନେବ
ଦେହ ଅଦ୍ୟ ସକଳେ ଭୟସାଂ କରକ,” ଇତ୍ୟାଦି
ବାକ୍ୟ ।

ପ୍ରସଙ୍ଗ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଧର୍ମଗ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟେର ନାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଯଥ ।—
ଶୁଭକଟିକେ “ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱଦତ୍ତର ପୌତ୍ର, ସାଗରଦତ୍ତେବ
ପୁତ୍ର ଏହି ଚାକନ୍ଦତ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଅଳକାରୈର ଲୋତେ

এসন্তসেনা বেঙ্গাকে নষ্ট করিয়াছে, তজ্জন্ম
ইহাকে বধ করিবার নিমিত্ত বধ্য ভূমিতে লইয়া
যাওয়া হইতেছে,” ইত্যাদি চান্দোলবাক্য
প্রবণান্তর “যে বৎশ শত শত যাগ্যজ্ঞে পরিবর্ত
হইয়াছে,” ইত্যাদি চান্দোলবাক্য ।

ব্যবসায়-লক্ষণ ।

প্রতিজ্ঞার হেতু আশ্রয় করাকে ব্যবসায়
বলে । যথ :—বেণীসংহারে “সমুদায় কৌব-
বের জীবনহস্তা, দুঃখাসনের শোণিতপাতা ও
দুর্যোধনের উক্তভঙ্গকর্তা ভীম আপনাকে
প্রণাম করিতেছে,” ইত্যাদি ভীমবাক্য ।

বিরোধ-লক্ষণ ।

উক্তরোক্তির বাক্যকে বিরোধ বলা যায় :
কাহারও মতে কার্য্যাত্যয়োপগমনের নাম

বিরোধ। যথা :—বেণীসংহারে “ভীমুক্তপ মহার্ণঃ
পার হইয়াছি, প্রলম্বানলম্বকাপ দ্রোণকেও নিবা
রণ কবিলাম,” ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরবাক্য :

প্ররোচনা-লক্ষণ ।

সমুদায় কার্য একত্র প্রদর্শন করাকে প্ররোচনা বলে। যথা —বেণীসংহারে “আমি দেব
ত্রুক্ষপাণির সহিত ‘ভৃত্যেবা তোচ্চার দ্বাক্ষ্যাভি-
দ্ধেকেব নিমিত্ত স্মৰণ কলস সকল সলিলপূর্ণ
করক,’ এই কথা বলিয়া” ইত্যাদি পাঞ্চালবাক্য :

বিচলন লক্ষণ ।

অনুমানার্থসংযুক্ত বাক্যকে বিচলন বলে।
কোন কোন নাট্যবিং পণ্ডিত বিচলনেব পরি-
বর্তে খেদকে বিমৰ্শসন্ধির অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ
করিয়া থাকেন।

খেদ-লক্ষণ ।

মানসিক চেষ্টা হইতে সম্পন্ন এবংকে
খেদ বলে। যথা:—মালতীমাধবে “জনন
দলিত হইতেছে, কিন্তু বিদীর্ণ হইতেছে না ;
বিন্দু স্ব ক্ষণে ক্ষণে মোহ প্রাপ্ত হই-
তেছে, কিন্তু একেবারে চৈতন্ত ত্যাগ করি-
ত্বে না ; দীহ শরীরকে নিবন্ধন দণ্ড
করিতেছে, এব্যাকেবারে ভস্ত্রসাধ কবি-
তেছে না ; মর্মচেন্দী বিধাতা অনবরত প্রহার
করিতেছেন, কিন্তু জীবন নাশ করিতেছেন
না,” ইত্যাদি বাক্য।

আদান-লক্ষণ ।

সমুদায় কার্যোর একাত্মিকরণকে আদান
বলে। যথা:—বেণীসংহারে “অহে সমষ্টিপঞ্চক-

ଚାରୀ ବାକ୍ତିବର୍ଗ ! ଆମି ରାକ୍ଷସ ବା ଭୂତ ନହିଁ ।
ଇତ୍ୟାଦି ଭୀମବାକ୍ୟ ।

ଛଲନ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।

ଅପମାନଜନିତ ସମ୍ମୋହେର ନାମ ଛଲନ ବା
ଛାଦନ । ଯଥା :—ବେଣୀସଂହାରେ “ଆର୍ଯ୍ୟ ! ଇନି
ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟେଇ ଯା କିଛୁ ଅପ୍ରିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେଛେନ,
କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତ କରିତେ ଅକ୍ଷମ, ବିଶେଷତ:
ଶତଭାତ୍ଶୋକେ ଏକଣେ ଅତିଶ୍ରୀ ହୁଃପିତ୍ତିତ୍ତ
ଆଛେନ, ଇହାର ବାକ୍ୟବାଣେ କାତର ହଇବେନନା,”
ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଜୁନବାକ୍ୟ ।

ବ୍ୟାହାର-ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥନକେ ବ୍ୟାହାର ବଲେ । କୋନ କୋନ
ନାଟ୍ୟବିଂ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟାହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିମେଧକେ
ବିମର୍ଶ ସନ୍ଧିର ଅଙ୍ଗ ସଲିଯା କଲନା କରେନ ।

ପ୍ରତିଷେଧ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଅଭିଲମ୍ବିତ ବିଷୟର ପ୍ରତୀଷ୍ଠାତାଙ୍କେ ପ୍ରତିଷେଧ ବଲେ । ସଥା :—ପ୍ରଭାବତୀତେ ବିଦ୍ୟକେର ପ୍ରତି “ସଥେ ! ତୁ ମି ଏଥାନେ ଏକାକୀ ରହିଯାଇ କେନ ?” ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟମ୍ବାକ୍ୟ ।

ଦ୍ୟାତି-ଲକ୍ଷଣ ।

ପାରିକ୍ଷେପ ଅର୍ଥାତ୍ ତିରଙ୍କାରୟୁକ୍ତ ବାକ୍ୟେର ନାୟ ଦ୍ୟାତି । ସଥା :—ବେଣୀସଂହାରେ “ହେ ଦ୍ୟୋଧନ ! ତୁ ମି ନିର୍ମଳ ଚଞ୍ଚବଂଶେ ଜନ୍ମପରିଗ୍ରହ କବି ଦ୍ୟାତି, ଏଥନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ତୋମାର ହନ୍ତେ ଗଦା ରହି ଯାଇଛେ,” ଇତ୍ୟାଦି ଭୌମବାକ୍ୟ ।

ସନ୍ଧି-ଲକ୍ଷଣ ।

ବୀଜୋପଗମନକେ ସନ୍ଧି ବଲେ । ସଥା :—
ବେଣୀସଂହାରେ ‘ଯଜ୍ଞବେଣୀସନ୍ଧିବେ ! ଆମି ସାହା

ବଲିଯାଛିଲାମ, ତାହା କି ତୋମାର ଶ୍ରବଣ ହୁଏ ୨^୦
ଇତ୍ୟାଦି ଭୀମବାକ୍ୟ ।

ବିବୋଧ-ଲଙ୍ଘଣ ।

କାର୍ଯ୍ୟାବ୍ରେଷ୍ଟଙ୍କେ ବିବୋଧ ବଲା ଯାଏ । ଯଥା—
ବେଣୀସଂହାରେ “ଆର୍ଯ୍ୟ ! ଆମାକେ କ୍ଷଣକାଲେର
ଜଣ୍ଠ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ,” ଭୀମେର ଏହି ବାକ୍ୟ ଅବେ
କରିଯା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତର କରିଲେନ, “ଆର କି ଅବ-
ଶିଷ୍ଟ ଆଛେ ?” ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟ ।

ଗ୍ରଥନ-ଲଙ୍ଘଣ ।

କାର୍ଯ୍ୟର ଉପଲାସକେ ଗ୍ରଥନ ବଲେ । ଯଥା:—
ବେଣୀସଂହାରେ “ଅୟି ପାକ୍ଷାଲି ! ଆମି ଜୀବିତ
ଥାକିତେ ତୁମି କଥନଇ ସ୍ଵିମ ହତେ ଦୁଃଖାସନକର୍ତ୍ତକ
ଅଲିତ କେଶପାଶେ ବେଣି ଆବନ୍ତ କରିଓ ନା,”
ଇତ୍ୟାଦି ଭୀମବାକ୍ୟ ।

ନିର୍ଣ୍ଣୟ-ଲଙ୍ଘନ ।

ଅହୁତୁତାର୍ଥ କଥନେର ନାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ । ଯଥା :—
ବେଣୀସଂହାରେ “ଦେବ ଅଜ୍ଞାତଶତ୍ରୋ ! ହର୍ଯ୍ୟୋଧନ
ହତକ ଆଜନ୍ତୋ,” ଇତ୍ୟାଦି ଭୀମବାକ୍ୟ ।

ପରିଭାଷା-ଲଙ୍ଘନ ।

ପରିବାଦକୃତ ବାକ୍ୟକେ ପରିଭାଷନ ବଣେ ।
ଯଥା :—ଶକୁନ୍ତଲାଯ “ଆର୍ଯ୍ୟୋ ! ମେଇ ପୂଜ୍ୟା ଦର
ବନିନୀ କୋନ୍ ରାଜର୍ଭିର ପଟ୍ଟୀ ?” ବାଜାର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀବେ “କେ ଏଥନ ମେଇ ଧର୍ମପତ୍ରୀ ପରି
ତ୍ୟାଗୀର ନାମ ମୁଖେ ଆନିବେ ?” ଇତ୍ୟାଦି ତାପସୀ-
ବାକ୍ୟ ।

କୁତି-ଲଙ୍ଘନ ।

ଶକ୍ତାର୍ଥେର ହିରୀକରଣେବ ନାମ କୁତି । ଯଥା :—
ବେଣୀସଂହାରେ ‘ ତଗବାନ୍ ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ବାନ୍ଦୀକି

ପ୍ରଭୃତି ଖ୍ୟାଗଣ ଅଭିବେକସାମଗ୍ରୀ ଲହିଯା ରହିଥା
ଛେନ," ଇତ୍ୟାଦି କୃଷ୍ଣବାକ୍ୟ ।

ପ୍ରସାଦ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଶ୍ରୀଷ୍ଟବାଦି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତାହାକେ
ପ୍ରସାଦ ବଲେ । ଯଥା:—ବେଳୀସଂହାରେ ଭୀମକର୍ତ୍ତ୍ରକ
ଦ୍ରୋପଦୀର କେଶସଂସମନ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଆନନ୍ଦ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଅଭିଲଷିତ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ନାମ ଆନନ୍ଦ ।
ଯଥା:—ବେଳୀସଂହାରେ “ନାଥେର ପ୍ରସାଦେ ଆମି ବିଶ୍ୱ
ବ୍ୟାପାର ଶିକ୍ଷା କରିବ,” ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରୋପଦୀବାକ୍ୟ ।

ସମୟ-ଲକ୍ଷଣ ।

ହୁଥାପନୟନକେ ସମୟ ବଲେ । ଯଥା:—ରତ୍ନ
ବଳୀତେ “ତଗିନି ! ଆଶ୍ଵାସିତା ହେ, ଆଶ୍ଵାସିତା
ହେ,” ଇତ୍ୟାଦି ବାସବଦତ୍ତବାକ୍ୟ ।

উপগৃহন-লক্ষণ ।

অচুতবস্ত্রপ্রাপ্তির নাম উপগৃহন। যথা:—

প্রভাবতীতে নারদকে দেখিয়া উক্তমুখে “বিদ্যু-
ল্লথাসদৃশ, পদিমলাক-লমরপত্রক্তিবিশিষ্ট পুল-
গলা ধারণ করিয়া” ইত্যাদি প্রেছ্যম্ববাক্য।

আভাষণ-লক্ষণ ।

দান অথবা মান দান নিষ্পন্ন কার্যকে
আভাষণ বলে। যথা:—চণ্ডকৌশিকে “তবে
এস, ধর্মলোকে বাস করসে” ইত্যাদি ধর্ম-
বাক্য।

পূর্বভাব লক্ষণ ।

কার্য্যাপদেশক নিষয়কে পূর্বভাব বা
পূর্ববাক্য বলে। যথা:—বেণীসংহারে “বৃক্ষ-
মতিকে। একশে দেই অহঙ্কার ভাস্তুতী

କୋଥାର ? ଏଥିନ ଆମିରା ପାଣୁବପଞ୍ଜୀ ଦ୍ରୌପଦୀକେ ପରାତ୍ମବ କରିବି ମା,” ଇତ୍ୟାଦି ଡୌମ-
ବାକ୍ୟ ।

କାବ୍ୟସଂହାର-ଲଙ୍କଣ ।

ବର ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ ଅମୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତିବ
ନାମ କାବ୍ୟସଂହାର । ଯଥା:—ପ୍ରାୟ ସକଳ ନାଟ-
କେଇ “ତୋମାର ଆବ କି ଉପକାର କରିବ” ।

ପ୍ରଶସ୍ତି-ଲଙ୍କଣ ।

ଦେବ, ଦ୍ଵିଜ ଓ ମୃପାଦିର ପ୍ରଶଂସାକେ ପ୍ରଶସ୍ତି
ବଲେ । ଯଥା:—ପ୍ରଭାବତୀତେ “ରାଜାରା ପ୍ରତି-
ନିୟମ ଶ୍ରତନିର୍ବିଶେଷେ ଅଜାପାଳନ କରନ,
ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟ ।

ମନ୍ଦୀତଶାନ୍ତରୁଶଳ ପଞ୍ଜିତରା ଏହି ସକଳ
ଅନ୍ଦକେ କାର୍ଯ୍ୟ, କାଳ, ଅବଶ୍ୟା ଓ ବସତାବେଳ

অঙ্গসারী করিয়া প্রযুক্ত করিয়া থাকেন।
সকলদের বিবরণ একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে
এই সকল অঙ্গসমন্বয়ীয় সন্ধ্যাস্তুর সম্ম ও
অর্থেপক্ষেপক সকলের নাম, লক্ষণ ও উদা
হণ বলা যাইতেছে।

সাম, ভেদ, প্রদান, দণ্ড, বধ, প্রত্যুৎপন্ন
মতিষ্ঠ, গোত্রস্থলিত, সাহস, ভয়, লজ্জা, মায়া,
ক্রোধ, ওজ়ঃ, সম্বৰণ, ভাষ্টি, হেতুবদ্ধারণ, দৃত,
লেখ, স্বপ্ন, চিত্র ও মদ এই একবিংশতিটী সন্ধ্যাস্তুর
নাম। বিকল্পক, চূলিকা, প্রবেশক, অঙ্গাবতার
ও অঙ্গমুখ এই পাঁচটী অর্থেপক্ষেপক, অর্থাৎ
ইচ্ছাদিগের হাতী অর্থের সূচনা হয়।

বিকল্পক ও প্রবেশকেব লক্ষণ পূর্বে উক্ত
হইয়াছে, এক্ষণে চূলিকা, অঙ্গাবতার ও অঙ্গ-
মুখের লক্ষণ দ্রষ্টব্যঃ প্রকাশ করা যাইতেছে।

চূলিকা-লক্ষণ।

যদিনিকার অস্তরহ ব্যক্তি দ্বারা কোন প্রকার
অর্থের স্মৃচনা হইলে তাহাকে চূলিকা বলে।
যথা:—বীরচরিতের চতুর্দশের প্রথমেই নেপথ্যে
বামের পরশুরামবিজয়-সংবাদ সূচিত হইয়াছে

অঙ্কাবতার-লক্ষণ।

এক অক্ষের শেষে কোন পাত্র দ্বারা মেই
অক্ষের অঙ্গস্বরূপ অঙ্কাস্তরের অবতারণা করার
নাম অঙ্কাবতার। যথা:—শকুন্তলার পক্ষমাক্ষে
পাত্র দ্বারা সূচিত ষষ্ঠাক।

অঙ্কমুখ-লক্ষণ।

স্ত্রী বা পুরুষ দ্বারা কোন অক্ষের মুখ
বিচ্ছিন্ন হইলে পুনরায় তাহার উপক্ষেপকে
অঙ্কমুখ বলে। কাহারও মতে এই অক্ষে সমুদায়

একের সমস্ত বিবরণ স্ফুটিত করার নাম অঙ্গ-
মুখ। অঙ্গমুখই বীজার্থস্থাপক। যথা :—মালতী-
মাধবে প্রথমাঙ্কাদিতে কামলকী ও অবলোকি-
তার সংক্ষিপ্ত কথাপ্রবর্তনের প্রসঙ্গে তুরি-
বশ্ব প্রভৃতির সন্নিবেশ স্ফুটিত হইয়াছে।

সামাজিকাবে অভিনেতবা বিষয় সকলের
বিবরণ একপ্রকার বলা হইল, একেণ সবিষ্ঠার
ন্যাটকলক্ষণ নির্দিষ্ট হইতেছে।

হঁসি ও হৃষ্যকমুক্ত, পঞ্চাবস্থাপ্রাপ্ত পক-
সক্রিবিশিষ্ট, একবিংশতি সাহ্যস্তর ও চতুঃষষ্ঠি
সহ্যস্তরাঙ্গ সম্পন্ন, ছত্রিপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত,
নানাপ্রকার গুণালঙ্কারপূর্ণ, মহারস, মহাভোগ,
উদ্বান্তবচন, মহাপুরুষসঞ্চার, সদাচার, অন-
শিষ্যতা, স্মৃষ্টিসক্ষিসংযোগ, স্বন্দরগ্রযোগ,
স্মৃথাশ্রম, কোরলশব্দগ্রযোগ, ইত্যাদি শুণ-

ଶୁଣିତ ନାଟକଇ ପ୍ରଶ୍ନ ! ନାଟକେ ଲୋକେର ସୁଖ
ହୁଃଖୁଜନିତ ଅବଶ୍ଳା ଇରିତ ଥାକିବେ । ମେ ଜ୍ଞାନ
ଜ୍ଞାନଇ ନହେ, ମେ ଶିଳ୍ପ ଶିଳ୍ପଇ ନହେ, ମେ ବିଦ୍ୟା
ବିଦ୍ୟାଇ ନହେ, ମେ କଳା କଳାଇ ନହେ, ମେ କର୍ମ
କର୍ମଇ ନହେ, ଯାହା ନାଟକେ ପ୍ରୟୁକ୍ଷ ନା ହସ । ନାନା
ଦୃଶ୍ୟାଗତ ଲୋକେର ସ୍ଵଭାବ ଅଙ୍ଗଭାଗୀୟକୁ ଅଭିନଷ୍ଟ
ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ମର୍ମିନୀତ ହିଁବେ । ନାଟକେ
ଦେବତା, ରାଜୀ ଓ ଧ୍ୱବିଦିଗେର ଚରିତ ଏବଂ
ଲୋକେର ମନେର ଭାବ, ବୁଦ୍ଧିଚାତୁର୍ୟ, ନିପୁଣତା,
ମୂର୍ଖତା ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବନ୍ଧାଧେନରେ ବର୍ଣନ ଥାକିବେ । ନାନା
ଭାବ, ନାନା' ରମ, ଓ ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମପ୍ରୟୁକ୍ଷ
ଦ୍ୱାରା ନାଟକକେ ନାନା ଅବଶ୍ଳାନ୍ତରିତ କରା ଉଚିତ ।
ଲୋକେର ଭାବ, ବଳାବଳ, ସଞ୍ଜ୍ଞାଗ ଓ ଯୁଦ୍ଧି ଉତ୍ସମ
କ୍ରମେ ଦେଖିବା ନାଟକେ ପ୍ରମୋଗ କରିତେ ହସ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে নাটকাদিব নাম,
লক্ষণ, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গগুলি একপ্রকার বর্ণিত
হইয়াছে, অধুনা কৌশিকী প্রভৃতি বৃত্তি সমূহের
উৎপত্তি ও লক্ষণাদি বলা যাইতেছে ।

যৎকালে স্তপবান্ নারায়ণ নিজ মায়াম
সমুদায় লোককে সংক্ষিপ্ত এবং সমস্ত জগৎ^১
অর্থবৎ করিবা নাপপর্যাকে শর্বান ছিলেন,
সেই সময়ে বলবীর্য-মদোন্মস্ত মধু ও কৈটেক্ষ
নামে দুইটা অসুর তাহার সহিত যুক্ত প্রার্থনার
অতিশয় তর্জন পর্জন করিতে লাগিল । পরে
তাহারা জানু ও মুষ্টি, দ্বারা সেই ছৃতভাবে
অক্ষয় পুরুষকে প্রহার বৃত্ত ঘোরতর সংগ্রাম

ଆରାସ୍ତ କରିଲ । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେ ତୋହାଦିଗେର ପରମ୍ପରା
ନାମା ପରମବାକା ଓ ନିଳାବାଦେ ସେନ ଅର୍ଥବ
କମ୍ପିତ ହିଟେ ଲାଗିଲ । ତୋହାଦିଗେର ଦେଇ
ସକଳ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କରିଯା ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରଙ୍ଗା ଭୟ
ନିତାନ୍ତ ଭୀତ ହଇଯା ବିଷୁକେ ସଲିଲେନ ; ଭଗବନ !
ଆପନି ଯେ ସକଳ କଥା ସଲିତେଛେନ, ସକଳ
କଥାରଇ ପରମ୍ପରା ଉତ୍ତରୋତ୍ତବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖା ଦାଇ-
ତେଛେ, ଏହି କି ତବେ ଭାରତୀ-ବ୍ରତୀ ସମ୍ବନ୍ଧ
ହଇଲ ? ଯାହା ହଟୁକ ଶୀଘ୍ର ଇହାଦିଗଙ୍କେ ନିଧନ
କରନ । ମୁକ୍ତଦନ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରଙ୍ଗାର ଏହି କଥା
ଶ୍ରେଣୀ କରିଯା ଉତ୍ତର କରିଲେନ, ହେ ବ୍ରଙ୍ଗନ !
କାର୍ଯ୍ୟକାରେଣ ନିମିତ୍ତ ଆୟି ଏହି ଭାରତୀ ବ୍ରତୀ
ଶୁଣି କରିଲାମ, ଅତ୍ୟବ ହେ ବାଘିଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ଆପନି
ଆଜ୍ଞା କରନ, ଏହି ଭାରତୀ-ବ୍ରତୀ ସେନ ପୃଥିବୀକେ
ସହଲପ୍ରଚାର ହୁଁ । ଆପନି ଭାତ ହଇବେନ ନା

শামি দ্বরায় ইহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ
করিতেছি. ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া বিষ্ণু সেই
অসুরব্রহ্মের সহিত তুমুল সংগ্রাম আবস্থ করি-
লেন। ফলতঃ বিষ্ণুর সবল পাদবিক্ষেপহেতু
পৃথিবী অতিশয় তারবতী হওয়াতেই তারতী
বৃক্ষির উৎপত্তি হয়। তাহার শার্ণবমূৰ্তিৰ
দীপ্তি ও সত্ত্বাধিক বল্গন দ্বারা সার্বতীবৃক্ষি
উৎপন্ন হইল। বিষ্ণু যুক্তসময়ে বিবিধ অঙ-
চালনবৈচিত্র দ্বারা যে কেশপাশ বন্ধন করেন,
তাহাতে কৌশিকী বৃক্ষি জন্মিল। এবং যুক্তে
ব্যাপ্তি বিষ্ণুঅঙ্গনমুদ্রায় যে নাম সংরক্ষ,
আবেগ ও গতিবিশিষ্ট হইয়াছিল তাহাতেই
জারুতী বৃক্ষির উৎপত্তি।

অনস্তর উক্ত অসুরব্রহ্ম বিষ্ণুর যুক্তে নিধন
আশ্চ হইলে ত্রুটি। নানাদোকারে বিষ্ণুৰ অশংসা-

ବାଦ କରିଯା କହିଲେନ, ଦେବ । ଆପନାହାରା କୁଟ୍ଟ
ଏହି ଚାରିଟି ସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଆମି ଅଥବେ ଚାରି ବେଦେ
ମିହୋଜିତ କରିବ । ଧଗ୍ବେଦେ ଭାରତୀ, ଯଜୁ-
ର୍ବେଦେ ଭାରତୀ, ସାମବେଦେ କୌଶିକୀ ଏବଂ ଅଥର୍-
ବେଦେ ଆରାତୀ ସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିବେ । ନାଟ୍-
କାରେରାଓ ଦେଇ ଗମ୍ଭୋନିର ଅଛୁତ୍ତାମ ଉତ୍ସ ସ୍ତତ୍ତ୍ଵ
ଚତୁର୍ଥୟ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରୟୁକ୍ତ କରିଲାଛେ । ସମ୍ମିତରଙ୍ଗାକର
କାରେର ମତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀପମୋଗିନୀ ବାଞ୍ଚମନଃକାରଜ
ଚେଷ୍ଟୋବିଶେଷେର ନାମଇ ସ୍ତତ୍ତ୍ଵ । ତିନି ଯଲେନ, ଧକ୍,
ଯଜୁ, ଅଥର୍ବ ଓ ସାମ, ଏହି ବେଦଚତୁର୍ଥୟ ହିତେ
କ୍ରମାସ୍ୟେ ଭାରତୀ, ଭାରତୀ, ଆବତ୍ତୀ ଓ
କୌଶିକୀ ଏହି ଚାରିଟି ସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଉତ୍ସମ ହିଲାଛେ ।
ସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ସମୁଦ୍ରାୟେର ଉତ୍ସପତ୍ରର ବିଷୟ ଏକପ୍ରକାର
ବଳା ହିଲ, ଲକ୍ଷମ ଓ ଉଦ୍ଧାରଣ ନିର୍ମା ଏକଟିତ
ହିତେହେ ।

ভারতী-বৃক্ষি-লক্ষণ ।

বাহী গান্ধীর্যাদি-গুণবিশিষ্ট-বাক্যগুক্ষিত, পুরুষমাত্রপ্রবোজ্য এবং সংস্কৃতবহুল তাহাই ভারতী বৃক্ষি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সর্বপ্রকার অসেই ভারতী বৃক্ষি প্রযুক্ত হইতে পারে। কোন কোন নাট্যবিং পশ্চিত সংস্কৃত-বহুল, নটাভ্রম বাগ্বাপারকেই ভারতী বৃক্ষি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রবোচনা, আমুখ, বীণী এবং প্রহসন এই চারিটি প্রকার-ভেদ ভারতী বৃক্ষিতে লক্ষিত হয়। আমুখেরও আবার পৌচটী অঙ্গ আছে। যথা:—উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক এবং অব-লগিক। ইহাদিগোর প্রত্যেকের লক্ষণ ও উদ্বা-হৃণ প্রভৃতি স্থানান্তরে উল্লিখিত আছে। স্মৃতিরাই এহলে প্রকল্পের নিষ্পত্তি আছে।

সার্বভৌ-বৃত্তি-লক্ষণ ।

যাহা সবগুণযুক্ত, শ্রায়চরিতবিশিষ্ট, উৎকট হৰ্ষোৎপাদক এবং শোকভাববিহীন তাহাকে সার্বভৌ-বৃত্তি বলে। ইহাতে দীর, অস্তুত, রৌজু এবং অল্পপরিমাণে আদিরস সঞ্চারিত থাকিবে। উদ্ভত পুরুষ ও পাত্রদিংগের পরম্পরা ধরণ ইহার একটী প্রধান অঙ্গ। উত্থাপক, পরিবর্তক, সংলাপ ও সংঘাত্যক এই চারিটী অকারণে সার্বভৌ-বৃত্তিতে শক্তিত হয়।

উত্থাপক-লক্ষণ ।

বলি কোন পাত্র ‘আমি এই উদ্ধিত হইলাম, তোমার শক্তি থাকে, নিরবিগ কর’ ইত্যাকার আক্ষণ্যপূর্বক উৎকৃত হৰ, তাহার নাম উত্থাপক, অধীক্ষ শক্তি, উচ্চজনমকারী

বাক্যকে উপরিপক্ষ বলে । যথা :—বীরচরিতে “আনন্দের অঙ্গই হউক, যা বিস্ময়ের অঙ্গই হইক, অথবা ছঃথের নিমিত্তই হউক, আমি তোমাকে দেখিয়াছি,” ইত্যাদি বাক্য ।

পরিবর্তক-লক্ষণ ।

আরুক কার্য্যের অঙ্গথা করণকে পরিবর্তক বলে । যথা :—বেণীসংহারে “সহদেব তুষ্ণি যাও, গুরুর অমুবস্তী হও,” ইত্যাদি শীর্ষবাক্য ।

সংলাপ-লক্ষণ ।

সাম, বীজ, ও নিরামর্য্যুক্ত আলাপ বা মানা তাবপূর্ণ গভীরোক্তিকে সংলাপ বলে । যথা :—বীরচরিতে “মহাদেব অবগ্নই কার্ত্তীবৰ্য্যের অবহেল লিমিত আপনাকে এই পরগ অমুন কুমিলাহেন ।” পরগুরাম রাবেহ উক্ত

ବାକ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କରିଯା କହିଲେନ, “ଦାଶରଥି ରାମ ! ହା,
ଏ ମେହି ପରଶ୍ରୀ ବଟେ,” ଇତ୍ୟାଦି ପରଶ୍ରୀରାମବାକ୍ୟ ।

ସଂଘାତ୍ୟକ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯତ୍ତ, ଅର୍ଥ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦୈବବଳ ଅଥବା
ନିଜଦୋଷେ ଯିଲନଭକ୍ତ ହେୟାକେ ସଂଘାତାକ
ବଲେ । କେହ କେହ କାର୍ଯ୍ୟ-ଶକ୍ତି ଓ ନିଜଦୋଷ
ଏହି ହାଇଟୀ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରେନ ନାହିଁ । ଯଥା :—
ମଙ୍ଗ-ଶକ୍ତି ଓ ଅର୍ଥ-ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷେ ବାକ୍ସ-
ସହଚରଦିଗେର ପରମ୍ପରାଭେଦମାଧ୍ୟ, ଏବଂ ଦୈବ-ଶକ୍ତି
ଦ୍ୱାରା ରାମାୟଣ ରାବଣେର ସହିତ ବିଭିନ୍ନଶିଖର ଭେଦ-
ସାଧନ ହୁଁ ।

କୌଣସି-ବ୍ରତି-ଲକ୍ଷଣ ।

ଶମୋହର ନେଗଥ୍ୟବିଶେଷ ଦ୍ୱାରା ବିଚିତ୍ର,
ଜୀମୁଦ୍ରା, ନୃତ୍ୟଗୀତପୂର୍ଣ୍ଣ, କାର୍ମୋପଭୋଗବହଳ

ହୁତିକେ କୌଣ୍ଡିକୀ-ହୁତି ବଲେ । କୌଣ୍ଡିକୀ-
ହୁତିରେ ଚାରିଟି ପ୍ରକାରରେ ଆଛେ । ସଥା :—
ନର୍ମ, ନର୍ମଫୁର୍ଜ, ନର୍ମଲ୍କୋଟ ଓ ନର୍ମଗର୍ଜ ।

ନର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ।

ଯାହାତେ ବିହାରକ୍ରିସ୍ତାର ବାହଳ୍ୟ ବର୍ଣନ ଓ ପରି-
ହାସ-ଅନକ କଥୋପକଥନ ଥାକେ, କିନ୍ତୁ ବୀରାଦି
ରସେର ଉତ୍ତରେଖମାତ୍ର ଥାକେ ନା, ତାହାକେ ନର୍ମ ବଲେ ।
କାହାରଙ୍କ ମତେ ପ୍ରିୟସମ୍ମିଧାନେ ବାକ୍ଚାତ୍ରୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦ-
ଶନେର ନାମ ନର୍ମ । ଶୁଦ୍ଧ ହାତ୍ତ, ସବିହାର ହାତ୍ତ
ଓ ସତ୍ତବ ହାତ୍ତଯୁକ୍ତ ହଇଯା ନର୍ମଓ ତ୍ରିବିଧଭାବେ
ଅବୁକ୍ତ ହଇଯା ଥାକେ । ଶୁଦ୍ଧ ହାତ୍ତଯୁକ୍ତ ସଥା :—
ରହାବଲୀତେ ନିତ୍ୟଫଳକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା “ତୋମାର
ନିକଟେ ଏହି ବେ ଏକଟୀ ଦ୍ଵୀମ୍ରି ଆଲିଦିତ ଆଛେ,
ଏଟୀ ଆର୍ଯ୍ୟବମନ୍ତକେର ବିଦ୍ୟା ମା କି ?” ଇତ୍ୟାଦି

বাসবদত্তার সহস বাক্য। সবিহার হাস্ত যথা:—শকুন্তলায় “অসম্ভুষ্ট হইয়াই বা কি করিবে ?” শকুন্তলার এই বাক্যে “ই তাই বটে” ইত্যাদি রাজবাক্য। সভয় হাস্ত যথা--
রত্নাবলীতে “আমি এ সকল বৃক্ষান্ত বুঝিত
পারিয়াছি, এই চিত্রফলক থানি লাঠীয়া এখনই
মহিষীব নিকট গিয়া সকল কথা বলিয়া দিব,”
ইত্যাদি সুসঙ্গতাবাক্য।

নর্মস্ফুর্জ-লক্ষণ ।

প্রারম্ভে অতি স্থুত-জনক এবং অবসানে
অতি ভয়ঙ্কর নায়কনায়িকার নব সঙ্গমকে নর্ম-
স্ফুর্জ কহে। যথা:—মালবিকাপ্রিমিত্রে “স্বন্দরি !
প্রণ্যামুরাগী ব্যক্তির সঙ্গমভয় পরিত্যাগ কব,”
ইত্যাদি নায়কবাক্য প্রবণ “মহারাজ ! আমি

দেবীর ভঙ্গে নিজপ্রিয়কার্য্যও করিতে সমর্থ
নহি, ” ইত্যাদি মালবিকাবক্য ।

নর্মস্ফোট-লক্ষণ ।

অন্নমাত্র ভাব দ্বাবা অন্ন রস প্রকাশ করার
নাম নর্মস্ফোট । যথা:—মালতীমাধবে “ইহাব
গমন আলগ্রব্যঞ্জক, দৃষ্টি শুন্ত” ইত্যাদি বাক্য ।

নর্মগর্ভ-লক্ষণ ।

প্রচ্ছন্নভাবে অবহিত অর্থাৎ ছন্দবেশী
নায়কের ব্যবহারকে নর্মগর্ভ বলে । যথা—
মালতীমাধবে সখীরূপদারী মাধবকৃত মাল
ভৌর গুরুণ-ব্যবস্থায় নিবাদণ ।

আবত্তি-বৃত্তি-লক্ষণ ।

মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ-
বৃত্তি, বধ, বক্ষন, দ্বিদ্বিপ্রকার কাপট্য,

ପ୍ରସଂଗନା, ଦର୍ଶ, ଖିର୍ଯ୍ୟାବାକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିଶୁଭ ବୃତ୍ତିକେ
ଆରଭଟୀ ବୃତ୍ତି ବଲେ । ସଂକ୍ଷିପ୍ତି, ଅବପାତ,
ବସ୍ତୁଧାପନ ଓ ସମ୍ପେଟ ଏହି ଚାରିଟୀ ଆରଭଟୀ
ବୃତ୍ତିର ଅନ୍ଧ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଶିଳ୍ପ ବା ଅନ୍ତ କୋନପ୍ରକାବ ସଂକ୍ଷେପେ ବସ୍ତୁ-
ବଚନାକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କହେ । ଯଥା:— ଉଦୟନଚବିତେ
କିଲିଙ୍ଗହତ୍ତିପ୍ରୟୋଗ ।

ଅବପାତ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଭୟ, ଓ ହର୍ଷର ଉଦୟ, ବିଦ୍ରବ, ନାଶ, ମନ୍ତ୍ର-
ଆବରଣ, ପାତ୍ରେର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଗମନକେ
ଅବପାତ ବଲେ । ଯଥା:— କୃତ୍ୟାବିବଣେର ସତ୍ତ
ଅକେ “ଧର୍ମହତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରମପ୍ରବେଶ କରିଯା” ଇତ୍ୟାଦି
ବାକ୍ୟ ।

ବନ୍ଧୁଧାପନ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଯାହାତେ ସକଳ ରମେଶ ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ଥାକେ, ବିଜ୍ଞବାଦିର ଉମ୍ରେଷ ଥାକେ ନା, ବନ୍ଧୁଜ୍ଞାମ କ୍ରମଶଃ ପରିଦ୍ୱାରା ହୟ, ତାହାକେ ବନ୍ଧୁଧାପନ ବଲେ । କାହାରୁ ମତେ ମାଆ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାପିତ ବନ୍ଧୁକେ ବନ୍ଧୁଧାପନ କହେ । ସଥା :—ଉଦ୍ଦାତରାଥବେ “ଅହୀ ପ୍ରକରଣଗ ମିଶାନ୍ତମଃପଟିଲେ ଦ୍ୟାପୃତ ହଇଲା ବିଶ୍ରାମ କରିବି,” ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟ ।

ସମ୍ପେଟ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ସଂରକ୍ଷ-ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବହ ଯୁକ୍ତେର କପଟିତା-ପୂର୍ବକ ନିର୍ଭେଦ ଏହି ବହଲପରିମାଣେ ଶନ୍ତପ୍ରାହାରାଦି ବର୍ଣ୍ଣନକେ ସମ୍ପେଟ ବଳ । କାହାରୁ ମତେ କୁନ୍କ ସହରୁ-ଧୋଧ-ସମେର ମାଧ୍ୟାତେର ନାମ ସମ୍ପେଟ । ସଥା :— ମାଲତୀଶାଖବ ମାଧ୍ୟବ ଓ ଅଧୋରଥଣ୍ଡେର ସୁନ୍ଦର ।

ବ୍ରତିସମ୍ବନ୍ଧାୟେର ଉତ୍ତରତ୍ତ୍ଵ, ନାମ, ଲକ୍ଷଣ ଓ
ଉଦାହରଣାଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୋନ୍ କୋନ ବ୍ରତି
କୋନ୍ କୋନ ରସେ ଅବହିତ, ତାହା ବଲା କରୁବା :

ଇଶ୍ଵର, ଆଦି ଓ କରୁଣ ରସେ କୌଣସିକୀ-ବ୍ରତି;
ବୀର, ରୌଜ ଓ ଅନ୍ତର ରସେ ସାହୁତୀ ଓ ଭାବନୀ
ବ୍ରତି; ଏବଂ ଭୟାନକ, ଧୀଭବ୍ୟ ଓ ରୌଜ ରସେ
ଆରଭଟୀ ବ୍ରତି ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୁଏ । ଅତଃପର ନାଟ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ
ସମ୍ବନ୍ଧାୟେର ନାମ, ଲକ୍ଷଣ ଓ ଉଦାହରଣ ବିବର
କରା ଯାଇଥିଲେ :

ଭୂମଣ, ବର୍ଣ୍ଣନାନ୍ଦ, ଶ୍ରୋଭି, ଉତ୍ୟାନନ୍ଦ ହେତୁ
ସଂଶୟ, ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତ, ତକ, ପଦୋଚ୍ୟ, ବିନର୍ଣ୍ଣନ, ଅଳି
ଆର, ଗ୍ରାହ୍ୟ, ବିଜାବ, ଦିଖ, ଉପନିଷଟ, ଶୁଣ୍ୟାନ୍ତ-
ପାତ, ଶୁଣ୍ୟତିଶୟ, ବିଶେଷନ, ନିରାଳି, ନିର୍ଦ୍ଦି,
ଭଂଶ, ବିପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦାଙ୍କିଣ୍ୟ, ବ୍ୟନ୍ଧନ, ମାତ୍ର,
ଅର୍ଥାପତ୍ର, ଗର୍ହଣ, ପୂଜା, ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସାରକପା,

সংক্ষেপ, শুণকীর্তন, লেখ, মনোবথ, অমুক্ত-
সিক্ষি ও প্রিপ্রবচন এই ছত্রিশপ্রকার লক্ষণ
নাটকে লক্ষিত হয়। ইহাদিগের লক্ষণেদাহৰণ
নিম্নে প্রকটিত কৰা যাইতেছে।

ভূষণ-লক্ষণ ।

সালঙ্কারণের সহিত কোন বিময়ের
গোগকে ভূষণ বলে। যথা:—“হে মুঁকে! আর
বিন্দ সকল তোমার যথক্ষী দেখিয়া আচেপ
করিতেছে, কেনই বা আঙ্গেপ করে? যাহাদেব
কোষদ শুন্দি সমগ্র সম্পত্তি বর্তমান, তাহাদের
হৃষির কাজ কি আছে?” ইত্যাদি বাকঃ।

বর্ণনাত্মক-লক্ষণ ।

চমৎকৃতি-নক অর্থবিশিষ্ট প্রবিন্দিতাঙ্গুর
শব্দ দ্বারা কোন বিষয় বর্ণনা করাকে অঙ্গু-

ମଂହାତ୍ର ବଲେ । ସଥା :—ପ୍ରଭୁଜ୍ୟାନ “ତୋମା-
ଦିପେର ମଧ୍ୟୀ ମା କି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୀର୍ଘ ହିସାହେନ ?”
ରାଜାର ଏହି ବାକ୍ୟ ଅବଧେ “ସମ୍ମାତି ଉପବ୍ୟୁକ୍ତ ଉଦ୍‌ଦେଶ
ଆଥ ହିସାହେନ, ଶୀଘ୍ରଇ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରି-
ବେନ,” ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରିୟଦର୍ଶାବାକ୍ୟ ।

ଶୋଭା-ଲଙ୍କଣ ।

ଯେଥାନେ କୋନ ଅସିନ୍କ ଅର୍ଥେର ସହିତ
କୋନ ଅପ୍ରେସିନ୍କ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇ, ଏବଂ ଯାହା
ଶିଷ୍ଟଲଙ୍କଣାକ୍ରମ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥବିଶିଷ୍ଟ,
ତଥାକେ ଶୋଭା ବଲେ । ସଥା :—“ପ୍ରଭୁ ସଦ୍-
ବଂଶସମ୍ଭବ, ପବିତ୍ରାଜ୍ୟା, ପଣ୍ଡିତ ଓ ନାନା ଗୁଣାବିତ
ହିସାଓ ଧରୁଣ୍ଣ ଶ୍ରାନ୍ତ କୂର ଅର୍ପାଇ ବକ୍ର ହନ,
ତଥାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ,” ଇତ୍ୟାଦି
ବାକ୍ୟ ।

ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଯେଥାନେ ତୁ ଦ୍ୟାର୍ଥବିଧିଟି ବାକୋର ଧାରା କୋର୍ବି
ଅଭିମତ ଅର୍ଥନ୍ତ ହସ, ତାହାକେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ-ଲଙ୍ଘଣ
ବଧା :— “ତୁ ମୁଁ ଲୋକାତୀତ କାନ୍ତେର ଅନୁସରଣ
କରିବା ଉଭୟରେ କରିଯାଇ, କାରଣ, ଯେଥିନ ଶ୍ରୀ
ବ୍ୟାତିରେକେ ଦିବସେର ଓ ଚତୁର ବ୍ୟାତିରେକେ ନିଶାର
ଶୋଭା ହବ ନା, ତଙ୍କପ ସାମୀ ବ୍ୟାତିରେକେ ରମଣୀ-
ଶୋଭା-ମୃଦୁଦନ୍ତ ହଇବାର ନହେ ।”

ହେତୁ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ହେତୁ ଦର୍ଶନେ ଇଷ୍ଟକାରକ ସଂକ୍ଷେପୋକ୍ତ ବାକ୍ୟକେ
ହେତୁ ବଲେ । ଯଥା :— ବେଣୀ ସଂହାରେ “ଚେଟି ।—
(ତୀର୍ଯ୍ୟକ୍ଷାତି) ଆମି ଏହି କଥା ସଲିଲାମ, ତାହୁ-
ମତି । ତୋମାଦିଲ୍ଲୋର କେଶ ଅମୁଳ ଧାରିତେ ଆମା-
ମେଲ ଦେଖି କଥରେ କେଶ ସମ୍ବନ୍ଦ କରିବେନ ନା ।”

ସଂଶୋଧ-ଲକ୍ଷণ ।

ଅଜ୍ଞାତ-ତଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କୋନ ବିଷୟକ ମାନ୍ଦ୍ର ହକେ ସଂଶୋଧ ବଲେ । ଯଥା :— ଧ୍ୟାତିବିଜ୍ଞାନେ “ଇହି କି ଲକ୍ଷୀ, ବା ସକ୍ଷକ୍ଷା କିମ୍ବା ଏଇ ବିଷୟେର ଅଧିଦେବତା ଅଥବା ସ୍ଵଯଂ ପାର୍ବତୀ ୪”

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ-ଲକ୍ଷণ ।

କୋନ ଅର୍ଥସାଧନେର ନିମିତ୍ତ ପକ୍ଷନିଦର୍ଶନ କରାକେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବଲେ । ଯଥା :— ବୈଶିଶ୍ବାରେ “ଭୀମ !—ଆର୍ଯ୍ୟ ! ଏହା ତାହାର ଉପ୍ୟକ୍ତ କଥା ହଇଯାଛେ, ଯେହେତୁ ମେ ହୃଦ୍ୟାଧନେର ବନିତା ।”

ତର୍କ-ଲକ୍ଷণ ।

କୋନ ଅକ୍ଷତିଗାୟୀ ଅର୍ଦ୍ଦର ସହିତ ତୁମ୍ଭ ତର୍କକେ ତର୍କ ବଲେ । ଯଥା :— ବୈଶିଶ୍ବାରେ “ଆମି ଆମିଇ ଶୁଭାନୁଭ ଶ୍ରମ ଦେଖିବା ଥାକି, ଏବଂ

ଦେଇ ଶତସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷମ ଆମାର ଏବଂ ଆମାର
ଭାତ୍ତଗଣକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।”

ପଦୋଚ୍ୟ-ଲକ୍ଷଣ ।

ପଦସମ୍ମହେର ଅକ୍ଷୁକ୍ଳପ ଅର୍ଥସଙ୍କଳକେ ପଦୋ-
ଚ୍ୟ ବଲେ । ସଥା:— ଶକୁନ୍ତଲାର “ରାଜା ।—
ପ୍ରୀତାର ରତ୍ନାଧରେ କିଶ୍ଲକରାଗ, ବାହୁତେ କୋରଳ
ବିଟପେର ଅକ୍ଷୁକ୍ଳପ, ସମୁଦ୍ରାର ଅକ୍ଷେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମୁଦେର
ଶାନ ଲୋଚନଲୋଭନୀର ମନୋହର ଘୋବନ ସଂଯତ
ହିୟାଛେ ।”

ନିର୍ମଳ-ଲକ୍ଷଣ ।

ପରମତ-ଶୁନାର୍ଥ କୋନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ
କରାକେ ନିର୍ମଳ ବଲେ । ସଥା:— “ରାଜାର
କଞ୍ଚିଦେହିତି ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାଇ ଶତରୁଧ
କରିବା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ, ବାଲିବ

ପ୍ରତି ଗୋପନେ ଶରକ୍ଷେପ କରିଯାଇଲେନ, ମେଟି
କଞ୍ଜିଯଥର୍ଦ୍ଦୀରୁମତ ହୟ ନାହିଁ ।”

ଅଭିପ୍ରାୟ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।

ସାମ୍ରାଜ୍ୟଜୀବନରେ କୋନ ଅନୁଭାବେ କଷା-
ନାକେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଯଲେ । ଯଥା:—ଶକୁନ୍ତଲାମ୍ବ
“ଖବି ଯେ ଏହି ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ଶରୀରକେ ତପଣ୍ଡାର
କ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ରିଷ୍ଟ କରିତେ ଇଚ୍ଛୁକ ହଇଯାଇନ୍, ମେଟି
କେବଳ ନୀଲୋତ୍ପଳ ପତ୍ରଧାରେ ଶମୀବୃକ୍ଷକେ ଛେଦନ
କରିତେ ଉଦ୍‌ୟତ ହେଯା ହେଯାଇଛେ ।”

ଆପ୍ନି-ଲକ୍ଷ୍ମଣ ।

ମେଥାନେ କୋନ ଅଂଶେର ହରା କିର୍ତ୍ତମାନ
ଅନୁମାନ କରା ଯାଯା, ତାହାକେ ଆପ୍ନି ଯଲେ
ଯଥା:—ପ୍ରଭାବତୀତେ “ସର୍ବତ୍ରଗ ଏହି ଭରମର ଅରଣ୍ୟରେ
ଆମାର ପ୍ରିୟତମା ପ୍ରଭାବତୀକେ ଦେଖିଯାଇଛେ ।”

বিচার-লক্ষণ ।

যুক্তিশুক্তি বাক্য দ্বারা কোন অগ্রাত্যক্ষার্থ সাধন করাকে বিচার বলে। যথা :—চন্দ্রকলাতে “রাজা !—অবশ্যই ইঁহার অস্তঃকরণে মদন-বিকার সঞ্চারিত হইয়াছে, যেহেতু ইঁহার হাত্তে কোন পরিত্বের চিহ্ন উপলব্ধি হইতেছে না, আমি এক দৃষ্টে ইঁহার প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু ইনি একবারও আমার প্রতি নেতৃত্বাত করিতেছেন না, এবং সর্থী দ্বারা সকল কথারই অসঙ্গত উত্তর প্রদান করিতেছেন।”

দিষ্ট-লক্ষণ ।

দেশ কাঠ বিবেচনায় কোন বিষয়ের বর্ণন করাকে দিষ্ট বলে। যথা :—বেণীসংহারে “সহ-দেৰ।—অভ্যন্ত তৃক আর্যশরীরে যে উদ্ভূত

ଜ୍ୟୋତିଃସନ୍ଧପ କ୍ରୋଧାମ୍ବିର ସକାର ହିୟାଛେ, ତାହା
ନିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟି ଆବୁଦ୍ଧୁସୁର୍ମୀ କ୍ରୋଧାର ସମାପନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିୟେ ।”

ଉପଦିଷ୍ଟ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଶାନ୍ତାମୁଗ୍ରତ ମନୋହର ବାକ୍ୟକେ ଉପଦିଷ୍ଟ
ବଲେ । ଯଥା :—ଶବୁନ୍ତଲାୟ “ଶୁରୁଜନେର ଶୁଣ୍ୟ
ଓ ସପତ୍ରୀଗଣେର ପ୍ରତି ପ୍ରିୟନଥୀର ଶ୍ରାୟ ବାବହାର
କରିଓ, ସ୍ବାମୀ କ୍ରୋଧପବତତ୍ତ୍ଵ ହିୟା ତିବତ୍ତାର
କରିଲେଓ କଥନଇ ତୀହାର ପ୍ରତିକୁଳାଚରଣେ ପ୍ରବୃତ୍ତ
ହିୟାନା, ଇତ୍ୟାଦି ।”

ଶୁଣାତିପାତ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଶୁଣେର ପ୍ରତି ବିପରୀତ ଆଚରଣକେ ଶୁଣାତି-
ପାତ ବଲେ । ଯଥା :—ଚନ୍ଦ୍ରକଳାୟ (ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତି)
“ଦ୍ୱାଦୁଷ ତୁମି ଅକ୍ଷକାନ୍ତବିନାଶପଟୁ, ମକଳ ଲୋକେଇ

তোমার পাদঘাষণে তৎপর গ্রবং তুমি সর্বদাই
পশুপতির শিরোভূবণ হইয়াছ, তথাপি শ্রী-
লোকের জীবন হৃষি করিতেছ ?”

গুণাতিশয়-লক্ষণ ।

সামাজিক গুণোদ্ধেককে গুণাতিশয় বলে ।
যথা :—চক্রকলাম “হৃদয়ি ! ভৃক্তাহিত অতি
চঞ্চল প্রসূত লীলারবিদ্বন্দ্বুত্ত, দোষরহিত,
নিরস্তর পরিপূর্ণ, নিকলক চক্র কোথার পাইলে ?”

বিশেষণ-লক্ষণ ।

বহুবিধ প্রসিদ্ধার্থ বলিয়া কোন বিশে-
ষাক্তি কথ্যক বিশেষণ বলে । যথা —“এই
হৃষি লোকের গৃহাপহারী, অতি নির্মল, দ্বিজ-
গেহ দেবিত, সাধাৰণের প্রিয়, পদ্মের আকর-
ণে, কিন্তু অস্ত্রাশুল (অস্ত্রাশুল) ।”

ନିରାକ୍ରି-ଲକ୍ଷଣ ।

ପୂର୍ବସିନ୍ଧାର୍ଥ ବିଷୟେର କଥନକେ ନିରାକ୍ରି ବଲେ । ଯଥା :—ବେଣୀସଂହାରେ “ମୁଦ୍ରାବ କୋରଦ ନଷ୍ଟ ହଇଯାଛେ, ଇତ୍ୟାଦି ।”

ସିନ୍ଧି-ଲକ୍ଷଣ ।

ଅନ୍ତିଗୋତ୍ତର୍ମାର୍ଥ ସିନ୍ଧିର ନିରାକ୍ରି ବହ ବିଷୟେର କାର୍ତ୍ତନକେ ସିନ୍ଧି ବଲେ । ଯଥା —“ବାଜନ୍ । ଧ୍ୟା ବୀର ରଙ୍ଗାର ନିରାକ୍ରି କୂର୍ମବାଜେର ଯେ ଦୀର୍ଘ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଯେ ବିକ୍ରମ, ତୃତୀୟମୁଦ୍ରାର ତୋରାତେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଯାଛେ ।”

ଭାଂଶ-ଲକ୍ଷଣ ।

କୁଞ୍ଜ ଦୟକିନିଗେର ବକ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟେର ବିପରୀତ କଥନକେ ଭାଂଶ ବଲେ । ଯଥା .—ବେଣୀସଂହାରେ “ଦ୍ରୋଧନ ।—(କରୁକୀର ପ୍ରତି) କରୁକିନ ।

পাঞ্চাশত কি এই যুক্তে অচিকাল মধ্যে নিজ-
বাহুবলে ভৃত্য, মিত্র, বাস্তব, পুত্র, অনুজগণের
সহিত স্বর্যোধনকে বিমাশ করিবে না ?”

বিপর্যয়-লক্ষণ ।

সন্দেহপ্রযুক্ত যথার্থবিচারের অন্তর্ভুক্ত
সংঘটনকে বিপর্যয় বলে : যথা :—“রাজন্ম
যাহারা জগৎকে অদাতা মনে করিয়া সন্তোষ
অবলম্বন করে, তাহারা আপনার নিকট উপ-
স্থিত হইলে আর সেরূপ সন্তোষ অবলম্বন
করিতে পারে না।”

দাক্ষিণ্য-লক্ষণ ।

বিবিধ চেষ্টা বা বাক্য দ্বারা পরের চিরান্ব
হস্তন করাকে দাক্ষিণ্য বলে। যথা —“বিজী-
বণ । একজনে ভূমিহ ত এই লক্ষণ রাজা,

ଅତେବ ପୁରୀର ଶୋଭା ମଞ୍ଚାଦନ କର, ଆର୍ଯ୍ୟ
ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଅହୁଗୁହୀତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୋନ କାଳେ
'କୋନ ବିଷ ହଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।'

ଅନୁନୟ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ମିଳି ବାକ୍ୟ ଛାରା ପ୍ରଯୋଜନ ସିଦ୍ଧି କବାବ
ନାମ ଅନୁନୟ । ଯଥା :—ବେଳୀସଂହାବେ "କୃପ ।--
(ଅର୍ଥଧାରା ପ୍ରତି) ତୁମି ସର୍ବପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟାକ୍ର
ପ୍ରଯୋଗକୁଶଳ, ଜ୍ରୋଣେର ତୁଳ୍ୟ ପରାକ୍ରମବିଶିଷ୍ଟ,
ତୋମାତେ କୋନ ବିଷଯିଇ ଅସଜ୍ଜବ ହଇତେ ପାବେ
ନା ।"

ମାଳା-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଯେ ଅଭୀଷ୍ଟାର୍ଥ ଏକାର୍ଥପ୍ରତିପାଦକ ନହେ,
ତାହାକେ ମାଳା ବଲେ । ଯଥା :—ଶକୁନ୍ତଲାବ
"ରାଜା ।—ଥିରେ ! ରାଜିନାଶକ ସଜଳ ଶୀତଳ

ନଲିନୀପତ୍ର-ଭାବରୁକ୍ତ ଥାରା କି ବ୍ୟଜମ କରିବ ?
ଅର୍ଥବା ତୋମାର ନନ୍ଦକମଳ ମୁଦ୍ରଣ ପାଦମୁଗଳ କ୍ରୋଷ୍ଟେ
ଧାରଣ କରିବ ? ଯାହାତେ ତୋମାର ଶ୍ରୀମତ୍ତବ
ହୟ, ବଳ ।”

ଅର୍ଥାପତ୍ର-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଏକାର୍ଥେ ଅର୍ଥାପତ୍ରର ପ୍ରତୀତି ହେଲାକେ
ଅର୍ଥାପତ୍ର ବଲେ । ଯଥା :—ବୈମିସଂହାରେ “ଦୋଣା-
ଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥଥାମାକେ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବାର
ନିମିତ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରେନ” ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେ ଏହି ବାକ୍ୟ
ଶୁଣିଯା ବଲିଲେନ, “ଅଞ୍ଚରାଜ ! ତୁ ମି ଯଥାର୍ଥ
କଥାଇ ବାଂଚିଛ, ତାହା ନା ହିଲେ ତିନି ତ ସିନ୍ଧୁ-
ରାଜକେ ଅଭରଣ୍ଡଦାନ କରିଯାଇଲେନ, ତବେ ଅର୍ଜୁନ
ଥଥମ ତାହାକେ ବଧ କରେ, ତଥମ ଉପେକ୍ଷା ଅନର୍ଥନ
କରିଲେନ କେବେ ।”

ଗର୍ଭ-ଲକ୍ଷଣ ।

କାହାରେ କୋନ ଦୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟୋଧନା ହେଲେ
ତାହାକେ ତିରକ୍ଷାର କରାର ନାମ ଗର୍ଭ । ସଥା —
ବେଳୀମଃତାରେ “ଅଶ୍ଵଥାମା ।—(କର୍ଣେର ପ୍ରତି)
ଆମାବ ଅତ୍ର ସମଦାୟ କି ତୋମାର ଅତ୍ରେର ଶ୍ରାୟ
ଶୁକଶାପେ ହୀନବୀର୍ୟ ହଇଯାଇଁ ? ଇତ୍ୟାଦି ।”

ପୃଛା-ଲକ୍ଷଣ ।

ଅଭ୍ୟାଗନ୍ତା ବାକୋ କୋନ ଅର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଵେଷନକେ ପୃଛା
ବଲେ । ସଥା —ବେଳୀମଃତାରେ “ଶୁନ୍ଦରକ ।—ଆୟା
ଗନ ! ଆପନାମ କି ଆଜ ଶୁଦ୍ଧ ସାରଥିମାତ୍ର-ମହାୟ
ମହାରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଦୟନକେ ଦେଖିବାଛେନ ।”

ପ୍ରସିଦ୍ଧି-ଲକ୍ଷଣ ।

ଉତ୍କଳ-ଲୋକ-ପ୍ରସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଧାରା କୋନ ଅର୍ଥ-
ସାଧନକେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବଲେ ସଥା ।—ବିଜମୋର୍କଣୀତିତେ

“রাজা !—সুর্য ও চন্দ্ৰ যাহাৰ মাতামহ ও
পিতামহ, উর্বশী এবং পুত্ৰিয়ী যাহাকে আম-
দুর পতিক্রপে এহণ কৰিবাজে ।”

সাক্ষণ্য-লক্ষণ ।

সাক্ষণ্য-জ্ঞানে অভিভূত দ্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰ
প্ৰকাশ কৰাকে সাক্ষণ্য বলে । যথা—বেণী-
নংহারে দুর্যোধন ভাস্তিতে ভীমেৰ প্ৰতি “ছুৱা-
অন দুর্যোধন হতক !” ইত্যাদি যুবিষ্টৰবাক্য ।

সংক্ষেপ-লক্ষণ ।

অপৱেৰ কাৰ্য্যগৌৰব সংক্ষেপ কৰিবাৰ
কৃত আপনাকে নিযুক্ত কৱাৰ নাম সংক্ষেপ ।
যথা—চন্দ্ৰকলাম “রাজা !—প্ৰিয়ে ! তোমাৰ
অঙ্গ সমুদায় শিৰীষকুলমাপেক্ষাও অতি কোমল,
ওকপৰিশ্ৰমসাধ্য কাৰ্ত্তে নিযুক্ত কৱিয়া সেই

କୋଷଳାଙ୍ଗ ମୟୁହକେ ଅକ୍ଷାରଥ କ୍ରିଷ୍ଟ କରିତେଛେ
କେବେ ? (ଆପନାକେ ଦେଖାଇଯା) ଏହି ତୋମାର
ଦାସହି ଅଭିଲଷିତ କୁଶମୁଚ୍ଚଳ କରିଯା ଦିତେଛେ ।”

ଶୁଣକୀର୍ତ୍ତନ-ଲକ୍ଷଣ ।

କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟ ଶୁଣକଥରକେ ଶୁଣକୀର୍ତ୍ତନ
ବଲେ । ସଥା—ଚଞ୍ଚଳକଳୀମ୍ “ତୋମାର ଥଞ୍ଚନସଦୃଶ
ନେତ୍ରୟୁଗଳେ ଇତ୍ୟାଦି ।”

ଲେଶ-ଲକ୍ଷଣ ।

କୋନ ବିଷୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଇଯା ଯେ ବାବ
ବଳା ଯାଏ, ତାହାକେ ଲେଶ ବଲେ । ସଥା—ବେଣୀ-
ସଂହାରେ “ରାଜା ।—ଶିଥଭିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କରିଯା
ରୁକ୍ଷ ପିତାମହ ଭୀଷମଦେବକେ ସଂହାର କରାଯାତେ ପାହୁ-
ପୁରୁଷଭିକ୍ଷେପ ବେ ଆଶା ଅଭିନ୍ନାହେ, ଆମାଦିଗେର ଓ
ଆମ ମେହି ଆଶା ହଇବେ ।”

ବନୋରଥ-ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

ତତ୍ତ୍ଵୀ କରିଯା ଅଭିଆନ ପ୍ରକାଶ କରାବ ନାହିଁ
ଯନୋରଥ । ସବୀ :— “ଶୁଭରି ! ଦେଖ, ମନ୍ଦିରପରକାନ୍ତର
ଏହି ଜଳହୁସ ରହଣେର ନିରିଷ୍ଟ କେମନ ମଧୁର ଅନି
କରିଯା ନିଜ ପ୍ରିୟା-ଶୁଦ୍ଧ ଚୂର୍ବନ କରିତେହେ !”

ଅନୁତ୍ୱସିଙ୍କି-ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

କୋନ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକାବେର ମଧ୍ୟେ ବିଶେଷ
ପ୍ରମୋଜନୀୟ ବିଷୟକେ ଅନୁତ୍ୱସିଙ୍କି ବଲେ । ଗଣୀ—
ବୃକ୍ଷବାଟିକାତେ “କୁଶାଦ୍ଵି ! ଚଞ୍ଚମାର ନିକଟ ଏହି
ଯେ ଦ୍ଵୀଟୀ ବଞ୍ଚ ଦେଖିତେହେ, ଇହାରା କଲ୍ୟାନ-ନାମା
ତିଷ୍ୟ ତୁ ପୁନର୍ଦ୍ଦୁ ଭିନ୍ନ ଆର କିଛୁଇ ନହେ ।”

ପ୍ରିୟବଚନ-ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହର୍ଷ ବାକ୍ୟେର ଅଭାବେର
ନିରିଷ୍ଟ ଧାରା କିଛୁ ବନ୍ଦା ଧାର, ଅଧାରେ ପ୍ରିୟବଚନ

ବଲେ । ଯଥା—ଶକ୍ତିଲାର “ଅଗ୍ରେ କୁଶ୍ମ ପଞ୍ଚାଂ
କଲୋଦଗମ, ଅଗ୍ରେ ମେଘାଗମ ପଞ୍ଚାଂ ବୃଷ୍ଟି ହଇଯା
ଥାକେ, ନିମିତ୍ତନିମିତ୍ତିକେର ଏହିଟୀ ନୈସର୍ଗିକ
ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଆପନାର ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ, ତାହାର ଅଗ୍ରେ
ସମ୍ପଦ ।”

ନାଟ୍ୟଲକ୍ଷଣ ସମୁଦ୍ରାୟେବ ନାମ, ଲକ୍ଷଣ ଓ
ଉଦ୍ବାହବ । ଏକପ୍ରକାର ବଳା ହିଲ, ଏକାଗ୍ର
ନାଟ୍ୟାଲକ୍ଷାର ସମୂହେର ନାମଲକ୍ଷଣାଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ
ହିତେହେ ।

ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆକ୍ରମ, କପଟତା, ଅକ୍ଷମା,
ଗର୍ବ, ଉଦ୍ୟମ, ଆଶ୍ରୟ, ଉତ୍ତରାସନ, ଶୃହା, କ୍ଷୋତ୍ର,
ପଞ୍ଚାଭାପ, ଉପପତ୍ତି, ଆଶଂସା, ଅଧ୍ୟବସାୟ,
ବିସର୍ପ, ଉତ୍ତେଷ୍ଠ, ଉତ୍ତେଜନ, ପରୀବାଦ, ନୀତି, ଅର୍ଥ-
ବିଶେଷଗ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଦାହୀନ୍ୟ, ଅଭିମାନ, ଅନୁ-
ହସ୍ତି, ଉତ୍ୟକୀର୍ତ୍ତନ, ସାଚ୍ଚଙ୍ଗା, ପରୀହାର, ନିବେଦନ,

প্রবর্তন, আধ্যান, যুক্তি, অহৰ্ণ ও উপদেশ
এই সকল গুলি নাট্যের বিশেষ অলঙ্কারসমূহ ।

আশীর্বাদ-লক্ষণ ।

আঙ্গীয় ব্যক্তির মঙ্গলসূচক বাক্যকে আশী-
র্বাদ বলে । যথা :—শকুন্তলার “বৎস ! তুমি
রাজা যথাত্পিপুরী শর্ণিষ্ঠার হ্যাম পতির প্রিয় এবং
শর্ণিষ্ঠার পুত্র পুরু নামে পুত্রও প্রাপ্ত হও ।”

আক্রমণ-লক্ষণ ।

শোকে প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করাকে
আক্রমণ বলে । যথা :—বেণীসংহারে “কঞ্চুকী !—
হা দেখি হুস্তি রাঙ্গতবনপতাকে ! ইত্যাদি ।”

কপটতা-লক্ষণ ।

মানু অবলম্বন করিয়া অন্যপ্রকার ক্লপ-
ধরাকে কপটতা বলে । যথা :—কুলপত্যকে

“ଦେଇ ରାକ୍ଷସ ଯୁଗଙ୍ଗପ ପରିଷ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟ କପଟ-ଦେଇ
ଧାରଣ କରିଯା ଲଙ୍ଘନକେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଶୟିତ କରିଲ ।”

ଅକ୍ଷମା-ଲଙ୍ଘନ ।

ଅନ୍ନମାତ୍ରା ପରିଭବକେ ଅକ୍ଷମା ବଲେ । ଯଥା :—
ଶକୁନ୍ତଲାର “ରାଜା ।—ମତ୍ୟ ବାଦିନ ! ଆମି ସକଳଇ
ବୁଝିତେ ପାରିପାଛି” ଇତ୍ୟାଦି ରାଜବାକ୍ୟ ଶବଦେ
“ନିପାତ ସାଂଗ” ଇତ୍ୟାଦି ଶାର୍ଦ୍ଦଦେବବାକ ।

ଗର୍ବ-ଲଙ୍ଘନ ।

ମାହଙ୍କାର ବାକ୍ୟକେ ଗର୍ବ ବଲେ । ଯଥା :—ଶକୁ-
ନ୍ତଲାର “ରାଜା ।—ଆମାର ଗୃହେ ଅନ୍ତ ପ୍ରାଣିତେ
ଦୌରାନ୍ୟ କରିତେଛେ, ଇତ୍ୟାଦି ।”

ଉଦୟମ-ଲଙ୍ଘନ ।

କୋମ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରଙ୍ଗକେ ଉଦୟମ ବଲେ ।
ଯଥା :—କୁଞ୍ଜେ “ରାବଣ ।—ଆମି ଶୋକେ ନିତାନ୍ତ

আঁছেন ইইন্দ্র সমস্ত জগৎই আজ অস্তকমন
দেখিতেছি ।”

আশ্রয়-লক্ষণ ।

অতি গুণবৎ কার্য্যের হেতু গ্রহণকে
আশ্রয় বলে । যথা :—বিষ্ণীৰ্যণ-নিৰ্ভৰ্যসনাকে
“বিষ্ণীৰ্যণ ।—আমি একমাত্র যামচক্রকেই আশ্রয়
কৰিব ।”

উৎপ্রাসন-লক্ষণ ।

যে সকল অসাধু ব্যক্তি আপনাকে সাধু
বলিয়া শোকের নিকট পরিচয় প্রদান করে,
তাহাদিগকে উপহাস করাকে উৎপ্রাসন বলে ।
যথা :—শকুন্তলাম “শার্দুলেব ।—মহারাজ !
অস্ত শোকেৰ সংসর্গে বোধ হয়, আগমি পূর্ব-
হৃষ্টান্ত বিশ্বত হইন্দা থাকিবৰ ; তথাপি ধৰ্মজীব

ସ୍ୟକ୍ତିର ଧର୍ମଦାରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରା କଥନିଏ ଉଚିତ
ନହେ, ଇତ୍ୟାଦି ।”

ସ୍ପୃହା-ଲକ୍ଷଣ ।

କୋଣ ବଞ୍ଚିର ରମଣୀୟତା ହେତୁ ତାହାର ପ୍ରତି
ଯେ ଆକାଜଳା ହୟ, ତାହାକେ ସ୍ପୃହା ବଲେ । ସଥା—
ଶକୁନ୍ତଲାଯ “ରାଜା ।—ଏହି ଯେ ପ୍ରିୟାର ଅପରି-
କ୍ଷତ ଅଥଚ କୋମଳ ଅଧର ମନୋହର ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାବା
ପିପାସା ନିବାରଣେର ଜଣ୍ଠ ଆମାୟ ପାଇ କରିତେ
ଅଭ୍ୟମ୍ଭିତ କରିତେଛେ ।”

କ୍ଷୋଭ-ଲକ୍ଷଣ ।

ତିରକ୍ଷାର-ବାକ୍ୟ-ପ୍ରୋଗକେ କ୍ଷୋଭ ବଲେ :
ସଥା—“ରେ ତଥିଚିତାଗ୍ରାଲ ! ତୁହି ମନେ କରିତେ-
ଛିସ୍, ପ୍ରଚରଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ବାଲୀକେଇ ବିନଷ୍ଟ କରିଲି,
ତାହା ନସ୍ତ, ଆପନାର ପ୍ରଲୋକରେ ନଷ୍ଟ କରିଲି ।”

ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଅଜ୍ଞାନକୁତ ହକ୍କରେର ନିମିତ୍ତ ପରିତାପ କରାକେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ବଲେ । ଯଥା :—ଅହୁତାପାକେ “ରାମ ।—ଦେବୀ କି ଆମାକେ ଚୁବ୍ବନ କରେନ ନାହିଁ, ତବେ କି ଆମି ପୁନଃ ପୁନଃ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭାରିତ ହିତେଛି ?”

ଉପପତ୍ତି-ଲକ୍ଷଣ ।

ଅର୍ଥସିଦ୍ଧିର ନିମିତ୍ତ ହେତୁ କଥନକେ ଉପପତ୍ତି ବଲେ । ଯଥା :—ନାଗାନନ୍ଦେ ବଧ୍ୟଶିଳାତେ “ନାୟକ ।—ତୁ ମୁଁ ମରିଲେ ଯିନି ନିଶ୍ଚଯଇ ମରିବେନ, ଏବଂ ତୁ ମୁଁ ଜୀବିତ ଥାବିଲେ ଯିନି ଜୀବନଧାରଣ କରିବେନ, ତୋହାକେ ଯଦି ଜୀବିତ ରାଖିତେ ଅଭିଲାଷ ଥାକେ, ତବେ ଆମାର ଜୀବନବିନିମୟେ ନିଜ ଆଶ ରଙ୍ଗା କର ।”

আশংসা-লক্ষণ ।

শঙ্কিত উজ্জিলকে আশংসা বলে। যথা—
মানতীমাধবে “মাধব।—আমি কি আর তাহার
কল্পের মঙ্গলগৃহস্থলপ মুখ দেখিতে পাইব?”

অধ্যবসায়-লক্ষণ ।

কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করার নাম অধ্য-
বসায়। যথা:—প্রভাবতীতে “বজ্রনাভ।—আমি
আজ ক্ষণকালের মধ্যে অবলীলাক্রমে এই
গদাধার। ইহার বক্ষঃস্থল চূর্ণ করিয়া তোমা-
দিগের উভয় লোক উন্মুক্তি করিব।”

বিসর্প-লক্ষণ ।

অনিষ্ট-কলপন কোন কর্ষের সমাবস্তুকে
বিসর্প বলা যায়। যথা:—বেণীসংহারে “এক
হৃকর্ষের এই পরিপাক ইত্যাদি”।

ଉଲ୍ଲେଖ-ଲଙ୍ଘଣ ।

କାର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣେର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ । ସଥା :—ଶକୁ-
ନ୍ତଳାର “ତାପସସ୍ଵର ।—(ରାଜୀର ଅତି) ସମି-
ଦାହରଣେର ନିମିତ୍ତ ଆମରା ଯାଇତେଛି । ନିକଟେଇ
ଶକୁନ୍ତଳାକର୍ତ୍ତକ ରକ୍ଷିତ ଆମାଦିଗେର ଗୁରୁ କଣ୍ଠ-
ରୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରମ, ସହି ଆପନାର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ-ହାତି
ନା ହୁଏ, ତାହା ହିଲେ ଆଶ୍ରମେ ପିରା ଆତିଥ୍ୟ
ପ୍ରହଣ କରନ ।”

ଉତ୍ତେଜନ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ସକାର୍ଯ୍ୟ-ସିଦ୍ଧିର ନିମିତ୍ତ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିକେ
ପାଠୀଇବାର ଜନ୍ୟ ପରିଷବାକ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କରାକେ
ଉତ୍ତେଜନ ବଲେ । ସଥା :—“ଅହେ ଇଙ୍ଗଜିଙ୍କ ! ତୁ ମି ଥେ
ଅତି-ଅଚ୍ଛା-ବଳସୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ମେଟୀ କେବଳ କଥା-
ମାତ୍ର, ସେହେତୁ ତୁ ମି ଆମାଦିଗେର ଭରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ-

ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେଛ, ଅତଏବ ତୋମାକେ ଧିକ୍
ଧାକ ।”

ପରୀବାଦ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ତିରଙ୍କାର କରାକେ ପରୀବାଦ ବଲେ । ଯଥା—
ଶୁଦ୍ଧବାକେ “ଦୁର୍ଯ୍ୟାଧନ ।—ଅରେ ସାବଧି ! ତୋକେ
ଧିକ୍ ଧାକ, ତୁହି ଏ କି କାଜ କରିଯାଛିସ, ମେହି
ପାପାଜ୍ଞା ବୁକୋଦର ଏଥନଇ ଶିରୀଷ-କୁମୁଦ-ଶୁଦ୍ଧ-
ମାର ବଂସ ଦୁଃଖାସନେର ଅତି ପାପାଚରଣ କବିବେ,
ଇତ୍ୟାଦି ।”

ନୀତି-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଶାସ୍ତ୍ରସନ୍ଧତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନକେ ନୀତି
ବଲେ । ଯଥା—ଶକୁନ୍ତଲାଯ “ଦୁଷ୍ଟ ।—ଶାସ୍ତ୍ରିରମା
ମ୍ପଦ ତପୋବନେ ବିନୀତବେଶେହି ପ୍ରବେଶ କରା
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।”

ଅର୍ଥବିଶେଷଗ-ଲକ୍ଷଣ ।

ତିରକ୍ଷାରଭାବେ କୋନ ଉତ୍ତର ବିଷରେର କୀର୍ତ୍ତନ
କରାକେ ଅର୍ଥବିଶେଷଗ ବଲେ । ଯଥ—ଶକୁଞ୍ଜଲାମ
“ଶାନ୍ତଦେବ ।—(ରାଜାର ପ୍ରତି) ଆଃ ଏ କି ।
ତୁମି କି କଥା ବଲିତେଛ । ଅହେ ତୁମି ନିଜେଇ
ଲୋକହୃଦ୍ୟାଙ୍ଗାଭିଜ୍ଞ ।”

ପ୍ରୋତ୍ସାହନ-ଲକ୍ଷଣ ।

ପ୍ରୋତ୍ସାହନକ ବାକ୍ୟେ କୋନ ସ୍ଵକ୍ଷିକେ କୋନ
କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୁକ୍ତ କବାର ନାମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ଯଥ—
ରାମାୟଣେ ‘ଯଦିଚ ଏହି ତାଡ଼କା ବାଲରାତ୍ରିର ନ୍ୟାୟ
ଅତି ଭୟକରୀ, ତଥାପି ଦ୍ଵୀଲୋକ, ଅବଧା, ଆପଣି
କି ଏହି ଚିନ୍ତା କରିତେଛେନ ? ତାହା କରିବେନ ନା,
ତ୍ରିଜୀଗତେର ରକ୍ଷାର ନିମିଷତ ଏଥନାହିଁ ଇହାକେ ବଧ
କରନ ।

ସାହ୍ୟ-ଲକ୍ଷଣ ।

ମହାପତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମୁକୁଳ୍ୟ କରାକେ
ସାହ୍ୟ ବଲେ । ଯଥା :—ବେଣୀସଂହାରେ “ଅସ୍ତ୍ର-
ଧାରୀ ।—(କୁପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି) ଆପନିଓ ଯହାରୀଙ୍କେର
ସନ୍ନିଧାନେ ସର୍ବଦା ଧାରୁନ,” “କୁପ !—ହୀ, ଆୟିଓ
ଆଜ ପ୍ରତିକାର କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରିଯାଛି ।”

ଅଭିମାନ-ଲକ୍ଷଣ ।

ସାହ୍ୟକାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାକେ ଅଭିମାନ
ବଲେ । ଯଥା :—ବେଣୀସଂହାରେ “ଛୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ।—
ନା ! ଆପନି ଆଜ କି ନିମିତ୍ତ ଏମନ ଅସଦୃଶ
ବାକ୍ୟ ବଲିତେଛେନ ? ଇତ୍ୟାଦି ।”

ଅନୁଭୂତି-ଲକ୍ଷଣ ।

ପ୍ରଶ୍ନାହେତୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତିପାଳନ କରାକେ
ଅନୁଭୂତି ବଲେ । ଯଥା :—ଶକୁନ୍ତଲାର “ରାଜ୍ଞୀ ।—

(ଶୁଭଲାର ପ୍ରତି) କେବଳ ଆପଳାଦିପେଇ
ତପସ୍ୟା ବାଢ଼ିତେହେ ତ ?” ରାଜାର ଏହି କଥା
ପ୍ରବନ୍ଦେ “ଅନୁମ୍ଭବା ।—ହଁ, ଏକଣେ ଅତିଧିବିଶେଷ
ଲାଭେ ବଟେ ଈତ୍ୟାଦି ।

ଡକ୍ଟରାକ୍ତନ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଅତୀତ କାର୍ଯ୍ୟେର ପୁନଃ କଥନକେ ଡକ୍ଟରାକ୍ତନ
ବଲେ । ସଥା :—ବାଲରାମାଯଣେ “ସୀତା ।—ନାଗ-
ପାଶବନ୍ଦମେ ଭୟ କି, ଦେବର ଲକ୍ଷଣ ଯଥନ ଶକ୍ତି-
ଶେଳେ ପତିତ ହଇଯାଇଲେମ, ତଥନ ହନ୍ମାନ-
ଦ୍ରୋଗାଦ୍ରିକେ ଉପାଟନ କରିଯା ଆନିଯାଇଲ,
‘ହୋଦି ।”

ସାତ୍ତା-ଲକ୍ଷଣ ।

ସ୍ଵର୍ଗ ବା ଦୂତ ଦାରୀ କାହାରେ ନିକଟ କୋନ
ଆର୍ଥମା କରାକେ ଯାଚ୍ଛେଣୀ ବନ୍ଦେ । ସଥା —“ ଏଥନେ

সীতা প্রত্যর্পণ করিলে রাম তোমার প্রতি
প্রেম হইবেন, কেন অকারণ বানরগুলাকে
শিরোপরি কঙ্ককঙ্কীড়া করিতে দিতেছেন ?”

পরীহার-লক্ষণ।

অগ্নায়কাবীকে মার্জনা করার নাম পরী-
হার। যথা .—“ প্রভো আমি প্রাণত্যাগ-যত্নগায়
কাত্তর হইয়া আপনাকে যে সকল নিষ্ঠুর বাক্য
বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন, এক্ষণে মুগ্রীবকে
আপনার করে সমর্পণ করিলাম ।”

নিবেদন-লক্ষণ।

অবজ্ঞাত যজ্ঞির কর্তব্য কথনকে নিবে-
দন বলে। যথা .—রাঘবাত্মকে “ লক্ষণ।—
আর্য ! আপনি সমুদ্রের অভ্যর্থনাতেই যাইতে
উদ্যত হইলেন ? এ কি !”

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ-ଲକ୍ଷଣ ।

କୋନ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତମକ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକ କରାକେ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବଲେ । ସଥା :—ବେଣୀସଂହାରେ “ରାଜା ।—
କହୁକିନ୍ ! ଦେବକୀନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସନ୍ଧାନେର
ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟସ ଲୀମ୍ସେନେର ବିଜ୍ୟ ମଙ୍ଗଲେର
ଅନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମନ ସମାରଣ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ” ।

ଆଧ୍ୟାନ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଅତୀତ ବ୍ରତାନ୍ତର ପୁନର୍ଭିନ୍ନ ନାମ ଆଧ୍ୟାନ ।
ସଥା —ବେଣୀସଂହାରେ “ଯେଥାନକାର ତୁ ମୁହଁ
ଶକ୍ତଶୋଣିତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଯାଛିଲ, ଏ ଦେଇ ଦେଶ,
‘ଯାଦି’ ।

ସୁତ୍ର-ଲକ୍ଷଣ ।

କୋନ ବିଷରେ ଅର୍ଥାବଧାରଣକେ ସୁତ୍ର ବଲେ ।
ସଥା :—ବେଣୀସଂହାରେ “ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ପରିତ୍ୟାଗ

করিলে মরণের তত্ত্ব না থাকে, তাহা হইলে
এই যুক্ত স্থল হইতে পলায়ন করা কর্তব্য, যখন
গ্রাণিগণের মৃত্যু অবধারিত আছে, তখন কেন
পলায়ন করিয়া আপনাদিগের নির্মল যশকে
বৃথা মলিন কর ?”

প্রহর্ষ-লক্ষণ ।

আনন্দের আধিক্যকে প্রহর্ষ বলে। যথা :—
শকুন্তলায় “রাজা !—এখন ত আমি পূর্ণমনো-
রথ হইয়াছি, তবে কেন আনন্দযুক্ত না হই ?”

উপদেশ-লক্ষণ ।

কোন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার নাম উপ-
দেশ । যথা :—শকুন্তলায় “সতি ! অকৃতসং
কার অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া স্বজ্ঞনে গমন
করা আশ্রমবাসী ব্যক্তির উচিত নহে ।”

নাটকাদির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ বৃক্ষ্যাদির
নাম লক্ষণ ও উদ্বাহরণ প্রভৃতিব বিষয় এক-
প্রকার বর্ণিত হইল, অতঃপর সমুদায় প্রকৃতি
এবং চতুর্বিধ নামক ও নাযিকার বিষয় বিশেষ-
কর্পে বর্ণন করা যাইবে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

স্তী বা পুরুষ এই উভয় জাতির প্রকৃতি
উভয়, মধ্যম ও অধ্যমভেদে বিবিধক্রপ হইতে
পারে । নাট্যে উভয় ও মধ্যম প্রকৃতিবিশিষ্ট ও
নানা লক্ষণাঙ্গাঙ্গ নায়ক ধীরোদ্ধৃত, ধীরমলিত,
ধীরোদাস্ত ও ধীরপ্রশাস্ত এই চারিপ্রকার হইয়া
থাকে । তন্মধ্যে দেবগণ ধীরোদ্ধৃত, মৃপতিগণ
ধীরমলিত, সেনাপতি ও অমাত্যগণ ধীরোদাস্ত
এবং আক্ষণ ও বণিকগণ ধীরপ্রশাস্ত বলিয়া
বর্ণিত হয় ।

নাট্যে প্রকারভেদে নায়ক যেমন চারি
প্রকার হয়, নায়িকাও সেইক্রপ চতুর্বিধ হইয়া
থাকে । যথা :—দিব্যা, মৃপপঙ্কী, কুলস্ত্রী ও

গণিকা । এই সকল নারীকার ধীরা, ললিতা, উদাত্তা ও নিষ্ঠাতা এই চারি প্রকারভেদ আছে । তন্মধ্যে দিব্যা ও নৃপাঞ্জনা ধীরাদি চারিপ্রকারেরই হইয়া থাকে । কুলমহিলাগণ উদাত্তা ও নিষ্ঠাতা এই দুইপ্রকারের; বেঞ্চা ও শিঙ্গ-কাবিনীগণ উদাত্তা ও ললিতা এই দুইপ্রকারের; প্রেম্যা অর্থাৎ দৃতী সঙ্গীর্ণা হইয়া থাকে ।

নপুংসক, শকার, চেট প্রভৃতি যে সকল লোক নাট্যে থাকে, তাহারাও সঙ্গীর্ণমধ্যে পরিগণিত ।

উল্লিখিত নারীকা আবার মুঢ়া, প্রৌঢ়া ও অগল্ভা এই তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত ।

মুঢ়া-লক্ষণ ।

অঙ্গুরিত-বৌবলা রঘনীকে মুঢ়া বলে ।

ପ୍ରୋଟା-ଲକ୍ଷଣ ।

ତ୍ରିଂଶ୍ବ ହଇତେ ପଞ୍ଚପଞ୍ଚଶ୍ବ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସୟକ୍ତା କ୍ରୀଲୋକକେ ପ୍ରୋଟା ବଲା ଯାଏ ।

ପ୍ରଗଲ୍ଭା-ଲକ୍ଷଣ ।

ପତିମେବାପରାୟନ ନାରୀଗଣ ପ୍ରଗଲ୍ଭାମଧ୍ୟ
ଗଣ୍ୟ ।

ଅବସ୍ଥାଭେଦେ ଏଇ ମକଳ ନାୟିକା ଆବାବ
ଆଟପ୍ରକାର ହୟ । ଯଥା —ସ୍ଵାଧୀନପତିକା
ବାସବସଜ୍ଜା, ବିରହୋତ୍କର୍ତ୍ତିତା, ଥଣ୍ଡିତା, କଳ
ହାତ୍ରିତା, ବିଗ୍ରହକା, ପ୍ରୋଷିତଭର୍ତ୍ତକା ଓ ଅଭି-
ସାରିକା ।

ସ୍ଵାଧୀନପତିକା-ଲକ୍ଷଣ ।

ପ୍ରାମୀର ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତାହୁରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟନୀକେ
ସ୍ଵାଧୀନପତିକା ବଲେ ।

বাসকসজ্জা-লক্ষণ ।

যে রমণী প্রণয়ী জনের সম্মিলন প্রতীকায়
স্বসজ্জিতা হইয়া থাকে, তাহাকে বাসকসজ্জা
বলে ।

বিরহোৎকঠিতা-লক্ষণ ।

স্বামি-বিবহে কাতরা নামিকার নাম বিব-
হোৎকঠিতা ।

খণ্ডিতা-লক্ষণ ।

পরকীয়-রমণী-প্রেমাসক্ত-স্বামি-দর্শনে ধিঙ্গা
না রৌকে খণ্ডিতা বলে ।

কলহাস্তরিতা-লক্ষণ ।

স্বামীর অকৃত বা কাল্পনিক তাচ্ছিল্যভাব
দর্শনে ছঃখিতা বা কৃকৃ নামিকার নাম কল-
হাস্তরিতা ।

ବିପ୍ରଲକ୍ଷା-ଲକ୍ଷଣ ।

ନାୟକେର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟେ ତଦାଗମନ-
ବକ୍ଷିତା ନାୟିକାକେ ବିପ୍ରଲକ୍ଷା ବଲେ ।

ପ୍ରୋଷିତଭର୍ତ୍ତକା-ଲକ୍ଷଣ ।

ସେ ଶ୍ରୀର ଶ୍ଵାମୀ ବିଦେଶକୁ, ତାହାକେ ପ୍ରୋଷିତ-
ଭର୍ତ୍ତକା ବଲା ଯାଏ ।

ଅଭିସାରିକା-ଲକ୍ଷଣ ।

ନାୟକେବ ସହିତ ସମ୍ମିଳନାଭିଲାଷେ ଶାନା-
କ୍ତରେ ଗନ୍ଧକାମା ନାୟିକାକେ ଅଭିସାରିକା ବଲେ ।

ସମୁଦ୍ରାଯ ପ୍ରକୃତିରଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରଭେଦ
ଆଛେ, ତମ୍ଭେ ରାଜ୍ଞୋପଚାର-ଯୋଗ୍ୟ ଭାଗକେ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରଭାଗ ବଲେ । ସେଇ ରାଜ୍ଞୋପଚାର-ନିଯୁକ୍ତ
ରାଜାଙ୍ଗଃପୁରୁଷିତ ଶ୍ରୀଦିଗେର ବିଭାଗ ଓ ତାହା-
ଦିଗେର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେଇ ବଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ରାଜାନ୍ତଃପୁରଚାରିଣୀରୀ ମହାଦେବୀ, ଦେବୀ,
ଶାରିନୀ, ଶ୍ଵାରିନୀ, ଭୋଗିନୀ, ଶିଳକାରିକା,
ନାଟକୀରୀ, ନର୍ତ୍ତକୀ, ଅରୁଚାରୀ, ଆୟୁଷ୍ମା, ପରି-
ଚାରିକା, ସଙ୍କାରିଣୀ, ପ୍ରେସ୍ତନକାରିକା, ମହତ୍ତରୀ,
ପ୍ରତୀହାରୀ, କୁମାରୀ ଏବଂ ଶ୍ଵବିରୀ ଏହି ସଂପଦଶ
ନାମେ ଅଭିହିତ ହିଁମା ଥାକେ ।

ମହାଦେବୀ-ଲଙ୍କଣ ।

ଯାହାର ସହିତ ରାଜାର ଅଭିମେକ କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି
ହ୍ୟ, ଯିନି ଉତ୍ତମକୁଳସମ୍ମବ୍ୟା, ଉତ୍ତମଶ୍ଵଭାବୀ, ରାଜାର
ସମସ୍ତବସ୍ତ୍ରା, ସକଳେର ପ୍ରଧାନା, କ୍ରୋଧବଞ୍ଜିତା, ସର୍ବ-
ଜନପ୍ରିୟା, ବ୍ରାହ୍ମଶତାବ୍ଦିବିଶେଷଜ୍ଞା, ରାଜାର ସମ-ଶୁଦ୍ଧ-
ହୃଦୟଭାଗିନୀ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଵର୍ଗ୍ୟରୁନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ରାଜାର
ବନ୍ଦଳକାରିଣୀ, ଅତି ପତ୍ରିତତା, କ୍ରମଶିଳା ଓ ଅନ୍ତଃ-
ପୁରହିତକାର୍ଯ୍ୟତ୍ୟପରୀ, ତୀହାକେ ମହାଦେବୀ ବଲେ ।

ଦେବୀ-ଲକ୍ଷণ ।

ଯିନି ମହାଦେବୀର ସମୁଦ୍ରାର ଶୁଣେ ଭୂଷିତା, ଅଥାବା
ତଦପେକ୍ଷା କିମ୍ବଦଂଶେ ସମ୍ମାନରହିତା, ଗର୍ବିତା, ସର୍ବଦା
ରୁତି-ସଞ୍ଜୋଗ-ପ୍ରସ୍ତୁତା, ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ରକା, ନିତ୍ୟାଜ୍ଞଲ ଶୁଣ
ଶୁକ୍ରା, ସପତ୍ନୀଗଣେର ପ୍ରତି ଅନୁମାପରତତ୍ତ୍ଵା, ଯୌବନ
ମଦମତ୍ତା ଏବଂ ରାଜକତ୍ତା, ତୀହାର ନାମ ଦେବୀ ।

ସ୍ଵାମିନୀ-ଲକ୍ଷণ ।

ଯିନି ଅତି ରୂପଶାଲିନୀ, ଜ୍ଞାତିତେ ପଞ୍ଚିନୀ,
ଅତ୍ୟଷ୍ଟସାବଧାନୀ, ନୃପାଙ୍ଗନୀ, ବା ସେନାପତିର ପତ୍ନୀ,
ବା ଅମାତ୍ୟ-କାମିନୀ, ଅଥବା ଦୁଇଁର ସ୍ତ୍ରୀ, ପତି
ସନ୍ଧିଲନ-ତ୍ୱପରା ଏବଂ ସ୍ଵାମୀର ନିତାଙ୍ଗ ଅନୁଗତା
ତିନିଇ ସ୍ଵାମିନୀରଧ୍ୟେ ପବିଗଣିତା । ରୂପଶିଳଶୁଣ-
ଶୁକ୍ରା, ସ୍ଵାମିସେବା-ପରାମଣୀ କେବଳ ନୃପତ୍ନୀକେଓ
ସ୍ଵାମିନୀ ବଳା ଯାଇତେ ପାରେ ।

ଶାନ୍ତିନୀ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ରୂପଷୌବନ-ସମ୍ପନ୍ନା, କଥନ କରିଶା, କଥନ ବା
କୋମଳା, ରତ୍ନିଷ୍ଠାଗ-ଚତୁରା, ପ୍ରତିପକ୍ଷେ ଅନୁଭା-
ପରତଜ୍ଞା, ଦର୍ଶା, ଅନ୍ତୁଟା, ଉଦାତ୍ତା, ନିରାନ୍ତର
ଗନ୍ଧମାଲ୍ୟାପଶୋଭିତା, ନ୍ରପାଭିପ୍ରାୟଜ୍ଞା, ଈର୍ଷ-
ଭାବବିହୀନା, ଉପହିତା, ପ୍ରସତା, ନିରାଲଙ୍ଘା,
ଅନିଷ୍ଟୁରା ଓ କୋନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର କୋନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି
ଅମାତ୍ର, ଇହାର ବିଶେଷଜ୍ଞା ନାୟିକାକେ ଶାନ୍ତିନୀ
ବଲେ ।

ଭୋଗିନୀ-ଲଙ୍ଘଣ ।

ଉତ୍ତମ-ସଂଭାବା, ଅନ୍ତରିମାଣେ ସମ୍ମାନବିଶିଷ୍ଟା,
କଥନ ଅନ୍ତ ଯୃଦ୍ଧ, କଥନ କଥନ ଅନ୍ତ ଉତ୍ସତା, ମଧ୍ୟମ
ବସନ୍ତା, ନିଭୃତା ଏବଂ କ୍ଷମାଶୀଳା ନାୟିକାର ନାମ
ଭୋଗିନୀ ।

শিল্পকারিকা-লক্ষণ ।

নানা কলাবিশেষজ্ঞা, বিবিধশিল্পে পদ্ধিতা, গন্ধমাল্যাদির বিভাবজ্ঞা, লেখা ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণ্যা, শব্দন, ভোজন ও ধানবিষয়ে বিশেষ পরিচিতা, অতি চতুরা, মধুরপ্রকৃতি, নানাকার্যাদক্ষা, চমৎকারিণী, অস্ফুটা, অতীত্বা, ও নিভৃতা নায়িকা শিল্পকারিকামধ্যে পরিগণিতা ।

নাটকীয়া-লক্ষণ ।

যে নায়িকা গ্রহ, মোক্ষ ও লুক্ষ বিষয়ে বিশেষ পরিচিতা, নানা রসভাবপূর্ণা, অপরের মনে গত ভাব ও ইঙ্গিতের বিশেষজ্ঞা, শিক্ষাগ্নুর বশ-বর্তিনী, অতি চতুরা, অভিনয়নিপুণা, বাক্চাতৃর্য ও তক্র বিশারদা এবং বাদ্যাদিতে দক্ষ, তাহাকে নাটকীয়া বলে ।

নর্তকী-লক্ষণ ।

নানা-বাস্ত্য-প্রয়োগাভিজ্ঞা, বৃত্যগীত বিষয়ে
অতি বিচক্ষণা, সর্বদা প্রগল্ভা, নিরালভা,
অক্লাভা, নারীদিগের মধ্যে রূপ, ঘোবন ও
কান্তিতে সর্বশুধানা এবং নানাশুণ্যভূক্তা নারী-
কাকে নর্তকী বলে ।

অমুচরী-লক্ষণ ।

যে রমণী সর্বদা সকল অবস্থার রাজাৰ
সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহাকে অমুচরী বলে ।

আযুক্তা-লক্ষণ ।

তাঙ্গারে ও অস্ত্রাগাবে নিযুক্তা, ধাত্তাদি
সর্ব শক্ত ও ক্ষেত্র মূলাদির অধ্যক্ষা, গৰ্জ-দ্রবা-
বস্ত্রাত্মণাহি সমুহের কর্তৃী ও উপাধ্যান কথন
প্রভৃতি নানা কার্য্যারতা নারীকে আযুক্তা বলে ।

পরিচারিকা-লক্ষণ ।

নৃপতিগণের ছত্র, শয়া ও আসনাদির
রক্ষণে, ব্যজন কার্য্যে, বেশবিশ্বাসাদি কর্মে,
মাল্যাদি প্রস্তুত করণে নিযুক্ত। দিগকে পরি-
চারিকা বলে ।

সঞ্চারিকা-লক্ষণ ।

যে কামিনী রাজাৰ নানাগৃহ, উপবন, দেব
মন্দিৰাদি, কেলৌগৃহ ও অন্যান্য স্থানের কার্য্য
অতি ধত্তের সহিত সম্পাদন কৰে, তাহাৰ নাম
সঞ্চারিকা ।

প্রেজ্বণকাৰিকা-লক্ষণ ।

গোপনীয় বা প্রকাশ কামকলীড়া-সংক্রান্ত
কার্য্য সমূহে নিযুক্ত। স্ত্রীলোককে প্রেজ্বণ
কাৰিকা বলে ।

মহত্ত্বা-লক্ষণ ।

আনন্দিত্বাদস্বত্ত্বাদিমাদ্বারা নিত্য অস্তঃপুর-
রক্ষার্থ অভিনন্দনকারিণীকে মহত্ত্বা বলে ।

প্রতীহারী-লক্ষণ ।

যে সর্বদা রাজাকে সঞ্চিবিগ্রহাদিসম্বৰ্কীয়
অধিবা অন্যান্য কার্যের সমাচার দেয়, তাহাকে
প্রতীহারী বলে ।

কুমারী-লক্ষণ ।

অপ্রাপ্তিরতিসংজ্ঞাগা, অচঞ্চলা, অহুক্তা,
নিভৃতা, সলজ্জা ও অবিবাহিতাকে কুমারী বলে ।

স্ত্রিরা-লক্ষণ ।

পুরু পুরু মৃপতিদিগের গ্রীতি নীতির
বিশেষজ্ঞা এবং রাজাদিগের মাননীয়া ও পূজ্যা
রমণীদিগকে স্ত্রিরা বলে ।

ଯେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ରାଜାଦିଗେର ଅନ୍ତଃପୁରେ
ଓ ଅଛାନା କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୁକ୍ତ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା-
ଦିଗେର ବିବରଣ କ୍ରମଶଃ ବଳା ସାଇତେଛେ ।

ଅନୁକ୍ତତା, ଅମ୍ବାନ୍ତା, ନିଜବେଶଭୂଷା ବିଷୟେ
ଉଦ୍‌ବୀନା, କ୍ରମଶୀଳା, ସଂସ୍କାରା, କୋପରହିତା,
ଜୀତକ୍ରିୟା, କେଶଶୂନ୍ୟା, ନିଭୃତା, ନିରହକାରା
ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଜନ-ଶ୍ଵରଭ-ଦୋଷ-ବର୍ଜିତା ରମଣୀଦିଗକେଇ
ରାଜାନ୍ତଃପୁରେ ନିୟୁକ୍ତ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ନପୁଂସକ-
ଦିଗକେଓ ରାଜାନ୍ତଃପୁରମଧ୍ୟେ ନିୟୁକ୍ତ କରା ସାଇତେ
ପାରେ, ଶାତକ, କଞ୍ଚକୀ, ବର୍ଷବର, ଉପଶାସିକ
ଓ ନିର୍ମୁଣ୍ଡା ଇହାଦିଗକେ ପ୍ରତି କଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରଦେଶେ
ନିୟୁକ୍ତ କରା ଉଚିତ । ରେତୋହୀନ ଶ୍ଵରାଂ ଶ୍ରୀ-
ସନ୍ତୋଗେ ଅକ୍ଷୟ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗକେ ରାଜାଦିଗେର ଅନ୍ତଃ-
ପୁରେର କାର୍ଯ୍ୟକରଣେ ନିୟୁକ୍ତ କରା ଆବଶ୍ୟକ, ଇହା-
ଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ଶାତକୁକେ କୋନ ଆଚାରବିଶିଷ୍ଟ

କାର୍ଯ୍ୟ, କଞ୍ଚୁକୀକେ ଅର୍ଥସଂୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ଷବରକେ ବିହାରସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉପଶ୍ଥାନିକା ଓ ନିର୍ମ୍ମାଣକେ ଜୀଲୋକ ଦିଗେର ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅମୁଚାରିକାରେ କୋନ ସମ୍ମାନଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବବିଷୟକ ବୃତ୍ତାନ୍ତକେ ନାଟ୍ୟାଳୟେ ନିଯୁକ୍ତ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ଏହି ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିକେଇ ଅନ୍ତଃପ୍ରଚରମଧ୍ୟ ଗଗ୍ନ କରି ବିଧେୟ । ଏକଥିବା ବାହ୍ୟଚର ପୁରୁଷଦିଗେର ବିଷୟ ବଳା ଯାଇତେଛେ ।

ରାଜୀ, ସେନାପତି, କୁମାର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ, ପ୍ରାଚ୍ୟବିବାକ, ଓ ପ୍ରୟୋଗାଧିକ୍ରିୟ, ଇହାରା ଏବଂ ଅପରାପର ରାଜ-ସଭାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ, ଏହି ସକଳ ଲୋକକେ ବାହ୍ୟଚର ବଲେ । ଇହାଦିଗେର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଶକ୍ତି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କଥେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଯାଇତେଛେ ।

ରାଜ-ଲକ୍ଷଣ ।

ଅତି ଶୁଣୀଲ, ବୃଦ୍ଧିମାନ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଜିତେ
ଜ୍ଞଯ, ଦକ୍ଷ, ପ୍ରେଗଲ୍ଭ, ବିଦ୍ୱାନ, ବିଜ୍ଞମୀ, ଧୈର୍ୟ-
ଶୀଳ, ଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ, ପରିଗାମଦଶୀ, ଉତ୍ସାହୀ, କୃତଜ୍ଞ.
ପ୍ରେସରବାଦୀ, ଲୋକରଙ୍ଗକ, ବଳବାନ, ଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରକୃତି,
କ୍ଷମାଶୀଳ, ଉତ୍ସତମନା, ସାବଧାନ, ଅଧିକବସକ, ସ୍ଵଭି
ଓ ଅର୍ଥଶାନ୍ତବେତ୍ତା, ନାନାପ୍ରକାବ ରାଜନୀତି-ପ୍ରୟୋଗ
କୁଶଳ, ତର୍କ-ବିତର୍କ-ନିପୁଣ, ଶକ୍ତଦିଗେର ଭାବ ଓ
ଇତ୍ତିତଜ୍ଞ, ସତ୍ୟ-ଶୁଦ୍ଧାଲକ୍ଷତ, ନାନାଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥବିଂ, ନାନା
ଶିଳ୍ପଜ୍ଞ, ସ୍ଥାନ-ବୃଦ୍ଧି-କ୍ଷୟଦଶୀ, ଶକ୍ତଚିହ୍ନାଦେଷୀ ଏବଂ
ବୃଥା ଜୀଭାଦିତେ ଅରତ ବ୍ୟକ୍ତିଇ ରାଜାର ଦୋଗ୍ମା

ସେନାପତି-ଲକ୍ଷଣ ।

ଯିନି ଅତି ଶୁଣୀଲ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଅନଲସ
ପ୍ରେସରବାଦୀ, ଶକ୍ତର ଛିନ୍ଦ୍ର-ବିଧାନ-ପଟ୍ଟ, ଯୁଦ୍ଧବାତ୍ରାଦିର

କାଳଜ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର-ପାରଦର୍ଶୀ, ସର୍ବଦା ରାଜହିତେ
ବତ, ସଂକୁଳ-ଜାତ, ଦେଶକାଳଜ, ତିବିଇ ମେନା-
ପତି ପଦ-ବାଚ୍ୟ ।

ମନ୍ତ୍ରି-ଲକ୍ଷଣ ।

କୁଳୀନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନାନାଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥପାରଦର୍ଶୀ,
ନୀତିଜ୍ଞ, ରାଜୀର ସ୍ଵଦେଶୀୟ, ଅଥଚ ଅମ୍ବରକୁ, ଶକ୍ତା-
ଚାର, ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରିଯୋଗ୍ୟ । କୁମାର ଓ
ସଚିବ ଇହାଦିଗେର ମନ୍ତ୍ରୀର ନ୍ୟାୟ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ହେଉଥା
ଉଚିତ ।

ଆଡ୍ରିବିବାକ-ଲକ୍ଷଣ ।

ବ୍ୟବହାରଶାସ୍ତ୍ରଜ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନାନାଶାସ୍ତ୍ରେର
ପାରଦର୍ଶୀ, ମଧ୍ୟତ୍ତ, ଧାର୍ମିକ, ମୃପାମୁରକୁ, କାର୍ଯ୍ୟ-
କାର୍ଯ୍ୟବିଚାରକ୍ଷେତ୍ର, କ୍ରମଶୀଳ, ଦାନ୍ତ, କ୍ରୋଧଶୂନ୍ତ,
ଅନୁକ୍ରତ, ନିରପେକ୍ଷ, ସାବଧାନ, ନିରାଳନ୍ତ, ବ୍ୟେହ

ଶ୍ରୀଲ, ବିନ୍ଦୀ, କର୍ଷ୍ଣ, ନୀତିକୁଣ୍ଠଳ ଓ ତର୍କ-ବିତର୍କ-
ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଚ୍ଵିବାକେର ଉପସୂର୍ଜ ।

ନାଟକାଦିତେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଟ ସାଜିବେ, ତାହାର
ଗାୟତ୍ରୀର୍ଥ ଉଦ୍ଦାର୍ଯ୍ୟାଦିଗୁଣେ ଏବଂ ବେଶଭୂଷାରେ ରାଜୀବ
ଅନୁକ୍ରମ ହେଉଥା ଉଚିତ । କାରଣ, ଯେମନ ନଟ,
ରାଜୀବ ତେମନି, ଏବଂ ଯେମନ ରାଜୀ ନଟଓ ତତ୍କର୍ମ ।
ନଟ ଓ ରାଜୀ ଏ ଉତ୍ତରେ ଭାବ, ଭଙ୍ଗୀ, ଆକାର
ଓ ଇଞ୍ଜିତ ଏକଇ କ୍ରମ ହିଁବେ ।

ନାଟ୍ୟାଭିନୟ କର୍ତ୍ତ୍ବର୍ଗେର ମଧ୍ୟେ ଯାହାର ଯେ କର୍ମ,
ଯେ ବେଶ, ଯେ କ୍ରିୟା ତୃତୀୟାଦି ଅବିକଳ ନାଟକେ
ପ୍ରସ୍ତର କରିତେ ହିଁବେ । ନାଟକେ ନାନା ପ୍ରକାର
ପୁରୁଷସମାବେଶ ଥାକିବେ, ତମଧ୍ୟେ କେହ ଉତ୍ସମ,
କେହ ମଧ୍ୟମ ଓ କେହ ବା ଅଧିମ ଶ୍ରେଣୀଭୂତ ହିଁବେ ।

ଯାହାରା ନାନା-ଶିଳ୍ପନିପୁଣ, ଜ୍ଞାନବାନ୍, ଜିତେ-
ଜିବ, ଲୋକଚରିତ୍ରଜାନାଭିଜ୍ଞ, ଧର୍ମଧର୍ମବିଚକ୍ଷଣ,

শাস্ত্রেতিহাস-কুশল, সুশীল, সদাচারী, অহিং-
সাদি শুণবিশিষ্ট ও অত্যন্ত বলবান् তাহারা
উত্তম-শ্রেণীভুক্ত । যাহারা লৌকিকচারজ্ঞ, শিল্প-
শাস্ত্রে বিচক্ষণ ও মধ্যমকুপণ্ডিতবিভূষিত, তাহারা
মধ্য-শ্রেণীগত । এবং মে সকল লোক অতি
কর্কশভাষী, দুরাচার, দুর্বল, পৌরুষহীন, অশ্রু
বৃক্ষি, ক্রোধ-পরতন্ত্র, ঘাতুক, ক্রতুষ্ম, বৃথাকার্য্যে
রত, পাপী, খল, স্ত্রীলোকের নিষিদ্ধ কাতুল,
কলহপ্রিয়, মান্যামান্য-জ্ঞান-শূন্য এবং চোর
তাহাবা অধম-শ্রেণীমধ্যে গণা ।

কাহারও মতে রাজা, গকর্ব, অমূর্ত,
মুনি, বাসুকি, দেবতা, বিষ্ণুন्, ইইঁরাই উত্তম ;
কিন্তু, রাক্ষস, যক্ষ, বেঙ্গল, সামান্য তপস্বী,
আক্ষণ, অমাত্য, কঙ্কালী, সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক,
বিদূষক, পীঠমৰ্দ্দ, পুরোহিত, মন্ত্রী ও সার্থবাহ

ইহারা মধ্যম ; এবং শূন্ত, পিশাচ, কাপালিক, রঞ্জজীবী, শিঙ্গী, বিগন্ধর, বৈদা, ক্ষপণক, ব্রহ্মবান্নী, চাঞ্চাল, পতিত, পুকুস, পুলিন্দক, নটচেট, বিট, ধূর্ত, পরোপজীবী ও দাস ইহাবা অধ্যম । পুরুষদিগের ত্বায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ২ পূর্বোক্তকুপ প্রকারভেদ অক্ষিণ্ঠ হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণী, রাজী, প্রব্রাজিকা, রাজকন্যা, অমাত্য, সার্থবাহ ও বিদ্বান্ম দিগের স্ত্রী ও কন্যা ইচ্ছাবা উত্তমশ্রেণীভূক্তা ; ধাত্রী, সখী, দৃতী, প্রতীহাবী, মালিনী, মহাশূন্তী, সামস্তন্তী, নটী, নর্তকী, পরিচারিকা ইহারা মধ্যমশ্রেণীব অন্তর্গত । এবং কুটুম্বী, বেশ্তা, চেটীবেশধারিণী, শিলিনী, মেচ আতিকু স্ত্রী, দৈবজ্ঞানির রমণী, পাপকারিণী, সামাজিক দাসী, গোপালিকা ও বন্দীর স্ত্রী, ইহারা অধ্যমশ্রেণীমধ্যগত ।

প্রধাম-প্রধাম উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের লক্ষণাদি এক প্রকার বলা হইল; এক্ষণে স্বত্ত্বাদি অপরাপর অভিনেত্রবর্গের লক্ষণ ও গুণের বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক ।

সূত্রধার-লক্ষণ ।

নানালক্ষণজ্ঞতা, বাক্যের সংক্ষার, কোন সময়ে ক্রিক্রপ পান করিতে হয়, তাহার বিধানজ্ঞতা, ও বাদ্যবিষয়ে সম্যক জ্ঞান, ইত্যাদি গুণ সমূহ যাহাতে বিদ্যমান থাকে, এবং যে অতি চতুর, বাদনক্রিয়ানিপুণ, শাস্ত্রাচ্ছয়াঘৰ্ষণ্যজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রবিদ, কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত, পাত্রদিগের বেশভূষাদি-করণসম্ম, নাট্যক্রিয়ানিপুণ, নানাশেকার প্রয়োগজ্ঞ, স্বরসিক, ভাবুক, ছন্দোবিদ্যাবেত্তা, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, এহনক্ষত্রদিগের

গতিবিধি বিষয়ে গভিজ্ঞ, মানা দেশের বাব
হারতৰজ্ঞ, পৃথিবী, দ্বীপ, বর্ম ও পর্বত ইহা
দিগের বিশেষ তত্ত্বদর্শী, রাজবংশের উৎপত্তি,
লোকদিগের প্রকৃতচরিত্রজ্ঞানে বিচক্ষণ, মানা
শাস্ত্রার্থ প্রেরণ করিয়া শাস্ত্রসম্মত কার্য্যাবধাবণে
সক্ষম এবং তদনুসারে লোকদিগকে উপদেশ
দিতে পারণ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত স্তুত্যাবণ্ডনে
অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। এতদ্বিগ্ন স্তুত
ধারের স্মরণশক্তিবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান, ধীৰ, উদার
প্রকৃতি, সজ্ঞাবাদী, শুন্ধাচার, নীরোগ, মধুৰ-
প্রকৃতি, ক্ষমাশীল, দাস্ত, প্রিয়সন্দ, দয়াশীল
হওয়া উচিত। রঞ্জাবলীকারের মতে স্তুত্যাবণ্ডন
রঙ্গমধ্যে প্রবেশপূর্বক মধ্যম স্বর অর্থাৎ মুদ্রারা
গ্রাম আশ্রয় করিয়া নান্দী পাঠ করতঃ প্রস্থান
করিবে।

পারিপার্শ্বিক-লক্ষণ ।

যে ব্যক্তিতে স্তুত্যাবের শুণসমূহ অল্প-
পরিমাণে থাকে এবং যে মধ্যমপ্রকৃতিসম্পন্ন,
তাহাকে পারিপার্শ্বিক বলে ।

বিট-লক্ষণ ।

বেশ ভূষাদিকরণে সক্ষম, মিষ্টালাপী, অঙ্গ-
গত, কবি, তর্ক-বিতর্ক-নিপুণ, বাগ্ধী ও চতুর,
এইকপ লোক বিটমধ্যে গণ্য ।

শকার-লক্ষণ ।

শাস্ত্রার্থত্বদশী দেশব্যবহাবাভিজ্ঞ, উচ্চম
পরিচ্ছদাদি পরিচিত, অকারণে ক্রোধন, অকা-
রণে সন্তুষ্ট, অধমপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও মাগধভাষা-
ব্যবহারী লোককে শকাবের পদাভিষৃত করা
উচিত ।

ବିଦୁଷକ-ଲକ୍ଷଣ ।

ବାମନ, ଦୂତ, କୁଞ୍ଜ, ଆକ୍ଷଣ, କୁଂସିତବଦନ,
ଏକଗତି ଏବଂ ପିଙ୍ଗଲଚକ୍ର ଏହିପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ
ବିଦୁଷକେର ଉପୟୁକ୍ତ ପାତ୍ର ।

ଖେଟ-ଲକ୍ଷଣ ।

ସମ୍ମିଳିତକଲାଭିଜ୍ଞ, ବହୁଭାଷୀ, କନ୍ଦାକାର,
ଗୁରୁତ୍ୱବ୍ୟାମୋଦୀ, ମାତ୍ରାମାତ୍ରବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେଖିଯା
ଖେଟ ନିର୍ବାଚନ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ପ୍ରକୃତଦିଗେର ବିଷୟ ଏକପ୍ରକାର ବଳୀ ହିଲ,
ପୁନରାୟ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଦିଗେର ବିଷୟ କିଞ୍ଚିତ ବଲିଯା
ଅଛେର ଉପସଂହାର କରା ଯାଇତେଛେ ।

ପରିମିତଭାବିମ୍ବୀ, ରମିକା, ସଲଜ୍ଜା, ଅନିଷ୍ଟୁବା,
କୁଳଶୀଳଶୁଣ୍ୟକ୍ଷଣ, ଶୁରୁଜନେର ଆଜ୍ଞାମୁଦ୍ଦିନୀ,
ଧୈର୍ଯ୍ୟଗାନ୍ତୀର୍ଯ୍ୟାଦିବିଶିଷ୍ଟା ନାରୀକେ ଉତ୍ତମପ୍ରକୃତି

ବଲେ । ଯେ ନାରୀ ନାନା ଶିଳ୍ପ ଓ ଅଭିନ୍ୟରେ ନିପୁଣା, ମୃତ୍ୟ-ଗୀତାଦି-କୁଶଳା, ଦେବାନିରତୀ, ଶୀଲାହାବ-ଭାବବିଶିଷ୍ଟା, ସତ୍ୱ-ବିନୟ-ମାଧୁର୍ୟଯୁକ୍ତା, ଚତୁଃଷଟ୍ଟି-ପ୍ରକାବ-କଳାଭିଜ୍ଞା, ଉପଚାବକୁଶଳା, ଶ୍ରୀଶ୍ଵରଭାବ-ଶୁଲ୍ଭ-ଦୋଷ-ବର୍ଜିତା, ପ୍ରିୟବାଦିନୀ, ଶୁଟ୍ଟାଭିପ୍ରାୟା, ଦକ୍ଷା ଓ ନିରାଲଞ୍ଜା ତାହାକେ ଗଣିକାପଦାଭିଷିକ୍ତା କରା ଉଚିତ । ଯେ ରମଣୀ କପ, ଶୁଣ, ସ୍ଵଭାବ, ନୌବନ, ଶୁର୍ବର୍ଗହାରାଦିତେ ଭୂଷିତା, ନିପୁଣା, ଚତୁରା, ମଧୁରାଲାଗା, କୋମଲକଟ୍ଟା, ବାଦ୍ୟାଦିପରିଚିତା, ତାଲଲମ୍ବାଦିକୁଶଳା, ରମିକା, ତାହାକେ ନର୍ତ୍ତକୀ-ଶଳାଭିଷିକ୍ତା କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏବଂ ଯେ କାମିନୀ ଅନୟଯେ ହାତ୍ସ କରେ, ଅତି କର୍କଶା, ଅତି କ୍ରୋଧଶୀଳା, ଅବାରିତକର୍ଯ୍ୟଗତି, ଅତି ଦୌନା, ଅନିତ୍ତତା, ସର୍ବପ୍ରକାରଦୋଷଦୂଷିତା, ସର୍ବଦା ଗର୍ଜ-ମାଲ୍ୟାଦିବିଭୂଷିତା ତାହାକେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟାମଧ୍ୟେ ଗଣ୍ୟ

କରିତେ ହେବେ ! ଏହି ମକଳ ପ୍ରକାଶିତିମନ୍ଦିର
ନାୟିକାରୀ ନାନାବେଶଭୂମ୍ୟ ବିଭୂଷିତ ହେବେ
ନାଟକେ ପ୍ରୟୁକ୍ତି ହେବେ ।

ସଂକ୍ଷତ ଶାସ୍ତ୍ରେ ନାଟକ, ନାଟିକା, ପ୍ରହସନ
ଅଭ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନତିପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟେବ ଏବଂ
ତଦାତୁଷ୍ଟନ୍ତିକ ବିମଲସମ୍ମହେବ ନାମ, ଲକ୍ଷଣ ଓ ଉଦ୍ଦା-
ହରଣାଦି ଯେତୁଳପ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ, ତାହା ସଂକ୍ଷେପେ
ବିବୃତ ହେଲା । ଏକଣେ କତିପର ପ୍ରେସିଙ୍କ ସଂକ୍ଷତ
ନାଟକମାନ୍ଦିଯ ସଂକଷିପ୍ତ ଐତିହାସିକ ବିବରଣ
ଏବଂ ଇଉରୋପୀୟ ଟ୍ୟାବ୍ଲୁ ଭିଭାଣ୍ଟ ନାମକ ମଜୀବ
ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦଶନେର ବିଷୟ ପରିଶିଷ୍ଟଭାଗେ ଲିଖିତ
ହେତେହେ ।

পরিশিষ্ট ।



মালতী-মাধব ।

মালতী-মাধব অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, দশ অঙ্কে
আবক্ষ, ইহার বচন প্রেণালী অতি শুগাঢ়,
অথচ চিত্তহারিণী, কিন্তু এই গ্রন্থের স্থানে
মাটক-বিক্রম দীর্ঘ সমাপ্তের এবং গৃচ্ছাবের
সত্তা লক্ষিত হয়। গ্রন্থখনি মহাকবি ভবভূতি-
প্রণীত। ভবভূতি-প্রণীত মালতী-মাধব প্রভৃতি
গ্রন্থসমূহেই তাহার জীবনীৰ অস্পষ্ট ছায়া
দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি দাক্ষিণাত্য
বেরার বা বিদ্রুদেশীয় কাষ্ঠপুর্বণীয় জনেক
কান্দণের পুত্র, তাহার অপর নাম শ্রীকৃষ্ণ।

ତାହାର ରଚନାମେପ୍ରଣ୍ୟେର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମନୋ-
ନିବେଶ କରିଲେ ପ୍ରତିଇ ଅତୀଯମାନ ହୁଏ, ତିନି
ଗୋଣ୍ୟାନା ଦେଶେର ଅତ୍ୱର୍ତ୍ତୀ ଅନତ ପର୍ଦ୍ଦତ ଓ
ତାନ୍ତ୍ରିକଟଙ୍କ ବନ୍ଦାଗେର ସହିତ ଆବାଲ୍ୟ ପବିଚିତ,
କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟବିଷୟକ ଗୌରବଲାଭେ ତିନି
ସ୍ଵଦେଶେର ନିକଟ ଖଣ୍ଡି ନାହନ୍ତି, ବରଂ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ
ରାଜଗଣେର ଝାଗପାଶେ ଆବଦ୍ଧ । ତାହାର ପ୍ରମାଣ
ଏହି, ଭବତ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ଵଲିନୀ ଏବଂ ତେପାର୍ଥବର୍ତ୍ତୀ
ଦେଶ ସମୁଦ୍ରାଯେବ ତୌଗଲିକ ଓ ଅତ୍ୟାନ୍ତ ବିଷୟେର
ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନେ ଯେତେ ନିପୁଣତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯା-
ଛେନ, ତାହାତେ ତିନି ଯେ, ବହୁ ଦିବସ କ୍ରି ସ୍ଥାନେ
କାଳ୍ୟାପନ କରିଯା ତତ୍ତ୍ୟ ଭୂଭାଗାଦି ସ୍ଵଚକ୍ଷେ
ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଯା ଲିପିବନ୍ଦ କରିଯାଛେନ, ତହିମଦେ
ଅନୁମାତ ସନ୍ଦେହ ନାଇ । ସ୍ଵଚକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭିନ୍ନ
ସେକ୍ରପ ସ୍ଵର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନ କଥନାଇ ସଞ୍ଚବପର ନାହେ ।

যদিচ ভবভূতির উৎপত্তির কোন নির্দিষ্ট
সময় নিরূপিত নাই, তথাপি নানা গ্রন্থের
আলোচনায় তাহা এক প্রকার স্থির করিয়া
লওয়া যাইতে পারে। দশকপকনামক অল-
কার গ্রন্থের ভাবে বাধ হয়, ভোজরাজের
পূর্বতন রাজা মঞ্জের পূর্বও ভবভূতি জন্মগ্রহণ
করেন, রাজত্বশিশী নামে কাশীরের ইতি-
হাসগ্রন্থে জানিতে পারা যায়, কানোজের রাজা
যশোবন্ধু ভবভূতিকে সর্বদা সর্ববিষয়ে বিশেষ
সাহায্য দান করিতেন। যশোবন্ধু ৭২০ খঃ
অব্দে রাজত্ব করেন, ইহাতেই প্রমাণীকৃত হই-
তেছে, ভবভূতি ৬ঃ অষ্টম শতাব্দীতে প্রাচ-
ভূত ছিলেন। এতদ্বিন্দি তাহার রচনাপ্রণালী
ধারাও তদীয় জন্মসময় এক প্রকার অনুমান
করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভবভূতি যে

ସମୟେ ନିଜ ଗ୍ରେହାବଳୀ ପ୍ରେସ୍ସନ କରେନ, ତଥନ ହିନ୍ଦୁଦିଗେର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରାଦି ଅତି ବିଶୁଦ୍ଧ-ଭାବେ ପ୍ରଚଲିତ ଛିଲ, କୋଣ ବୈଦେଶିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରେର ମହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୟ ନାହିଁ । ତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କାମିନୀଗଣେର ବହିର୍ଗନପ୍ରେସ୍ ଏକଣକାବ ମତ ଦୋଷାବଦି ଛିଲ ନା, ଶ୍ରୀଲୋକେରା ପିଞ୍ଜର-ନିବନ୍ଧ ବିହନ୍ଦୀର ଗ୍ରାମ ନିରସ୍ତର ଭବରୋଧେ ଆବଶ୍ୟକ ଥାକିତ ନା, ସ୍ଵତରାଂ ସେହି ସମୟ ଯେ, ମୁସଲମାନ-ଦିଗେର ଅଧିକାରେର ପୂର୍ବତନ, ତାହାତେ ଆବ ସନ୍ଦେହ ଥାକିତେଛେନା ; କାରଣ, ମୁସଲମାନ ରାଜ୍ୟ-ଦିଗେର ରାଜସ୍ଵକାଳ ହିତେହି ଭାରତମହିଲାଗଣ ସ୍ଵଭାତିଷ୍ଠାଧୀନତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପନାଦିଗେର ସ୍ଵାଧୀନତାରେ ଜଳାଞ୍ଜୁଲି ଦିଯାଛେନ । ବୋଧ କବି ଏ କଥା ସକଳେଇ ମୁକ୍ତକଟେ ସ୍ବୀକାର କରି-ବେଳ । ବୌଦ୍ଧବୌଗୀଦିଗେର ବିଶେଷ ପ୍ରାଚୀର୍ଭାବ,

প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের নিকট তাহাদের
পূর্বদা গমনাগমন, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ
শাস্ত্রলোচনা, শিবোপাসনা, নানা যোগক্রিয়ার
ব্যবহার প্রচার, ইত্যাদি প্রাচীনকালীন ঘটনা-
বলীও মুসলমান বাস্তবাদিগের আক্রমণের পূর্ব-
কালে যে, তৎকৃতি প্রাচুর্য ত হন, তাহার পরি-
মান প্রদান করিতেছে। মুসলমানদিগের আক্র
মণকাল হইতেই বিশুদ্ধ হিন্দু আচার ব্যবহারের
ক্ষেত্রসংশ্লে পরিবর্তন, এবং শঙ্করাচার্যের বিজ্ঞান-
শাস্ত্রের অভাবে যোগবলে আশৰ্য্য আশৰ্য্য
ক্রিয়াপ্রদর্শনের ইলান তইতে আরম্ভ হয়।
শঙ্করাচার্য সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে প্রাচু-
র্য্য ত হন, স্বতরাং মাসতী-মাধব-প্রণয়নকাল
যে, তৎপূর্ববর্তী, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସ ।

ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସ ଅଧିକ ଆଚୀନ ଗ୍ରହ ନହେ,
ସାତ ଅକ୍ଷେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଇହାର ରଚନାୟ ନାନା କୌଣସି
ଦୃଷ୍ଟ ହୟ, ଗ୍ରହେର ଅପରାପର ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା
ଅତି ଜ୍ଞାତ ରାଜନୈତିକ ବିବରଣ, ମତ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ-
କୌଣସି ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ସମୁଦ୍ଦାୟରେ
ଅଧିକ ପରିମାଣେ ଆଦରଣୀୟ । ଅତ୍ୟ କୋନ
ଗ୍ରହାଦିଃତ ଗ୍ରହକର୍ତ୍ତାର କୋନ ବିଶେଷ ପରିଚଯ
ପାଓୟା ଯାଇ ନା, ଶୁତରାଂ ଗ୍ରହକର୍ତ୍ତା ବା ଗ୍ରହପ୍ରଣ-
ଯନେର କାଳ ନିର୍କଳପଣ କରା ମହଜ ବ୍ୟାପାର ନହେ ।
ନାଟକାବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ଵର୍ତ୍ତଧାରେର ବକ୍ତ୍ତାୟ ଏଇମାତ୍ର
ଜୀନା ଯାଇ, ସାମନ୍ତୋପାଧିକ ବଟେଷ୍ଟର ଦତ୍ତେର
ପୌତ୍ର, ମହାରାଜ ପୃଥୁର ପୁତ୍ର କୁମାର ବିଶାକ ଦତ୍ତ
ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସେର ପ୍ରଗମନକର୍ତ୍ତା । ଗ୍ରହ ପ୍ରଗମନ କରା
ବା ଗ୍ରହକାରମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହୋଯା ରାଜ୍ଞୀ ବା

রাজকুমারদিগের পক্ষে বড় একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে । উইল্সন সাহেব অমুমান কৱেন, আজমিরের চৌহন দলপতি পৃথুরায়ই গ্রস্তকর্তার পিতা । পৃথুরায় থৃঃ বাদশ শতাব্দীতে পরলোক গমন কৱেন । নাটকের শেষভাগে ম্লেচ্ছদিগের উৎপীড়নের উল্লেখ আছে, ইহা হইতে এবং পৃথুর প্রাচৰ্বিসমন্বয় হইতে বোধ হয়, থৃঃ একাদশ বা বাদশ শতাব্দীতে মুজা-রাজস রচিত হইয়া থাকিবে । যদিও এইশেষে স্পষ্টাক্ষরে ম্লেচ্ছদিগের নাম উল্লেখ নাই, তথাপি নিম্নশীম বাকির শক্তির আক্রমণস্থলে পাঠান-বংশীয় ম্লেচ্ছদিগে.. আক্রমণ, এইরূপ অর্থ অমুমান কৱা অসম্ভব নহে, যেহেতু বৈদেশিক অসম্ভাদিগের মধ্যে প্রথমেই পাঠানেরা ভারত-বর্ষ আক্রমণ কৱে ।

ମୁଢ଼କଟିକ ।

ମୁଢ଼କଟିକ ଏଥାନି ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରହ୍ସ, ଦଶ ଅକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ, ଶୁଦ୍ଧକନାମକ ଜନୈକ ରାଜକର୍ତ୍ତକ ପ୍ରଣିତ । ରାଜୀ ଶୁଦ୍ଧକ ଯେ, କୋନ ସମୟେ ଏହି ଗ୍ରହ୍ସ ପ୍ରଗତିନ କରେନ, ତାହାର କୋନ ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଇବା ନା, ଏବଂ ତିନି ଯେ, କୋଥାକାର ରାଜୀ ଛିଲେନ, ତାହାରେ ହିରତା ନାହିଁ ; କେହ ବଲେନ, ଇନି ଅବଶ୍ୟିର ରାଜୀ ଛିଲେନ, କାହାରେ ମତେ ଶୁଦ୍ଧକ ମଗଦି । ଏକ୍କୁ ବଂଶେର ଆଦି ବାଜୀ । ଯାହାଇ ହଟିକ, ରାଜୀ ଶୁଦ୍ଧକ ଯେ ଏକଜନ ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ପଣ୍ଡିତ, ସାହିତ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ରବିଦୀର ପାରଦର୍ଶୀ ଛିଲେନ, ତଦ୍ଵିଷ୍ଟ ମହାରେ ମନେହ ନାହିଁ । ରାଜୀ ଶୁଦ୍ଧକ ୧୦ ବ୍ୟସର ରାଜ୍ୟ କରିଯାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେର ଅତି ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରତ ସ୍ଵେଚ୍ଛା-ପୂର୍ବକ ଅଧିପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ମାନବଲୀଳା ସମ୍ବରଣ

করেন। যদিচ মৃচ্ছকটিকের প্রণয়নকাল নির্ণয় করিতে পারা যায় না বটে, তথাপি গ্রন্থের রচনাপারিপাট্য, ভাষাযোজনা, এবং উপাধ্যান-ভাগ বিশেষ আলোচনা কবিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রক্রীয়মান হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বোধ করি, খন্তের জন্মের পূর্বে গ্রন্থখানি প্রণীত হইয়া থাকিবে; কারণ, গ্রন্থমধ্যে বৌদ্ধদিগের বিশেষ প্রাচুর্যাবের কথা দৃষ্টিগোচর হয়, বৌদ্ধেরা খন্তাঙ্ক প্রারম্ভের সময় উন্নতির চরমাংশে আপ্ত হইয়াছিল।

বিজ্ঞমোর্বশী ।

এই গ্রন্থ মহাকবি কালিদাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ, পাঁচ অংকে সমাপ্ত। রচনাসামুদ্রে ইহা

যে, শকুন্তলাপ্রণেতার লেখনীসম্মত, তাহাতে
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, স্বতরাং গ্রন্থানন্দে
প্রাচীনত্বপক্ষে কাহারও সন্দেহ থাকিতেছে না।
যেহেতু কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের সন
কাল প্রাচুর্য হন; বাজা বিক্রমাদিত্যের
বিংশতি শতাব্দী চলিতেছে। উইল্সন সাহেব
গ্রন্থের অবত্তাবণায় (নান্দীতে) পৌরাণিক
দেবতা মহাদেবের উল্লেখ এবং রচনার নানা
কৌশল দৃষ্টে ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে
কুণ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু একপ কুণ্ঠিতব্বের কোন
কারণই উপলব্ধি হয় না, বেধ হয় তাহার বিষয়ে
চলার পুরাণ সকল অতি আধুনিক, পুরাণসমূ
হের আধুনিকত্ব অনুমান করা কতদূর সম্ভব তাহা
বলিতে পারি না। পরন্তু উক্ত সাহেব আবার
গ্রন্থের উপাধ্যানভাগের সহিত পৌরাণিক

পথ্যানের অনৈক্য দর্শনে এই গ্রন্থকে পুরাণ
চাশের পূর্বপ্রকাশিত বলিয়া স্থানান্তরে
বিপ্লবেন । স্বতন্ত্রসংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি
লেন, “বিক্রমোর্বশী যদি পুরাণ প্রকাশের পরে
বাধিত হইত, তাহা হইলে নাটকলেখক অবশ্যই
স্বপুস্তক পুরাণের শৌরূপ রস্তা করিতেন,
কখনই স্বেচ্ছাচাবিতা অবলম্বন করিতেন না ।”
ক্লপ তর্কই বা কেন তাহার মনে উদিত হইয়া-
ছিল, তাহা ও বলিতে পারিনা । কবিবামে, কাব্য
নাটকাদি লিখিবার সময়ে ঠিক পুরাণের অনুগত
ন নাই, প্রায় দ্বাবত্তীয় বাব্য নাটক তৎপক্ষে
বশেষ নাক্ষয় প্রদান করিতেছে । নিশেষতঃ
ইল্সন্সাহেবের আর একটী মহৎ ভাষ্ম এই যে,
বিক্রমোর্বশীকে কখন পুরাণের পূর্ববর্তী কখন দা-
রাবর্তী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিবাচ্ছেন ।

ଉତ୍ତରରାମଚରିତ ।

ମାଲତୀ-ମାଧ୍ୟବପ୍ରଣେତା ଭବତ୍ତି ଉତ୍ତର ।

ଚରିତେର ଅନ୍ୟନକର୍ତ୍ତା । ଗ୍ରହିଣି କାରଣମୁକ୍ତି
ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାତ ଅକ୍ଷେ ବିଭକ୍ତ । ରଚନାକେନ୍ଦ୍ରିୟ,
ଭାଷାଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, କକ୍ଷ୍ୟାରସ, ଏବଂ ମନୋହରି ଦ୍ୱାରା
ଦର୍ଶନେ ଉତ୍ସଯ ଗ୍ରହିଣେ ଏକବ୍ୟକ୍ତିର ବଚନା ଦେଇ
ଅତି ସହଜେଇ ପ୍ରତୀତ ହଇତେ ପାରେ । ଏହାର
ଦ୍ୱାରା ବାଲୀ ପାଠେ ଗ୍ରହପ୍ରଣୟନେର ଠିକ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ପିତ ହୋଇଯା ସମ୍ଭବନପଦ ନହେ, ତବେ ଏହି ଦ୍ୱାରା
ବଲିତେ ପାରା ଯାଇ, ଗ୍ରହିଣି ସହଜ ଦ୍ୱାରା
ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀମତୀ ହେଇଯା ଥାକିବେ । କାରଣ, ଉତ୍ତର
ମମୟେ ଦେଶେର ଏବଂ ଭାଷାର ଯେତେପରି ଅବହିନୀତ
ଥାଏ ତାହାର କିଛୁଇ ବିକଳଜାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇବ
ଅଛିମାନ କରି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯେ ମମୟେ ଦେଇବ
କର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯା କଥକିଂବ ଅବନତ ହେଇବି

উপক্রম হয়, তখন এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়া থাকিবে। ইহার প্রাচীনত্বের আর এক বিশেষ প্রমাণ এই যে, গ্রন্থমধ্যে বহুল পরিমাণে বেদের উল্লেখ আছে, বিশেষতঃ এমন সকল প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও আচার ব্যবহারের উল্লেখ আছে, যাহার সহিত অধুনাতন আর্যজাতি পরিচিত নহেন। তাঁকালিক আচার ব্যবহারের সহিত আধুনিক আচার ব্যবহারের অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

রঞ্জাবলী ।

রঞ্জাবলী এখানি নাটিকা গ্রন্থ, চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার রচনা ও উপাধ্যানভাগ অতি মনোহর। নাট্যানন্দে সূত্রধারের প্রস্তাবে জানা

যাম, রাজা হৰ্ষদেৱ ইহার প্ৰণেতা, ইং-
কাশীৰ দেশেৱ রাজা ছিলেন, বিদ্যাবিষয়ে
ইহার বিশেষ অমুৱাগ ছিল। কাৰ্যপ্ৰকাশকাৰ
বলেন, উক্ত রাজা অনেকগুলি গ্ৰন্থেৱ প্ৰণেতা
বলিয়া পৱিত্ৰিত, কিন্তু এক খানিও তঁহার
প্ৰণীত নহে, ধাৰক এবং অন্যান্য কবিগণ দে-
সকল গ্ৰন্থ রচনা কৰিয়া রাজাৰ নামে জন
সমাজে প্ৰচাৰিত কৰেন। কহলন পশ্চিম-
বিৱৰিতি কাশীবদেশীয় ইতিহাসেৱ পাঞ্চাংলি পি-
দৰ্শনে জানা যায়, হৰ্ষদেৱেৱ পিতা ফলন
কোন কাৱণ বশতঃ তঁহার প্ৰতি বিদ্ৰু হইয়া
উৎকৰ্ষনামক জনৈক জাতিকে স্বীয় সিংহসন
প্ৰদান কৰেন। উৎকৰ্ষ ধাৰিংশতি দিবসমাত্ৰ
ৱাজত্ব কৰিয়া হৰ্ষদেৱকৰ্ত্তক সংগৃহীত সৈন্য
স্থারা আক্ৰান্ত হইয়া শক্রহন্তে পতন অপেক্ষা

মিথন প্রেমঃ বিবেচনায় আঞ্চলিক ভাষা ইহ-
লোক পরিত্যাগ করেন। এই স্থূলেগে
১১১৩ খঃ অদে হৰ্ষদেব পিতৃসিংহসন পুনরাধি-
কার করেন। দুঃখের বিষয় তিনি অধিক কাল
রাজত্বভোগ করিতে পারেন নাই, ১১২৫ খঃ
অদে তাহার রাজ্যাবসান হয়, স্বতরাং ঐ
সময়ের মধ্যেই রঞ্জাবলী প্রণীত হইয়া থাকিবে।
হৰ্ষদেব একজন কবি, অভিনেতা ও নর্তকুনিগের
উৎসাহদাতা, বহুভাষ্যক এবং সাহিত্যাক্ষরাগী
বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছেন, কিন্তু তিনিই
যে, রঞ্জাবলী প্রণয়ন করেন, তিষ্যক কোন
কথা রই উল্লেখ তাহাতে নাই। যাহাই হউক,
রঞ্জাবলী যে, উক্ত সময়ে বিরচিত হইয়াছিল,
সে বিষয়ে কাহারই সন্দেহ নাই, যেহেতু শৃঙ-
কালে ভাষা এবং সামাজিক অবস্থা যেরূপ

হিল, এইমধ্যে শৎসমুদ্রাবেষ বিলক্ষণ সামগ্র্য
রক্ষিত হইয়াছে।

মালবিকাপ্রিমিত্র।

মালবিকাপ্রিমিত্র—এই গ্রন্থ কালিদাসকৃত
বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং প্রাচীন এবং পাঁচ
অংকে সমাপ্ত। গ্রন্থের নামক অপ্রিমিত্রের ইতি-
হাসই ইহার প্রাচীনত সপ্রমাণ করিতেছে।
অপ্রিমিত্র রাজা পুষ্পমিত্রের পুত্র। বিষ্ণুপুরাণে
দৃষ্ট হয়, পুষ্পমিত্র মাগধসুজ্ববংশীয় রাজগণের
আদি পুরুষ। ইনি মৌরবংশীয় শেষ রাজা বৃহ-
স্তথের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া ‘সেনানী’
উপাধি ধারণ করেন, পরে রাজ্ঞাকে রাজ্যচ্যুত
ও বিনষ্ট করিয়া স্বরং রাজা হন, তদন্তুসারে

তৎপুত্র অশ্বিমিত্রই পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। মৌরবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত হইতে দশ জন রাজা ক্রমাবয়ে মগধের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে উক্ত দশ রাজার রাজত্বকাল ১৩৭ বৎসর। স্বতরাং অশ্বিমিত্র এবং তাহার পিতার জীবিত কাল ধৃঃ জন্মের প্রায় ১৬০ বৎসর এবং কালিদাসের সমসাময়িক রাজা বিজ্ঞমাদিত্যের ১০০ বৎসর পূর্ব। কালিদাস গ্রন্থমধ্যে অশ্বিমিত্রের রাজত্বকালের অবস্থা যেকপ পূর্বানুপূর্বকপে এর্গন করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত সময় নিন্দপূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কেননা ১০০ বৎসরের অধিক কাল হইলে লোকের অস্তঃকরণে উপাধ্যানভাগ একপ জাগরিত ধার্কিত না। গ্রন্থানির প্রাচীনত্বের অপর একটা

গ্রামণ এই, নামকের রাজধানী বিদিশা নামে
 অভিহিত হইয়াছে, বিদিশা এই নামটা অতি
 আচীন, যেহেতু আধুনিক কোন গ্রন্থেই উক্ত
 নাম দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু গ্রন্থসম্মত যে সকল
 আচার ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া
 যায়, তাহার অতি বিশেষ সমৌঘোগ সহ-
 কারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে গ্রন্থানিকে অধিক
 আচীন বলিয়া বোধ হইতে পারে না, কারণ
 তৎসমূহাম্ব আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের
 প্রতমাবস্থার পরিচায়ক, বিশেষতঃ পদ্মোর
 মাধুর্য, উচ্চ ভাব ও কল্পনার বিরহ দর্শনে এই
 নাটকবাণিয়ে, শকুন্তলা বা বিক্রমোর্বশীপ্রণেতা
 কালিদাসের লেখনীসমূত্ত, সহস্র ব্যক্তিবর্গের
 কথনই এমন বোধ হয় না।

মৃগাক্ষলেখ ।

মৃগাক্ষলেখ—নাটক কামকুপস্তাত্ত্বহিতা
 মৃগাক্ষলেখার সহিত কলিজরাজ কপুরত্তিল-
 কের প্রণয়-সংষ্টটন-ঘটিত উপাধানবর্ণনে পরি-
 সমাপ্ত, চারি অক্ষে বিভক্ত । এই গ্রন্থ ত্রিমল-
 দেবের পুত্র বিশ্বনাথদেবকর্তৃক বিরচিত ।
 ইহাদিগের পূর্ব বাসস্থান গোদাবরীতীরহ
 কোন দেশ । পরে কোন কারণ-বশতঃ ইহারা
 পূর্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে
 পিয়া বাস করেন । বিশ্বনাথ বারাণসীবাস-
 কালেই বিশেষরূপাত্ম উপলক্ষে এই নাটকা
 প্রস্তুত এবং ইহার অভিনয়ও প্রদর্শন করেন ।
 পুস্তকখানি অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়
 না, আদ্যোপাস্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা
 যায়, কি ইচ্ছাকোশল, কি ভাব, কি ঘটনাবলী

সমুদ্রায় বিষর্ষেই রঞ্জাবলী, বিক্রমোর্বলী এবং
মালতীমাধব এই গ্রন্থস্মৰণের অঙ্গকরণমাত্র,
কবির নিজের অধিক মন্তিষ্ঠসঞ্চালনের বিশেষ
পরিচয় পাওয়া যাব না ।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল ।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল--এই নাটকখানি উজ্জ-
মিনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নব-
বঙ্গ সভার সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ মহাকবি কালিদাস-
প্রবীত, সাত অঙ্কে সমাপ্ত । এই নাটক যে,
আধুনিক প্রচলিত নাটকসমূদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব
গ্রাহ করিয়াছে, তাহা সহজের ব্যক্তিমাত্রেই
শীকার করেন । এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে স্পষ্টই
অভীত হয় যে, কালিদাস-কৃত গ্রন্থসকলেরও

প্রধান, এই মাটকের প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত
সমুদায় অংশই সর্বাঙ্গসুস্থ। কালিদাস মহা-
ভারতীয় শকুন্তলার উপাধ্যানভাগমত্র অবলম্বন
করিয়া। এই প্রস্তুত প্রণয়ন করেন, কিন্তু নিজ
অবিভায় কল্পনাশক্তির আশ্রয়ে মহাভারতীয়
উপাধ্যান অপেক্ষা সহস্রগুণে নিজ শকুন্তলাকে
লোকের চিন্তচর্মকারিণী হৃদয়গ্রাহিণী করিয়া-
ছেন। কালিদাস বিজ্ঞমাদিত্যের সময়ে অভি-
জ্ঞানশকুন্তল প্রণয়ন এবং ঠাহারই সত্ত্বার
ইহার অভিনয় প্রদর্শন করেন।

বেণী-সংহার ।

বেণী-সংহার—বীরবৰ্স-প্রধান মাটক, ইহার
মজলাপ্রণালী দৃষ্টে ইহাকে আচীন বলিয়া

বোধ হয়। এই গাহ পাঁচ অঙ্কে বিস্তৃত। ভট্ট-মারায়ণ নামক মহাকবি-গ্রন্থ। কেহ কেহ ভট্টনারায়ণকে শৃঙ্গরাজ বা সিংহ এই উপাধিতে ভূষিত করেন, কিন্তু এটা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ ভট্টনারায়ণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, রাজবংশ বা যোক্তৃজ্ঞাতি-জ্ঞাপক সিংহ উপাধি কখনই তাহাতে সন্তুষ্ট না। কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কারগ্রন্থসমূহে বেণী-সংহার গ্রহের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বেণীসংহার যে, উক্ত গ্রন্থসমূহের পূর্বজ্ঞাত, তৎপক্ষে কাহারও সন্দেহ নাই। কথিত আছে, বঙ্গরাজ আদিশূর কাঞ্চকুজ হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্ট-মারায়ণ তন্মধ্যে একজন, বঙ্গীয় শাশ্বত্য-গোত্রের আদিপুরুষ। তোকে অসুম্ভান করে,

আদিশূর খঃ অঞ্চের তিনশত বৎসর পূর্বে
 প্রাচুর্য ছিলেন, কিন্তু আবুল ফজলের
 নিধিত বঙ্গীয় রাজগণের তালিকা প্রামাণ্যে
 উক্ত সময় ডট্টনাৱায়ণের জীবিতকাল হইতে
 পারে না। কারণ উইল্সন সাহেব বলেন,
 “পূর্বোক্ত তালিকাদুরারে আদিশূর হইতে
 পর্যাপ্তক্ষমে ধাবিংশ রাজা বল্লালসেন খঃ অঞ্চ-
 দশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। মধ্যবর্তী রাজ-
 গণের রাজত্বকাল সর্বসময়ে প্রায় তিনশত
 বৎসর ধরিলে আদিশূরের রাজত্বকাল ন্যায়িক
 বৰ্ম বা দশম শতাব্দীতে হয়, তাহা হইলে
 বেণুসংহারও যে উক্ত সময়ে প্রচীত হইয়াছে,
 তাহা একগুকার স্থির হইল। অহের রচনাদির
 অঙ্গ শনোনিবেশ করিলে বুঝিতে পারা যায়
 যে, এই অস্ত বঙ্গীয় রাজগুরুগের সাহিত্যাদি

রচনার প্রথম কল।” ভট্টমারামণ কলিকাতা-
নিবাসী ঠাকুরবংশেরও আদিপুরুষ ছিলেন।

—————

অনর্ধরাঘব বা মুরারি ।

অনর্ধরাঘব নাটক রামচরিতসন্ধর্ম ও সাত
অকে পরিসমাপ্তি। গ্রন্থানি যে, পুরুষের ম-
যাত্রার উপলক্ষে প্রণীত ও অভিনীত হয়, তাহা
স্মৃত্যুরের প্রস্তাৱনাতেই প্রকাশ আছে। মৌদ্-
গৌলা বংশীয় শ্রীবর্দ্ধমান ভট্টের পুত্র মুরারি ভট্ট
ইহার প্রণেতা। ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, গ্রন্থানি
আচীন নহে। কিন্তু সিঙ্কাস্তকৌমুদী-কার এই
গ্রন্থ হইতে সমাসাদি সম্বন্ধীয় অনেক উদাহরণ
মিল প্রাপ্ত আদর্শন কৱিয়াছেন। সিঙ্কাস্তকৌমুদী
প্রাপ্ত হই শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে, তাহা

হইলেই যুরারিও দ্রুই শত বৎসরের পূর্বে প্রাণীভ
হইয়া থাকিবে । ইহার দ্রুই শত বৎসর পূর্ব-
বর্তিত্বের আরও একটা প্রমাণ এই, রাজা নরসিংহ-
দেবের পুত্র রাজা তৈর বদেবের অসুমতি অমূসারে
শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহার একখানি টীকা প্রস্তুত
করেন, এই নরসিংহদেবই বদি উৎকলের রাজা
নরসিংহদেব হন, তাহা হইলে খৃঃ আরোহণ
শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই
ঐ টীকা প্রস্তুত হয়, নরসিংহদেব খৃঃ ১২৩৬ অব্দে
নারসিংহসনে আরোহণ করেন ।

মহানাটক ।

মহানাটক — এই গ্রন্থানি নাটক নামে
পরিচিত, সাত অঙ্কে সমাপ্ত, কিন্তু ইহাকে ঠিক

নাটকমধ্যে পরিগণিত করা আমাদিগের
বিবেচনাবিকল্প ; যেহেতু ইহার কোম কোন
স্থানে অতি অল্পমাত্র নাটকোপযোগী কথোপ-
কথন লক্ষিত হয়, তত্ত্ব অপর সমুদায় অংশই
পদ্মো রচিত । পৃষ্ঠক পাঠে ইহা জ্ঞাত হওয়া
যায় যে, গ্রন্থখানি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং বহু-
লেখনীসমূহ লেখকেরা অসম্পূর্ণ অংশ সমু-
দায় পূরণার্থ যতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, ততদূর
ক্ষতকার্য হইতে পাবেন নাই । এই গ্রন্থসমূহকে
এইরূপ কিঞ্চনভী আছে যে, মহাবীর হনুমান
এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে
খোদিত করেন, পরে কোন কারণবশতঃ সেই
সকল খোদিত প্রস্তরের কতকাংশ সমুদ্রগর্ভে
নিক্ষিপ্ত হয় । বহুদিবস জলমগ্ন থাকার পর
মাজা বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রে কোন সাহসিক

পুৰুষ অসাধাৰণ বিজৰু একাশপূৰ্বক কোন
অসামাঞ্চ উপায়ে সেই সকল প্ৰজন্ম হইতে
গ্ৰহেৱ কোন কোন অংশ উক্ত কৰেন, এবং
মধুসূদন মিশ্ৰ সেই সকল উক্ত অংশেৱ যোজনা
এবং অপ্রাপ্ত অংশেৱ রচনা কৰিয়া একধাৰি
সম্পূৰ্ণ গ্ৰহ প্ৰণয়ন কৰেন। উইল্সন সাহেব
বিজৰমাদিত্যৱ হৃলে ভোজৱাজ এবং মধুসূদন
মিশ্ৰেৱ হৃলে দামোদৱ মিশ্ৰকে নিৰ্দেশ কৰিয়া
ছেন, কিন্তু একপ ভাৱে কতদুৱ সন্তুত বলিতে
পাৰি না। গ্ৰহেৱ টৌকাকাৰ চতুৰ্শেখৰ বিদ্যা-
লক্ষাব স্পষ্টাকৰে বিজৰমাদিত্যৱ নাম নিৰ্দেশ
কৰিয়াছেন, এবং গ্ৰহেৱ প্ৰতি অক্ষে অক্ষসমাপক
যে এক একটী শ্ৰোক আছে, তাৰাতে মধুসূদন
মিশ্ৰেৱই নাম দেখিতে পাৰিয়া যাই, দামোদৱ
মিশ্ৰেৱ নামেৱ গৰুও নাই, তৰে উইল্সন সাহেব

যে, দামোদরমিশ্রের নাম কেন উল্লেখ করিয়া-
ছেন, তাহার তাৎপর্য আর কিছুই নাই। উইল্-
সন্সাহেব এই গ্রন্থকে ভোজরাজের উপদেশামূ-
সারে অকাশিত বলিয়া যথন স্থির করিয়াছেন.
তখন মধুসূদন মিশ্রের স্থানে দামোদর মিশ্রকে
উপস্থাপিত করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ
হয় না, কারণ, ভোজপ্রবন্ধ নামক গ্রন্থে লিখিত
আছে, দামোদর মিশ্রই ভোজরাজের অতি
প্রিয়পাত্র অতি স্বলেখক ছিলেন, স্বতরাং মহা-
নাটক তাহারই লেখনীসমূত্ত হওয়াই সম্ভবপর,
বিশেষতঃ ভোজপ্রবন্ধে মহানাটকসমূক্ষে এইক্রম
লেখা আছে যে, কোন বণিক নদীকূলস্থ কতক-
গুলি প্রস্তরখণ্ডে কতকগুলি শ্লোক (যাহা
হন্মান বিরচিত বলিয়া পূর্বে উক্ত হইয়াছে)
প্রাপ্ত হইয়া প্রথম দ্রুইটি শ্লোক কাগজে নকল

করিয়া ভোজরাজের সভায় আনয়ন করে, তদন্তে
ভোজরাজ অবশিষ্ট অংশ সমুদায় সংগ্রহ-তৎপর
হইয়া তথায় স্বরং উপস্থিত থাকিয়া অবশিষ্ট
অংশ সকল উক্ত করেন। গ্রহের লিখিত
শোকের মর্ম এবং টাকাকারের মত পরিত্যাগে
গ্রহাস্তরের মত গ্রহণ কর্তৃর সঙ্গত, তাহা সহস্র
পাঠকগণ অস্তুত্ব করিয়া লইবেন। পাঠকগণের
প্রতীতির জন্য এহলে অস্তসমাপক শোকটী
উক্ত করিয়া দেওয়া হইল। যথা :—

এব শ্রীশহনূমতা বিরচিতে শ্রীমন্তহানাটকে
বীরঞ্জ্যুতরামচন্দ্রচরিতে প্রত্যক্ষতে বিজ্ঞমৈঃ ।
মিশ্রশ্রীমধুমনেন কবিনা সমর্ত্য সঙ্গীকৃতে
যাতোহংকঃ প্রথমে বিদেহতনয়ালঃ ভাস্তিধানো মহান् ॥

যাহাই হউক, উক্ত জনকতি হইতে এই
মাত্র অস্তুত হৰ, কতিপয় প্রাচীন গ্রহের অংশ

ମୁଦ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକାରେ ଯୋଜିତ ହିଁଥା ମହାନାଟକ
ଅହଥାନି ମନ୍ତ୍ରିତ ହିଁଥା ଥାକିବେ ।

ସାରଦାତିଲକ ।

ସାରଦାତିଲକ—ଭାରତୀୟ, ଏକ ଅଙ୍ଗେ
ଆବକ୍ଷ । ଭାବା ଦୃଷ୍ଟି ବୋଧ ହୁଏ, ଗ୍ରହଥାନି
ଆଧୁନିକ, ଧ୍ୱନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରେ ବିରଚିତ ।
ଯେହେତୁ ଗ୍ରହମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକର ବିଶେଷ
ଉଲ୍ଲେଖ ଆଛେ, ଏହି ହୁଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅତି ଆଧୁ-
ନିକ । ଶକ୍ତରନାମକ କୋନ କବି ଇହାର ଅଣେତା,
(ଶକ୍ତରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନହେନ) ବୋଧ ହୁଏ ଶାଙ୍କର-ପକ୍ଷତି-
ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶକ୍ତର କବିଇ ଏହି ଗ୍ରହ ପ୍ରଗମନ କରେନ ।
ଏହେ ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବାରାଣସୀ ଶକ୍ତରର ବାସଥାନ ଛିଲ,
ଏବଂ ଇହାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିନୟଥାନ କୋଲାହଳପୁର,

কোলাহলপুর যে কোথায়, তাহার নির্ণয় হয়ে
না, বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কোলা-
পুরই কোলাহলপুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়।
থাকিবে, অথবা উহা কালনিক মাত্র ।

যথাতিচরিত ।

যথাতিচরিত—যথাতি রাজাৰ চৱিতৰ্ণলে
পরিপূৰ্ণ, সাত অক্ষে পৰিসমাপ্ত । কুজদেব এই
গ্রহ প্রণয়ন কৰেন। (শৃঙ্গারতিলকৰচয়িতা কুজ-
ড়ষ্ট নহেন) কোন স্থানে যে, ইহার প্রথমাতি-
নৰ অদৰ্শিত হয়, তাহার হিঁড়তা নাই । কুব-
লয়ানন্দ গ্রন্থকৰ্ত্তা আপ্যায়নীক্ষিত নিজগ্রহেৰ
উদাহৰণ সংগ্ৰহস্থলে কুজদেব নামক জনকে
রাজাৰ বদান্যতাৰ তুষসী অশংসা কৰিয়া

গিয়াছেন, আপ্যায়নীক্ষিত বিজয়নগৱেৱ রাজা
কুষ্মদেবেৱ রাজত্বকালে (১৫২৬ খঃ অক্ষে) প্ৰাচুৰ্ভূত ছিলেন। বোধ হয়, আপ্যায়নীক্ষিত
তৈলঙ্গদেশাধিগতি প্ৰতাপকুদ্রদেবকেই কুদ্র-
দেব নামে অভিহিত কৱিয়া থাকিবেন।
প্ৰতাপকুদ্র ১৪০০ খঃ অক্ষেৰ প্ৰাৰম্ভে তৈলঙ্গ
দেশে রাজনিৎহাসনে অধিৰূপ ছিলেন, কিন্তু
খঃ অযোদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে বাক্যা-
বলীপ্ৰণেতা কুদ্রনামধাৰী একজন প্ৰসিদ্ধ কবিও
বৰ্তমান ছিলেন। যদাতিচৰিত যে, কোন
কুদ্রেৱ প্ৰণীত, তাহা ঠিক নিৰ্গম কৱা বড়
সহজ ব্যাপার নহে। অলঙ্কাৰাদি কোন গ্ৰন্থেই
যদাতিচৰিতেৱ নামোল্লেখ পৰ্যন্ত দেখিতে
পাৰিবা যায় না। উইল্সন সাহেব বলেন,
“এই গ্ৰন্থেৱ একথণ মাত্ৰ পাঞ্চলিপি পাৰিবা

গিয়াছিল, কিন্তু তাহা এত অশুভ যে, কিছুই
বুঝিতে পারা যায় না ।”

দৃতাঙ্গদ ।

দৃতাঙ্গদ—বালিপুত্র অঙ্গদের দোত্যকার্য
বর্ণনে পরিসমাপ্ত, চারিটি গর্ভাঙ্কে আবক্ষ । গ্রহ-
ধানি অতি শ্বলকলেবর, বোধ হয় নাটকো-
লিখিত রামরাবণের যুক্ত এবং বিজয়ী রামের
আগমন বিষয়ক কোন দৃশ্য প্রদর্শনের পূর্বলেখ্য-
কল্পে লিখিত হইয়া থাকিবে । এইক্রমে রচনাকে
ছায়ানাটক বলে । কথিত আছে যে, ত্রিভুবন
পালদেবের আজ্ঞামুসারে কুমার পালদেবের
ধাত্রার উপলক্ষে স্বত্ত্বট-কবিকর্ত্তক এই গ্রহধানি
লিখিত হইয়াছিল ।

ধনঞ্জয়বিজয় ।

ধনঞ্জয়বিজয়—মহাভারতীয় বিরাটপর্ব
হইতে গৃহীত, এক অক্ষে সমাপ্ত । গ্রন্থখানি
বায়োগজাতীয় । সোগশাস্ত্রাধ্যাপক নারায়ণ-
দেবের পুত্র কাঞ্চনচার্য ইহার প্রণেতা, গদা-
ধর মিশ্র এবং অপরাধের ব্যক্তিবর্গের প্রমো-
দ্দার্থ জগদেবের আদেশামূলসারে ইহার অভিনয়
প্রদর্শিত হয় । কোন পুস্তকে জগদেবের পরি-
ষর্ক্তে জয়দেবের নাম উল্লেখ দেখা যায় । থঃ
কান্দশ প্রতাক্ষীতে জয়দেব নামক রাজা কান্ত-
কুজ্জের সিংহাসনে অধিকাঢ় ছিলেন, কিন্তু ইনিই
যে, গ্রন্থলিখিত জয়দেব কি না, তৎপক্ষে কোন
বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না । উক্ত গদাধর
একজন অতি শুলেখক ছিলেন, বোধ হয়
ইনি বঙ্গীয় সুবিধ্যাত মৈয়ামিক গদাধর না

হইতে পারেন, তাহা হইলে মিশ্র উপাধি হইত
না, যেহেতু তাহার ডট্টাচার্য এই উপাধি
ছিল ।

প্রচণ্ড-পাণ্ডব ।

প্রচণ্ড-পাণ্ডব—মহাভারতীয় কথায় সম্ভব,
দ্রুই অঙ্কে পরিসমাপ্ত, নাটকাজাতীয় । ইহার
অপর নাম বালভারত । ইহার প্রথমাঙ্কে
দ্রৌপদীর বিবাহ, দ্বিতীয়াঙ্কে পাশাকুৰীভাস
যুধিষ্ঠিরের সর্বস্বনাশ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি-
জনিত অগমান এবং পাণ্ডবদিগের বনবাস
বর্ণিত আছে । গ্রন্থের উপক্রমণিকাতেই প্রচ-
কারের একপ্রকার সামান্য পরিচয় পাওয়া
যায় । বিজ্ঞানভজ্ঞিকাকর্তা রাজশেখরকৃত্তক

এই গ্রন্থ অণীত হয়। রাজশেখের একজন
প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া বিখ্যাত, এমন কি লোকে
তৎকালৈ বাঙ্গীকি, ভর্তৃহরি ও ভবভূতির সহিত
ইহাকে একাসনে স্থাপিত করিতে কুণ্ঠিত
হইত না। গ্রন্থকার মহামাত্যের পুত্র এবং
রযুবংশীয় রাজা মহেন্দ্রপালের শিক্ষক বলিয়া
বিখ্যাত। মহীপালের (বোধ হয়, মহেন্দ্রপাল
বা তাহার পিতার) আদেশানুসারেই ইহার
প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয়। মহীপালসম্বন্ধে
এইক্লপ বর্ণিত আছে যে, ইনি আর্য্যাবর্ত বা
মধ্য ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন, এবং নিজ
বাহ্যবলে বিস্তর দেশ জয় করিয়া নিজ আধি-
পত্য বিস্তার করেন। মহীপাল নির্ভুল নরে-
ন্দ্রের পুত্র। স্তন্ধার নিজ প্রস্তাবনাম
সভ্যগণকে মহোদয়নগরীয় বিদ্জন বলিয়া

সম্মোধন করাতে অনেকে মনে অমূল্যান করেন, বর্তমান উদয়পুরেই ইহার প্রথমাভিনয় অদৃশ্য হয় ; কিন্তু তাহা কতদুর সম্ভব হইতে পারে, বলিতে পারি না, কারণ, উদয়পুর অতি আধুনিক নগর, বোধ হয়, খৃঃ ৰোড়শ শতাব্দীর পূর্বে স্থাপিত না হইয়া থাকিবে, কিন্তু কাব্যপ্রকাশ এবং অপরাপর কতিপয় অলঙ্কারগ্রহে যথন এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথন ইহার রচনা অবশ্যই কাব্যপ্রকাশদির পূর্বে হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই উদয়পুরে ইহার প্রথমাভিনয় অদর্শন কিন্তু সম্ভবিতে পারে ? যেহেতু কাব্যপ্রকাশ রচিত হইবার সময়ে উদয়পুর নগরের পতনই হয় নাই ।

କର୍ପୁରମଞ୍ଜରୀ ।

କର୍ପୁରମଞ୍ଜରୀ—ଏଥାନି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର
ବିରଚିତ, ସଟ୍ଟକଜାତୀୟ, ଚାରି ଅଙ୍କେ ପରି-
ମାପ, ରାଜଶେଖରେର ଲେଖନୀସମ୍ମୂତ । ଅଗ୍ର କୋନ
ଗ୍ରହେଇ ଇହାର ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନା,
କେବଳ ସାହିତ୍ୟଦର୍ପଣକାର ସଟ୍ଟକଜାତୀୟ ଉପ-
କପକେର ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଇହାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ
କରିଯାଛେ । ଗ୍ରହେର ସ୍ଥାନବିଶେଷେ ଗ୍ରହକାର ସ୍ତ୍ରୀର
ଭାର୍ଯ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନେ ଆପନାକେ ଚୌହନ୍ୟଂଶୀୟ ବଲିଯା
ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଛେ ।

ବାଲରାମାୟଣ ।

ବାଲରାମାୟଣ—ଏହି ଗ୍ରହଧାନିଓ ରାଜଶେଖ-
ରେର ରଚିତ ବଲିଯା ପରିଚିତ, ଇହାର ବିଶେଷ

বিবরণ গ্রহাভাবে প্রদর্শিত হইল না, শুক্র
সাহিত্যদর্পণে ইহার নামমাত্র দেখিতে পাওয়া
যায়। উইল্সন সাহেব বলেন, রাজশেখর কোন
রঞ্জপৃত রাজাৰ মন্ত্রী ছিলেন। সেই রাজা
থঃ একাদশ শতাব্দীৰ শেষে বা দ্বাদশ শতা-
ব্দীৰ প্রারম্ভে মধ্যভাৱতবৰ্ষে রাজত্ব কৰিয়া
থাকিবেন।

বিদ্বশালভঞ্জিকা ।

বিদ্বশালভঞ্জিকা—গ্রহণানি চারি অংকে
সমাপ্ত, রাজশেখরপ্রণীত। ভাষা, গ্রহলিখিত
ব্যবহার ও পরিচ্ছদাদিৰ প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত
কৰিলে গ্রহখানিকে অধিক প্রাচীন বলিয়া
বোধ হয় না। থঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত

শাস্ত্রের পক্ষতি নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ
দেখিতে পাওয়া যাব, স্বতরাং ইহা যে,
শাস্ত্রের পক্ষতির পূর্বপ্রচারিত, তাহাতে আর
কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।
গ্রন্থের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার মহেন্দ্রপাল রাজাৰ
শিক্ষাশুরু বলিয়া পরিচিত আছেন, কিন্তু উক্ত
নামধারী রাজা যে, কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে
রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় নির্ণয়
করিতে পারা যাব না। যাহাই হউক, দক্ষিণ
ও পশ্চিমদেশীয়দিগের গার্হস্থ্য, রাজকীয় ও
সামাজিক আচার ব্যবহারের সহিত গ্রন্থকার
থেকে পরিচিত, তাহাতে তাহাকে নর্মদা-
কুলহ কোন জনপদ-বাসী বলিয়াই স্পষ্ট
অনুচ্ছৃত হয়।

বিদ্বন্মাধব ।

বিদ্বন্মাধব—ভাগবতবর্ণিত রাধাকৃষ্ণন
প্রেমবিষয়ক বর্ণনে পর্যাপ্ত, সাত অঙ্কে পরি-
সমাপ্ত । ইহা একপ্রকার জয়দেবের গানগুলি
মাটকাকারে লিখিত । গ্রন্থখানি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে
বিভক্ত, বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মকৃত কৃষ্ণলীলার
সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই বিভিন্ন ভাগে
লিখিত হইয়া থাকিবে । গ্রন্থখানিতে ক্রীলোকের
উক্তি প্রত্যক্তি অধিক পরিমাণে থাকা প্রযুক্ত
গোকৃত ভাষার আধিক্য লক্ষিত হয় । এই গ্রন্থ
রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কথায় পর্যাবসিত এবং চৈতন্য-
দেবের প্রধান শিষ্য বৈষ্ণবধর্মের প্রথম প্রচা-
রক ও শিক্ষক ক্লপগোস্থামীর প্রণীত বলিয়া
বৈক্ষণেশ্বরদায়ের অতি আদরের বস্তু । পুস্তকে
অক্ষকারের নাম উল্লেখ নাই, স্মরণার নিজেই

গ্রন্থকার সাজিয়াছে। বৈষ্ণবদিগের পরম্পরাগত
প্রবাদ এবং টীকাকার দ্বারা সপ্রমাণীকৃত হই-
যাছে, গ্রন্থানি কল্পগোস্বামীর রচিত। আরও
প্রমাণ এই, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থরচনার
কাল ১৫৮৯ সন্ধৎ (খঃ ১৫৩৩) লিখিত আছে,
কল্পগোস্বামীও ঐ সময়ে প্রাচুর্য্যত হন।

—————

অভিরামমণি ।

অভিরামমণি—রামচরিতবর্ণনে লিখিত,
সাত অংকে সমাপ্ত। গ্রন্থানির বিবরণ বীর-
চরিত ও মুবারি এই দুই গ্রন্থের অনুকরণে
লিখিত। এবং উক্ত নাটকদ্বয়ের ত্বায় পুরো-
ক্ষমযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথক্ষেত্রে প্রথমাভি-
নীত। কথিত আছে, সুন্দর মিশ্র এই গ্রন্থের

প্রণেতা । উইল্সন সাহেব বলেন, তিনি বে
ছইধানি পাঞ্জলিপি দেখেন, তামধ্যে এক
খানিতে ১৫২১ শাক (খৃঃ ১৫৭) গ্রহচন্দ্রের
কাল লিখিত আছে ।

প্রচ্যন্নবিজয় ।

প্রচ্যন্নবিজয়—ইহার উপাখ্যানভাগ মহা-
ভারতীয় হরিবংশ হইতে গৃহীত, সাত অঙ্কে
সম্পূর্ণ । হংস ও হংসীর দ্বারা দৈত্যরাজ বজ্র-
নাভের দুহিতা প্রভাবতী এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র
প্রচ্যন্ন, পরম্পরের প্রেমাস্তি, গোপনে বিবাহ,
নারদমুখে এতৎ সমাচারপ্রাপ্তে বজ্রনাভকর্তৃক
প্রচ্যন্নের বিপদ, পরে কৃষ্ণবলরামের সাহায্যে
প্রচ্যন্নের মৃত্যি, দৈত্যরাজের আগসৎহার ইত্যাদি

ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମକାମେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଇରାହେ ।
 ରଚନାତେ ଲେଖକେର କଳନାଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପରି-
 ଅମେରଇ ପରିଚୟ ଅଧିକ ପାଇଁଯାଇ । ଲେଖକ
 ଅତି ଜ୍ଞାପଣିତ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କବି ନହେନ ।
 ଧୁନ୍ଦିରାଜେର ପୌତ୍ର, ବାଲକଳ୍ପ ଦୀକ୍ଷିତେର ପୁତ୍ର
 ଶକ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ଗ୍ରହେର ପ୍ରଗେତା ବଲିଯା ଉଲ୍ଲିଖିତ
 ଆହେ । ଅଷ୍ଟାଦଶ ସନ୍ତତେର ଯଧ୍ୟଭାଗେ ଏହି ଗ୍ରହ
 ରଚିତ ଏବଂ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡେର ବିଦ୍ୟାତ ରାଜ୍ୟ ଛତ୍ର-
 ଲାଲେର ପୌତ୍ର ହଦୟ ସିଂହେର ପୁତ୍ର ସଭା ସିଂହେର
 ରାଜ୍ୟାଭିଷେକସମସ୍ତେ ଅଭିନୀତ ହୟ ।

ଆଦାମଚରିତ ।

ଆଦାମଚରିତ—ଇହାର ଉପାଧ୍ୟାନଭାଗ, ଆମ-
 ଭାଗବତେର ଦଶମଙ୍କଳ ହିତେ ଗୃହୀତ, ପାଇଁ ଅକ୍ଷେ

সমাপ্ত । গ্রন্থখানিতে কুস্তিঘীহরণের অধিকাংশ ছাপা লক্ষিত হয়, কুস্তিঘীহরণে প্রেরিত দরিদ্র ব্রাহ্মণের যেরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, শ্রীদামচরিতেও শ্রীদামের অবস্থাও প্রায় তত্ত্বপে বর্ণিত হইয়াছে । গ্রন্থখানি আধুনিক, ইহাতে কলনা অপেক্ষা বর্ণনার ভাগই অধিক, কিন্তু সেই সকল রচনার মাধুর্য আছে । বুন্দেলখণ্ডের সামান্য রাজা আনন্দরায়ের কৌতুহলে শহা-রাজীব ব্রাহ্মণ নরহরি দীক্ষিতের পুত্র সামরাজ্য দীক্ষিতকর্ত্তক এই গ্রন্থ রচিত হয়, কিন্তু কোন্ সম্বন্ধে যে রচিত হইয়াছে, তা হার কাল নির্ণয় নাই । উইল্সন সাহেব বলেন, দীক্ষিতপরিবারের অদ্যাপি কাব্যনাটকে বিশেষ অনুরক্ত, তাহাদিগের বংশসন্তুত লালাদীক্ষিতের নিকট তিনি বিশেষ ঋণী, যেহেতু তিনি হিন্দুথিয়েটার

লিখিবাৰ সময় লাজাৰ নিকট হইতে অনেক
সাহায্য প্ৰাপ্ত হন ।

ধূৰ্ভূনৰ্তক ।

ধূৰ্ভূনৰ্তক—বিষ্ণুসবে অভিনয় জন্ম সাম-
ৰাজ দীক্ষিতপ্ৰণীত, এক অক্ষ বা দুই; সক্ষিতে
সমাপ্ত । শৈব ঘোগীদিগকে উপহাস কৰাই
গ্ৰহেৰ উদ্দেশ্য । এই গ্ৰহখানিও শ্ৰীদামচৱি-
তেৱ সমসাময়িক, এবং ইহাতেও শ্ৰীদামচৱি-
তেৱ স্থায় কলনা বা উচ্চভাৱ অতি অঞ্চ । কিন্তু
একুপ রচনা যে, বহু পৱিত্ৰমসাধ্য, তৎপক্ষে
কিছু মাত্ৰ সন্দেহ নাই । গ্ৰহখানিৰ প্ৰধান গুণ
এই, এই জাতীয় গ্ৰহস্থুলভ অঞ্চলতা দোৰ
ইহাতে কিছুই লক্ষিত হয় না ।

মধুরানিরক্ত ।

মধুরানিরক্ত—বাণরাজার ছহিতা উষার
সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরক্তের শুশ্র প্রেম-
বিষয়ক বর্ণনে পর্যাপ্ত, আট অঙ্কে সমাপ্ত ।
গোপীনাথের পুত্র চন্দ্রশেখর ইহার গ্রন্থকর্তা ।
গোপীনাথ সাহিত্যাদির একজন প্রসিদ্ধ উৎ-
সাহস্রাতা এবং ম্লেচ্ছদিগের অতিশয় দ্বেষ্টা
ছিলেন । কথিত আছে, তিনি ধৃঃ সংস্কৃত
শতাব্দীতে প্রাহৃত্ত হন । এবং বুদ্ধেশথগুর
রাজা বীরকেশরীকে ম্লেচ্ছজয়ের নিমিত্ত সর্বদা
উত্তেজনা করিতেন । গ্রন্থকার অতি শৈব
ছিলেন, এবং শিবের কোন উৎসবোপলক্ষে
ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয় ।

ଧୂର୍ତ୍ତସମାଗମ ।

ଧୂର୍ତ୍ତସମାଗମ—ଏହି ଗ୍ରହ ଅତି ଛଞ୍ଚାପା, ଉଇଲ୍ସନ ସାହେବ ବଲେନ, “ଇହାର ଏକଥାନିମାତ୍ର ପାଞ୍ଚୁଲିପି ପାଞ୍ଚା ଗିର୍ରାଛିଲ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଆଦି ବା ଅନ୍ତଭାଗ ଏକପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ତାହାତେ କୋନ କ୍ରମେଇ ଗୃହକାରେର ନାମ ପରିଜ୍ଞାତ ହେଉଥା ସାବ୍ଦ ନା । ପୁଣ୍ଯକଥାନି ନିତାନ୍ତ ନୀରସ ନହେ । ଏକଟି ବାରାଙ୍ଗନାର ସ୍ଵଭାଧିକାନ୍ତ-ବିଷୟକ ବର୍ଣନାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ।”

କଂସବଧ ।

କଂସବଧ—ଇହାର ଉପାଧ୍ୟାନ ଶ୍ରୀମନ୍ତାଗବତେର ଦଶମଙ୍କଲୀୟ କ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ବାଲ୍ୟଲୀଲା-ବିଷୟକ ବର୍ଣନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏମନ କି ଉତ୍ତର ସ୍ଵର୍ଗ କେବଳ କଥୋପକଥନ-

ছলে একপ্রকার সজ্জিত বলিলেও বলিতে পারা যাব। গ্রন্থের বর্ণনা অতি চমৎকার, কিন্তু দীর্ঘ সক্ষি ও দীর্ঘ সমাপ্ত ইহার আধুনিকত্ব পক্ষে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার অভ্যন্তরভাগ হইতে যে ষৎকিঞ্চিং আভাস পাওয়া যাব, তাহাতে বোধ হয়, বৃসিংহের পুত্র কৃষ্ণ কবি ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকারের অপর নাম শেষ কৃষ্ণ পঙ্কিত। শেষ শব্দ-ধারা অমুমান হয়, ইনি মহারাজায়। কিন্তু কৃষ্ণ কবির পরিবর্তে যদি কৃষ্ণ পঙ্কিত ধরা যাব, তাহা হইলে ঐ নামে যে, একজন বারাণসী-মতের প্রসিদ্ধ বৈমাকবণ ছিলেন, তাহাকেই সন্দেশ দেয়, ইনি প্রক্রিয়াকৌমুদীর বিদ্যাত টোকাকার। অয়স্তনামক একজন ইঁহার শিষ্য তত্ত্বচন্দ্র নামে উক্ত গ্রন্থের একথানি সংক্ষিপ্তি ১৬৩১ খঃ

অক্ষে রচনা করেন । গ্রন্থকারের সাহায্য দাতা এবং অভিনয়সভার সভাপতি টোড়রেব পুত্র গোবিন্দনধারী, ইনি টঙ্গনবংশের অলঙ্কার-স্কল্প ও গিরিধারী নাথের ধর্মশিষ্য বলিয়া বিখ্যাত । গিরিধারী নাথ বনভৈর পৌত্র গোকুলস্থ গোস্বামি-বংশের সংস্থাতা, বনভ শৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচুর্য্যত ছিলেন । টোড়ব বোধ হয় আকৃবরের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী টোড়রমলই হইবেন । বিশেখরের কোন যাত্রা উপলক্ষে বারাণসীতে ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয় । এই নাটকখানি দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই জ্যন্তের গুরুক কুরুপদ্ধিত যে, বনভাচার্য্যের পৌত্র এবং টোড়রের সমকালীন হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে ।

হাস্যার্গ ।

হাস্যার্গ—হাস্যরসপ্রধান, হই অঙ্কে সমাপ্ত,
 ধোগিবেশধারী ব্রাহ্মণগণের লাম্পট্যদোষ, পাপ-
 কর্ষ্ণে রাজগণের উৎসাহ, মন্ত্রবর্গের প্রকার্যে
 অপারগত্ব, বৈদ্য এবং জ্যোতির্বিদদিগের মুর্খতা
 এই সকল বিষয়কে উপহাস করাই গ্রন্থের
 প্রধান উদ্দেশ্য । গ্রন্থখানি আদাস্ত পাঠ করিলে
 শক্তির কতকটা আভাস পাওয়া যায় । জগ-
 নীশনামক কোন পশ্চিত এই গ্রন্থ রচনা করেন,
 এবং বসন্তোৎসবোপলক্ষ্যে প্রথম অভিনীত হয়,
 কিন্তু কোন সময়ে কোথায় অভিনীত হয়,
 তাহার কোন নির্দর্শন পাওয়া যায় না ।

কৌতুকসর্বস্ব ।

কৌতুকসর্বস্ব — গ্রন্থখানি প্রহসনজাতীয়,
 হই অক্ষে সম্বন্ধ, হাস্যরসোদ্দীপক । বিলাসী,
 অলস ও আঙ্গণব্রূষী নৃপতিদিগের সহপদেশ
 দেওয়াই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য । এই গ্রন্থ-
 খানি অন্যান্য প্রহসন অপেক্ষা রসপূর্ণ, অধিচ
 অংশীলদোষশূণ্য । কথিত আছে, গোপীনাথনামক
 কোন পণ্ডিত ইহার প্রণেতা, কিন্তু কোন
 সময়ে যে, ইহা প্রণীত হয়, তাহা বলা যায় না,
 বোধ হয় অবিক প্রাচীন না হইতে পারে, কারণ,
 লিখিত আছে, শারদীয় হৃগ্রীষি পূজার উপলক্ষে
 অভিনয় করণাভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ লিখিত হয় ।
 হৃগ্রীষি পূজা কেবল এই বঙ্গদেশেই হইয়া থাকে,
 তাহাও অধিক দিবস নহে ।

চিত্রযজ্ঞ ।

চিত্রযজ্ঞ—এই গ্রন্থখানি দক্ষযজ্ঞবিদ্যার উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত । ইহার সহিত ইটালীয় থিরেটেবৰ কংগিডিয়া এ সোগেটো আতীয় নাট্যাভিনয়ের কতক সামৃদ্ধ আছে, এই নাটকের কথোপকথন অসম্পূর্ণ, কিন্তু সেই অসম্পূর্ণতা আশ্চর্য কৌশলে রক্ষিত হৈ, অভিনেত্রগণ অভিনয়সময়ে সকল অসম্পূর্ণ অংশ পূরণ করিয়া সম্ব, কোন কোন স্থানে বা কিছুমাত্র কথোপকথন নাই, কেবল আভিনয়িক সঙ্কেত থাকে । রঞ্জতুমিতে ধৰ্মক্রিয়ার অমুর্ধান নিষিক হইলেও এই গ্রন্থে আহুতি প্রদান, মন্ত্রাচ্চারণ প্রভৃতি সমুদায় যজ্ঞাদি প্রদর্শিত হইয়াছে । নববৰ্ষীপনিবাসী পঞ্চিত বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ইহার প্রণেতা । প্রাপ্ত

৬০।৭০ বৎসৰ গত হইল, নবদ্বীপেৱ রাজ্ব।
 কৃষ্ণচন্দ্ৰেৱ পৌত্ৰ ইশ্বৰচন্দ্ৰ বাহাদুৱেৱ অনু-
 মতিতে গোবিন্দজীৱ উৎসব উপলক্ষে এই গ্ৰন্থ
 প্ৰণীত হয়। আধুনিক বঙ্গবাসী আৰ্য্যজাতিৰ
 নাটকাদি লিখনেৱ প্ৰথম চেষ্টাৰ ফল বলিয়া
 ইহা অবগুহ্য আমাদিগেৱ আদৰেৱ বস্তু। বঙ্গ-
 ভাষায় যে সকল যাত্ৰা প্ৰচলিত আছে, তৎ-
 সমূদায় কতকাংশে চিত্ৰবজ্জৈৱ অনুৱাপ, কিন্তু
 ধাত্রাৰ রচনাতে তত পাণ্ডিত্য নাই। উইল্সন
 সাহেবেৱ মতে ইটালীয়দিগেৱ ইস্পোভিস্টা
 কমিডিয়া নাট্যাভিনয়েৱ সহিত বৰ্তমান যাত্রা
 সকলেৱ অনেক সাদৃশ্য আছে।

নাগানন্দ ।

নাগানন্দ—এখানি নাটকজাতীয়, দয়াঙ্গ-
চিত্ত জীবন্তবাহনের উপাধ্যানে সম্বন্ধ, পাঁচ
অঙ্কে সমাপ্ত । স্তুতিধারের প্রথম প্রস্তাবে জানা
ধার, হর্ষদেব ইহার প্রণেতা ! কেহ কেহ
বলেন, হর্ষদেবের এত অধিক পাণ্ডিত্য ছিল
না যে, তিনি গ্রন্থকারের মধ্যে গণ্য হন,
তবে তাহার অনুগত অতি দরিদ্র ধাবকনামক
কোন কবি রাত্নাবলী ও নাগানন্দ এই দুইখানি
দৃঢ়কাব্য রচনা করিয়া অর্থলোভে প্রস্তুত
প্রস্তাবনায় হর্ষদেবকেই গ্রন্থকারের আসন
প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাস
রাজ্ঞির জীবনে হর্ষদেব একজন প্রসিদ্ধ কবি
বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । যাহাই হউক, উক্ত
উভয় প্রস্তুত যে, এক কবির প্রণীত, তদ্বিষয়ে

অগুমাত্র সন্দেহ নাই । আৱ আট শত বৎসৱ
গত হইল, এই গ্রন্থ প্ৰণীত হইয়াছে ।

চণ্ডকৌশিক ।

চণ্ডকৌশিক — এই নাটক স্মৰ্যবংশীয় রাজা
হৰিশচন্দ্ৰের উপাধ্যানগ্রথিত, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত,
আৰ্যা ক্ষেমীশ্বরপ্ৰণীত, ক্ষত্ৰিয় বংশাবতৎস
কাৰ্ত্তিকেয় নৱপতিৰ সভায় অথমাভিনীত ।
বিশেষ বিবেচনা কৰিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে
মুজুৱাক্ষসেৱ উপৱিতন, উভুৱুৱামচৱিতেৱ অধ-
স্তন এবং বেণীসংহার ও নাগানন্দেৱ তুল্য আসন
প্ৰদান কৰা যাইতে পাৱে । মুচ্ছকটিক, মালতী-
মাধব, রঞ্জনবলী প্ৰভৃতি প্ৰচলিত নাটক নাটিকাৱ
ক্ষাম ইহাতে শূঁশাৱ রসেৱ বাহুল্য না থাকাতে

কঙ্গরসের আধিক্য থাকাতে গ্রন্থানি স্বরূপার-
মতি বালকগণের বিশেষ পাঠ্যপথেগী । আর্য
ক্ষেমীশ্বর যে, কোন্ সময়ে কোন্ দেশে জন্ম পরি-
গ্রহ করেন, তাহার নির্ণয় করা স্বদূরপরাহত ।
তবে এই পর্যাপ্ত অনুমিত হয় যে, গ্রন্থানি
অত্যন্ত প্রাচীন অথবা অত্যন্ত আধুনিক না
হইতে পারে । যদি অতি প্রাচীন হইত, তাহা
হইলে দশক্রম, কাব্যপ্রকাশপ্রভৃতি প্রাচীন অল-
কারগ্রন্থে ইহার নামোন্নেথ থাকিত, আর যদি
অত্যন্ত আধুনিক হইত, তাহা হইলে ষোড়শ
সংস্কৃতে অণীত সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছদের
নাটকলক্ষণ-নিক্রমণে ইহার নাম নির্দেশ থাকিত
না । বোধ হয়, গ্রন্থানি চার শত বৎসর পূর্বে
অণীত হইয়া থাকিবে ।

ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ ।

ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବାଲ୍ୟ-
କ୍ରୀଡ଼ାବର୍ଣ୍ଣମେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପାଁଚ ଅକ୍ଷେ ପରିସମାପ୍ତ ।
ପ୍ରତାପକୁଞ୍ଜଦେବେର ଅନୁଜ୍ଞାନୁମାରେ ଭବାନନ୍ଦ
ରାୟେର ପୁତ୍ର ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଏହି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଗତନ
କରେନ । ଶ୍ରୀଗୁଣାନ୍ତିର ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ନହେ, ବୋଧ
ହୟ, ଚାରି ଶତ ବ୍ୟସରେ ଅନଧିକ କାଳମଧ୍ୟେ
ରଚିତ ହଇଯା ଥାକିବେ । ଶ୍ରୀଗୁଣାନ୍ତିର ପଦ୍ୟଗୁଣିର
ଅଧିକାଂଶହି ଜୟଦେବପ୍ରଣୀତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦେର ଅନୁ-
କ୍ରତିତେ ଲିଖିତ ।

ଦାନକେଲିକୋମୁଦୀ ।

ଦାନକେଲିକୋମୁଦୀ—ଇହା ଭାଗିକାଜାତୀୟ
ଏକାକେ ସମାପ୍ତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଲୀଲାର ଶ୍ଵରସଂବାଦ

অবস্থনে লিখিত । গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম
উল্লেখ নাই, কিন্তু টাকাকার ক্লপগোস্মামী-
কেই গ্রন্থকারের আসন প্রদান করিয়াছেন ।
গ্রন্থের সর্বশেষভাগে যে, একটী শ্লোক আছে,
তাহাতে গ্রন্থ প্রণয়নের কাল ১৪৭১ শক
(১৫৪৯ খ্রঃ অব্দ) লিখিত আছে ।

কৃষ্ণভক্তি ।

কৃষ্ণভক্তি—এক অক্ষে পরিসমাপ্ত । শৈব,
বৈষ্ণব, শাক্তি, তার্কিক, বেদান্তী, শৈমাংসক-
প্রভৃতি নানাবিধ ব্যক্তির পরপর বিবাদ ঘূরা
কৃষ্ণভক্তি প্রকটিত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য,
কোন উপাধ্যান বিশেষ অবস্থনে গ্রন্থানি
লিখিত হয় নাই । গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । গ্রন্থের রচনা
দ্রষ্টে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু
কোন্ সময়ে যে রচিত, তাহারও নির্ণয় হওয়া
অতি স্বীকৃতিন । গ্রন্থকার ইহাকে নাটক নামে
উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে সামান্য
গদা-ভিন্ন, নাটকের অন্য কোন লক্ষণই ইহাতে
লক্ষিত হয় না, রচনাপ্রণালী কতকটা মহা-
নাটকের অনুকরণে লিখিত ।

সংকল্প সূর্যোদয় ।

সংকল্প সূর্যোদয়—দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত ।
আমাদিগের অবলম্বিত প্রস্তুকথানির প্রস্তাবনা
অংশটা না ধাকাতে কোন্ রাজাৰ রাজস্বকালে
প্রস্তাবনি লিখিত, তাহার কিছুমাত্র অবগত

হইতে পারা গেল না, হৰ্ডাগ্য বশতঃ একখানি
ভিন্ন গ্রহণ বহু অমুসকানে প্রাপ্ত হওয়া গেল
না । যাহাই হউক, গ্রহখানি প্রবোধ চন্দ্ৰ-
দণ্ডের অমুকরণে লিখিত, উপাখ্যান ভাগও প্রায়
তদনুরূপ । দাক্ষিণ্য বেক্টনাথ ইহার
প্রণেতা ।

প্রবোধচন্দ্ৰোদয় ।

প্রবোধচন্দ্ৰোদয়—শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের লেখনী-
সমূত, ছয় অক্ষে সমাপ্ত । এই গ্রহসংকে
এইক্রম কিষ্মদস্তী আছে, রাজা যুধিষ্ঠির কুকুৰশ
ধৰ্মস করিব্বা যথন জাতিবধজনিত মনস্তাপে
অতিশয় নির্বেদ প্রকাশ কৰেন, সেই সময়ে
তাহার চিত্তবিনোদনের অন্তর্ভুক্ত এই গ্রহখানি

লিখিত ও অভিনীত হয়। যদি এই কিঞ্চিদস্তু স্থার্থ হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আচীন নাটক আর দ্বিতীয় নাই, যাহাই হউক, উক্ত গ্রন্থসমূক্ষে ঐ কিঞ্চিদস্তু ভিন্ন অন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্বারা গ্রন্থপ্রণয়নের কাল নিকপণ করা যাইতে পারে।

প্রসন্নরাধব।

প্রসন্নরাধব—রামচরিত অবলম্বনে লিখিত, সাত অক্ষে সমাপ্ত। স্তুতধারের কথা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, জয়দেব ইহার প্রণেতা, কিন্তু ইনি যে গীতগোবিন্দপ্রণেতা জয়দেব নন, তাহার প্রমাণ এই, স্তুতধার ইহাকে কোঙিন্ত অর্থাৎ কুঙিন-নগরবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, গীতগোবিন্দ-

কর্তা অস্মদেব কেঁচুলীনিবাসী ছিলেন । বিশেষতঃ রচনায় ও গীতগোবিন্দের শায় মাধুর্য লক্ষিত হয় না । এই গ্রন্থখানি যে কোন সময়ে লিখিত হয়, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ; তবে রচনাদৃষ্টে আধুনিক বলিয়া বোধ হয় । গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে রাবণ ও বাণাশুরকে এক নভার স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সেটী যে কতদুর সন্তত, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না, যেহেতু রাবণ দ্বেতা যুগে রাজস্ব কবিয়া সেই যুগেই তনুভ্যাগ করেন । বাণাশুর দ্বাপরযুগের শেষে প্রাচৃত্তি হন, পুরাণাদিতে এইক্রম লিখিত আছে । রাবণের সহিত তাহার এক সভায় অবস্থিতি কিঙ্কপে সম্ভব হইতে পারে ? সহস্র পাঠকগণ ইহার মীমাংসা করিয়া লইবেন ।

ମହାବୀରଚରିତ ।

ମହାବୀରଚରିତ—ରାମଚରିତମହାକବି
ଭବତ୍ତୁତିପ୍ରଣୀତ, ସାତ ଅଙ୍କେ ବିଭକ୍ତ । ଗ୍ରହକର୍ତ୍ତାର
ପରିଚୟାଦି ମାଲତୀ-ମାଧ୍ୟବେ ଲିଖିତ ହିସାହେ,
ଅହୁପ୍ରଗମନକାଳେ ପ୍ରାୟ ମାଲତୀମାଧ୍ୟବେର ସମ-
କାଳୀନ ହିସେ, ତରିଯେ ଅଗୁମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।
ଇହାର ରଚନା ଦୃଷ୍ଟି ଗ୍ରହଧାନି ଭବତ୍ତୁତିପ୍ରଣୀତ
ସଲିଯା ପ୍ରଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୟ ।

ପାଞ୍ଚବଚରିତ ।

ପାଞ୍ଚବଚରିତ—ଏହି ଗ୍ରହ ମହାଭାରତୀୟ
ବିରାଟପର୍ବତ ଅବଲମ୍ବନେ ଲିଖିତ, ଛୟ ଅଙ୍କେ ସମାପ୍ତ ।
ଗ୍ରହଧାନି ଅତି ଆଧୁନିକ, ଖ୍ୟ ୧୮୬୨ ଅବେ
ପ୍ରଣୀତ । ଭାଟପାଡ଼ାନିବାସୀ ବର୍ଣ୍ଣ-ବଂଶ-ସମ୍ମୂହ

৪ রঘুমণি বিদ্যাত্তুষণের পুত্র শ্রীযুক্ত শিবরাম
সার্বকোষ ইহার প্রণেতা। আমরা অতি বিশ্বাস-
জ্ঞে অবগত আছি, গ্রহকর্তা পঞ্চদশবৎসর
বয়ঃক্রমকালে ইহা প্রণয়ন করেন, রচনাকৃত
কবিতাশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।
যাহাই হটক, একপ বালকের মেথনীসম্মত গ্রহ
যে, অবগুহ্য সাধারণের আদরের বস্তু, তত্ত্বিয়ে
কচুমাত্র সন্দেহ নাই।

নাট্যপরিপিট নাটক ।

নাট্যপরিপিট—গ্রাহ্যানি নাটকনামে অভি-
হিত হইয়াছে, কিন্ত বিশেষ বিবেচনা করিয়া
দেখিতে গেলে ইহাকে ঠিক নাটক বলিয়া প্রতি-
পন্ন করা যাইতে পারে না, যেহেতু গ্রহমণ্ডে

হালে হালে কিম্বদংশ গান্য ব্যক্তীত সম্মানই পদ্যময়। গ্রন্থখানি অতি আধুনিক, বোধ হয় ২৫০০
বৎসরের সমধিক কালমধ্যে লিখিত হইয়া
থাকিবে। কুষ্ণনগর জেলার অস্তঃপাতী হল্লা
বহেশপুর নিবাসী কুষ্ণানন্দ কবি ইহার প্রণেতা।
গ্রন্থকারের অসাধারণ কবিত্বশক্তির ভূমসী
প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না,
কারণ, এই গ্রন্থখানি এক দিকে নানাব্যক্তির
উক্তি প্রত্যক্তিতে পূর্ণ, নানা মসবহুল কবিতা-
সম্পর্ক একখানি কাব্য, অপরপক্ষে লক্ষণ উদা-
হরণাদি সমন্বিত একখানি ব্যাকরণ। আধুনিক
বঙ্গবাসীর এতাদৃশ অসাধারণ কবিত্বশক্তি যে,
আমাদের জাতিসাধারণের অতি আদরণীয়,
তৎপক্ষে অগুমাত্র সন্দেহ নাই।

চৈতন্য-চন্দ্রোদয়।

চৈতন্য-চন্দ্রোদয়—গ্রন্থখানি চৈতন্যদেবের চরিত অবলম্বনে লিখিত, দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত। চৈতন্যদেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র শিবামুক্ত সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন কবি ইহার প্রণয়ন কর্তা। গঙ্গপতি প্রতাপকুম্হের রাজস্বকালে শ্রীপুরুষোত্তমের গুণিচা নামক বাত্রার উপলক্ষে গ্রন্থখানি লিখিত ও প্রথমাভিনীত হয়। ইহাতে যেরূপ অনুপ্রাপ্তের বাহ্যিকভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এবং চৈতন্যদেবের চরিত-রূপনাতে গ্রন্থখানি অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের পিতার নাম কিম্ব অপর কোন পরিচয়াদি আপ্ত হওয়াই সুন্দর-প্রাহত।

ବସନ୍ତତିଳକ ।

ବସନ୍ତତିଳକ—ଭାଣ୍ଡାତୀର, ଏକ ଅଙ୍କେ
ନମାପୁ । ଦକ୍ଷିଣଦେଶୀୟ କାନ୍ତିପୁରନିବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧନ
କବିର ପ୍ରକ୍ରି ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରହେର ପ୍ରଣେତା, କିନ୍ତୁ
କୋନ୍ ସମୟେ ଇହା ପ୍ରଣିତ ହୟ, ତାହାର କିଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ
ପାଇସା ଯାଇ ନା ; ଗ୍ରହଧାନିର ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟି
ଆଚୀନ ବଣିଯା ବୋଧ ହୟ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହକାରେର ନାମ
ଏବଂ ଗ୍ରହଲିଖିତ “ଅରସ୍କାରବାଟିକାଯାଃ ଶ୍ରୀ-
ବିକ୍ରମବ୍ୟ” (କାମାର ବାଡ଼ୀତେ ଛୁଁଚ ବେଚା) ଏହି
ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହାରା ଆବାର ତତ ଆଚୀନ
ବଣିଯାଓ ବୋଧ ହୟ ନା, ତବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣିକେ
ପାଇ ଯାଇ, ଗ୍ରହକର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ କବିତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିଯାଇଛେ । ଗ୍ରହେର ଅଧିକାଂଶରେ ଆଦିରମପୂର୍ଣ୍ଣ,
ହାଲେ ହାଲେ ହାତ୍ତରମୋଦୀପକତାଓ ଲକ୍ଷିତ ହୟ ।



ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା ।

ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା—ନାଟକାଜୀତୀର୍ଥ, ଚାରି ଅଛେ ମମାତ୍ର । ହର୍ଷଦେବ ଇହାର ପ୍ରଣେତା, ବ୍ୟସରାଜ ଓ ଦୃଢ଼ବର୍ଷୀର ଉପାଧ୍ୟାନେର କିମ୍ବଂଶ ଅବଲମ୍ବନେ ଇହା ଲିଖିତ । ହର୍ଷଦେବଙ୍କ ଯେ ଶ୍ରୀକର୍ତ୍ତା, ଅଛେଇ ଲିଖନଭଙ୍ଗୀଇ ତେପକ୍ଷେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିତେହେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଜ୍ଞାବଲୀର କତକ କତକ ଛାଇା ଲଞ୍ଛିତ ହୟ । ହର୍ଷଦେବେର ବିବରଣ ପୂର୍ବେ ଲିପିବକ୍ଷ କରା ଗିଯାଛେ, ସୁତରାଂ ଏ ହଳେ ପୁନଃ କ୍ରମେଖ ନିଶ୍ଚଯୋଜନ ବୋଧେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହଇଲ ।

ଲଲିତମାଧବ ।

ଲଲିତମାଧବ—ଶ୍ରୀଧାନି କୃକୁଳୀଳା ଅବ-
ଲ୍ଲମ୍ବନେ ଲିଖିତ, ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷେ ମମାତ୍ର । ଶ୍ରୀଧାନି

নিজ প্রস্তাবনার আপনাকেই গ্রহকার বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছে, সুতরাং গ্রহকারের নাম গ্রহণযোগ্য পাওয়া যাই না, তবে আমরা কোন বিশ্বস্তত্বে অবগত হইয়াছি যে, কল্প-গোষ্ঠামী ইহার গ্রহকর্তা । গ্রহধানি অধিক আচীন নহে, যেহেতু কল্পগোষ্ঠামী চৈতন্ত-দেবেরই সমকালীন, কিন্তু ইহা যে, কোন সমর্পণ দিখিত হয়, তাহার কোন নির্দর্শন পাওয়া যায় না । বৃক্ষাবনে শ্রীকৃষ্ণের কোন উৎসবোপনিষদে ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয় ।

শ্রীরামজন্ম ।

শ্রীরামজন্ম—গ্রহধানি ভাণজাতীয়, এক অঙ্কে পরিসমাপ্ত । ইহা অতি আধুনিক,

১৮৭৫ খ্রঃ অক্টোবর চৰিষ্পত্ৰগণা জেলাৰ অস্তৰ্গত ভাটপাড়ানিবাসী ৮ সীতানাথ বিদ্যাভূষণ খেৱ শুভ অধুনাতন নৈয়াঘৰিকপ্ৰধান শ্ৰীৱাথালী চৰ্জ ভাৱৱত্বেৰ মধ্যম সহোদৱ কাশীনৃপতিৰ সভাপতিত শ্ৰীতাৱাচৱণ তৰ্কবৰ্ত্ত উক্ত নৱপতিৰ পৌত্ৰজননমহোৎসবোপলক্ষে এবং সেই উৎসব অবলম্বনে এই গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৱেন । গ্ৰন্থ অতি আধুনিক হইলেও গ্ৰন্থকাৰৱেৰ অসামাজিক বিষয়ক্ষিপ্তভাৱে (যদি প্ৰণয়নকাল নিৰূপণ কৱিয়া দেওৱা না যায়, তাহা হইলে) সহসা আধুনিক বলিয়া বিবেচনা হয় না, যাহাই হউক, এই গ্ৰন্থ ষথন নবা-বঙ্গবাসীৰ লেখনীৰ মুখনিঃস্তত, তথন সাধাৱণ বঙ্গবাসীৰ আদৱেৰ ৪ গোৱবেৰ বস্ত, তথিয়ে সন্দেহ নাই ।

ଅସ୍ତ୍ରଦେଶପ୍ରଚଳିତ ସମ୍ମିତ ଓ ଅଲକ୍ଷାର-ଶାନ୍ତ୍ରେ
ସେ ସକଳ ନାଟକାଦିର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିତେ
ପାଇୟା ଯାଏ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବ୍ରିବିଧ ଗ୍ରହ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା
ଥାର ପରେ ସେ ସକଳ ନାଟକାଦି ଲିଖିତ ହିଁଯାଇଛେ,
ତ୍ରୈସମୁଦ୍ରାରେ ଯଂଧ୍ୟା ଚତୁର୍ବତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମଧ୍ୟେ
ଅଧିକାଂଶଇ ନାମମାତ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହିଁଯାଇଛେ, ସେ
କ୍ରୟେକଥାନି ପୁଣ୍ୟକ ଅଦ୍ୟାପି ଏ ଦେଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆଇଛେ, ତ୍ରୈସମୁଦ୍ରର ଯଂଧ୍ୟାକୁ ଐତିହାସିକ ବିବରଣ
ଏକପ୍ରକାର ପୂର୍ବେ ବିବୃତ କରା ଗିଯାଇଛେ, ସେ
ସକଳ ଗ୍ରହ ଅନେକ ଅମୁସନ୍ଧାନେଓ ଅପ୍ରାପ୍ୟ, ଅତି
ଛଃଖିତାନ୍ତଃକରଣେ ଅଗତ୍ୟା ତାହାରେ ନାମମାତ୍ର
ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଇ ଭାରତୀୟନାଟ୍ୟରହଣ୍ୟର ଉପର
ସଂହାର କରା ଗେଲ । ଯଥ—ପୁଣ୍ୟମାଲା, ଉଦ୍ଧାର-
ରାଧବ, କୁନ୍ଦମାଲା, ରାମଚରିତ, ବାଲଚରିତ,
ରାମାଭିନନ୍ଦ, ପ୍ରଭାବତୀ, ଜ୍ଞାନକୀରାଧବ, ଶୁଣୀବ-

বীরচরিত, চন্দ্রকলা, কৃত্যারাবণ, যথাত্তি-
বিজয়, মুরারিবিজয়, মৃক্ষক, সময়সার, রাষ্ট্-
বাভুয়দয়, পুষ্পতৃষ্ণিত, রঞ্জনত, শীলামধুকর,
সৌগন্ধিকাহরণ, সমুদ্রমন্থন, ত্রিপুরদাহ, কুমুম-
শেখরবিজয়, শর্ণিষ্ঠাধ্যাতি, ছশিতরাম, কন্দপ-
কেলি, বৈবতমদনিকা, নর্সৰবতী; বিলাসবতী;
স্তুতিরস্ত, শৃঙ্গারতিশাক, দেবীমহাদেব, যান-
বোদয়, বালিবধ, মেনকাহিত, মায়াকাপালিক,
ক্রীড়ারসাতল, কনকাবতীমাধ্য, বিদ্যুমতী,
কেলিরেবতক, কামদন্তা, পাণবানল, তুষ্ণুল-
মঙ্গোদয়, কন্দপরিবিজাস, দৃতীসংবাদ, সাবিত্রী-
বিলাপ, জীুতকেতন, জাষৰতীপরিণয়, ত্রি-
বিলাস ও কেশবচরিত ।



ট্যাব্লুভিবাণ্ট ।

—○○—

ইউরোপেও ভারতবর্ষের গ্রাম বিবিধ
নাট্যপ্রণালী প্রচলিত আছে, কিন্তু তৎসমুদ্রের
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত অস্থানেশীয় নাট্যাঙ্গপ্রত্য-
ঙ্গের সম্যক্ খিল দেখিতে পাওয়া যায় না।
যেহেতু আমাদিগের নাট্যবিং পঙ্গিতেরা যে
গুলিকে দোষ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বিধি
দিয়াছেন, ইউরোপীয়েরা প্রায় সেইগুলিকেই
শুণ বলিয়া নাট্যে ব্যবহার করেন। কিন্তু তজ্জ্ঞ
ইউরোপীয় নাট্যের প্রতি দোষান্তে করা
যাইতে পারে না। কারণ, দেশভেদে মহুয়ের
কঢ়িভেদ হওয়া আশ্চর্য নহে। যাহাই হউক,
আমাদিগের শান্তকর্তারা যেন্নপ সবিস্তার নাট্য-

প্রকৃত বিধিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই
বধেষ্ট, তজ্জন্ত অন্ত কোন জাতির নিকট খণ্ডী
হইবার বিশেষ প্রয়োজন উপলক্ষ হয় না, তবে
ইউরোপে ট্যাব্লুভিবান্ট (সঙ্গীব-প্রতিমূর্তি-
প্রদর্শন) নামে যে একপ্রকার অভিনয়প্রক্রিয়া
প্রচলিত আছে, সেটী লোকের চিত্তহারিণী বটে।
যদিচ উক্ত পদ্ধতি আমাদিগের দেশেও বহুকাল
হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তথাপি মধ্যে
কোন রংভূমিতে বা সভ্যসমাজে অভিনীত না
হওয়াতেই অতি জনপ্রিয়ভাবে ও “সঙ্গ” এই অভি
ভূষণ নামে পরিচিত আছে। কিন্তু আজ কাল
কোন কোন সভ্য সমাজস্থ রংভূমিতে তাহার
অভিনয় প্রদর্শিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতা-বঙ্গসঙ্গীত-বিদ্যালয়ে প্রথমে ছয়
বার্গের, পরে কলেজ-সন্ধিলনে স্বপ্রসিদ্ধ করি

৮ মাইকেল মধুসূন দক্ষ-প্রণীত মেঘনাদুর্ধ্ব-
কাব্যনামক অতি সুলিপিত গ্রন্থের কোন কোম্প
অংশের এবং বঙ্গনাট্যশালায় রাজরাজেশ্বরী
ভিক্টোরিয়ার আসিয়াস্থ অধিকার-সম্বন্ধীয় নানা-
দেশীয় ব্যক্তিবর্গের দৃঢ়মূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে,
বোধ করি ভবিষ্যতে আরও হইবার সম্ভাবনা,
অতএব তৎপ্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে ।

সমীক্ষা দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শন আবালবৃক্ষ সক-
লেরই চিত্তবিনোদন । অর্পণিতে এই শ্রীতিকর
বিষয়ের প্রথম উৎপত্তি । তথায় প্রতি বৎসর
নৃতন নৃতন দৃশ্যমূর্তি* মহা সমারোহে প্রদর্শিত
হইয়া থাকে । তত্ত্ব মহা মহা শিল্পবিহ পণ্ডিত-
গণও দৃঢ়মূর্তিবিশ্বাস বিষয়ে সানন্দচিত্তে সহায়তা-

* ষে ষে স্থলে 'দৃঢ়মূর্তি' এই শব্দ অযুক্ত হইবে, সেই
সেই স্থলে সমীক্ষা দৃশ্যমূর্তি বুঝিতে হইবে ।

করিয়া থাকেন। তাহারা আকারের সৌন্দর্য ও
বর্ণবিগ্নাস-সম্বন্ধে যেকোন চাতুর্য প্রদর্শন করেন,
সেকোন চতুরতা কোন প্রাচীন চিত্রপটেও দৃষ্টি-
গোচর হয় না। দৃঢ়মূর্তি দর্শনে উদ্যমশীল
নব্য শিল্পীর মনে কল্পনাশক্তি, বিশ্বাসজ্ঞান ও
কাব্যসম্মের উদ্বীপন হয়, শিল্পবিদ্য পতিতেরাও
শিল্পবিদ্যাসম্পর্কীয় নৃতন নৃতন ভাব সংগ্রহ
করিতে সক্ষম হন।

দৃঢ়মূর্তিসম্বন্ধীয় রংজতুমি, মূর্তিবিগ্নাস, আলোক
ও পরিচ্ছদবিষয়ক কতিপয় সংক্ষিপ্ত উপদেশ
নিম্নে প্রকটিত হইল, তদ্বারা উদ্যমশীল নব্যসম্প্-
র্দায় শিল্পীর সহায়তা ব্যতিরেকেও অতি সহজে
সাধারণের আনন্দ সম্পাদন করিতে পারিবেন।

রংজতুমি এবং দর্শকমণ্ডলীর মধ্যবর্তী
স্থানটা কিঞ্চিৎ প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক, যেহেতু

ବନ୍ଦହଳ ଯତ ମୂରେ ଅବହିତ ହୟ, ଦୃଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତିଗୁଲି
ତତହିଁ ଶୁଦ୍ଧର ଦେଖାୟ ।

ସେ ଆଲେସେ ନାଟ୍ୟଶାଳାର ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶନ୍ତ
ମଣ୍ଡପ (ହଳ) ଅଥବା ଦୋପାନମଙ୍କେର (ଗ୍ୟାଲା-
ରୀର) ଅଭାବ, ତଥାର ବିକପାତ୍ୟୁକ୍ତ ପ୍ରଶନ୍ତ-ଦୀର୍ଘ-
ମଧ୍ୟ ଛୁଟୀ ଉପବେଶନଗୃହ (ଡ୍ରଇଂ ରମ) ଦୃଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି
ଆଦର୍ଶନେର ଉପଯକ୍ତ ସ୍ଥାନ । ଉକ୍ତ ଗୃହବସ୍ତେର ମଧ୍ୟେ
କୁଦ୍ରଟୀତେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଲି ଆଦର୍ଶିତ ହଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍-
ଚାତେ ଦର୍ଶକବୁନ୍ଦ ଉପବେଶନ କବିବେନ ।

ରଧ୍ୟଭୂମି-ନିର୍ମାଣ-ପଦ୍ଧତି ।

ବନ୍ଦଭୂମିର କୁଟ୍ଟିମଭାଗ ଦର୍ଶକଗଣେର ଗୃହତଳ
ହିତେ ଅନ୍ୟନ ତିନ ଫିଟ ଉଲ୍ଲତ ହେଉଥା ନିତାନ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକ, ବରଂ ଆରଓ କିଛି ବେଳୀ ହିଲେ ଭାଲ
ହୟ । ଉପବେଶନଗୃହେ ଦୃଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଆଦର୍ଶନ ଅନ୍ତ

ক্ষুণ্ড বঙ্গমঞ্চের প্রযোজন হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারাদেশের উভয়পার্শ্বে নূনবাসে এক কৃটও অতিরিক্ত থাকা বিধেয়। যে আলয়ে প্রেস্তু মণ্ডপ আছে, তথায় গৃহতললম্বী দীর্ঘ দারুন উপরে কাঠফলক বিস্তৃত করিয়া বঙ্গমঞ্চ অতি সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মঞ্চটী দীর্ঘে বার ও প্রস্তেও বার ফিট হওয়া উচিত। প্রেস্তু মণ্ডপে দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শিত হইলে দর্শকগণ অধিকতর দূরে উপবেশন করেন বলিয়া মঞ্চটী প্রায় ছয় ফিট উন্নত হওয়া আবশ্যক; কারণ, তাহা হইলে পশ্চাত্তরী দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধা হয়।

অভিনেতা এবং দর্শকদিগের মধ্য-ব্যবধানস্থানে গাঢ় কুষ্ণলুর্মুরি বাজ কাপড় বিস্তৃত করিতে হইবে। যদাপি উপবেশনগৃহে দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শিত

হয়, তাহা হইলে উহা ধারণেশ্বর গোহকীনক
দ্বারা দৃঢ়রূপে আবক্ষ করিতে হইবে।

বঙ্গভূমির পশ্চাদ্ভাগে একথানি শুদ্ধীর্ষ
পট রক্ষা কৰা কর্তব্য। দৃঢ়মুর্তির বর্ণভেদে
উক্ত পটের উপর লম্বিত বস্ত্রেরও বর্ণভেদ
হওয়া উচিত। মুক্তিগুলি কৃষ্ণ পরিচ্ছন্ন পরিহিত
হইলে বঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভূমি পাঞ্চবর্ণ হওয়া
বিধেয়: অধিকাংশ দৃঢ়মুর্তি প্রদর্শনে বিশেষতঃ
ব্যাঘাত উজ্জ্বল বর্ণের বাহলা, কথাই পশ্চাদ্ভূ-
মিতে কৃষ্ণ অথবা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রের প্রাধা-
ন। পর্যায়ক্রমে নানাপ্রকার দৃঢ়মুর্তি প্রদর্শন
করিতে হইলে মুক্তিগুলির বিভিন্নতা এবং দর্শক-
সমূহের নেত্রবঞ্চলার্থ কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্তে কথন
কথন পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্রেরও দাবুৰুব হইয়া থাকে।
বঙ্গভূমি মৰ্বনা কৃষ্ণবরণে আরুণ রাখ্য কর্তব্য।

আলোক-প্রণালী ।

আলোক-বিজ্ঞাসই প্রধানতঃ দৃশ্যমুক্তির অনুসারী । এতৎসমস্তে কতিপয় নিয়ম আছে । ফুট্লাইট (নিম্নতলস্থ দীপমালা) পরিত্যাগ করা আবশ্যক, নতুবা তদ্বারা দৃশ্যমুক্তির বনন মণ্ডলে অযোগ্য ছাবা পতিত হইতে পারে । যে স্থলে ক্রস্লাইটের (কোণাকোণী আলোকের) প্রয়োজন, তথায় সমুদায় আলোক ব্রহ্মভূমির এক পার্শ্বে স্থাপন করিতে হইবে । তন্মধ্যে অধিকাংশই কিঞ্চিৎ উর্জে স্থাপিত হইবে । সাধারণ গাড়ীর লঠনই এ বিষয়ের বিশেষ উপযোগী । জীনের প্রতিফলকযুক্ত চারি পাঁচটা উজ্জ্বলকার লঠনব্রারা স্থলের আলোক সহজে উৎপাদিত হইতে পারে । যেমন ক্রমশঃ ব্যবনিকা উত্তোলিত হয়, সেই সময়ে অতি

শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ দৰ্শকাগারেৱ আলোকগুলি নিৰ্বাণ
কৱা উচিত। আগ্নেয় অথবা জ্যোতিশ্রম দৃশ্য
প্ৰদৰ্শন কৱিতে হইলে লঠনেৱ কাচেৱ উপৰ
লোহিত বা হৱিং আৰুৱণ দেওয়া বিধেয়।
একেবাৰে অনেকগুলি মুৰ্তি দেখাইতে হইলে
অধিক আলোকেৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু জ্যোতি-
শ্রম দৃশ্য অতি অৱমাৰ্ত্ত আলোকেৰ আবশ্যক।
ঐন্দ্ৰজালিক (ম্যাজিক) দীপবাৰা ভৌতিক
দৃশ্যৰ স্বচাক শোভা সম্পাদিত হয়। বৈদ্য-
তিক আলোক (ইলেক্ট্ৰিক লাইট) দ্বাৰা
দৃশ্যমুৰ্তিৰ অলৌকিক সৌন্দৰ্য দেখায়।

ভিন্ন ভিন্ন অংশে গথাৱীতি আলোক এবং
ছায়া-পতনই প্ৰতিকৃতিৰ সৌন্দৰ্য সম্পাদনেৱ
মূল। স্বতন্ত্ৰ দৃশ্যমুৰ্তিৰ শোভা সমৰ্দ্ধন জন্য
বহুতৰ উজ্জলবৰ্ণেৱ সমাবেশ অৱমাৰ্ত্ত। দৃশ্য

মুক্তিশুলির মধ্যে যদি স্তুমুক্তির প্রাধান তাহাকে, তাহা হইলে সেই স্তুকে শ্রেত পরিচছদে বিচ্ছু-
বিত করিতে হইবে। পুকুরমুক্তি প্রধান হইলে
তাহাকে কুকুর্বর্ণ পরিচছদ পরিধান করাইতে
হইবে। একজ সহস্র দেখাইতে হইলে
দীর্ঘাক্ষ মুক্তিশুলি পশ্চাদভাগে রঞ্জিত করিতে
হইবে, তাহা না হইলে অগেক্ষাক্ষত ক্ষুজ গুর্ত
সকল দর্শনে বিলক্ষণ ব্যাদাত জন্মিবে।

এতস্তিমি আরও অনেকশুলি উপদেশ
কাছে, তৎসমূহায় তত বিশেষ প্রয়োজনীয়
বোধ না হওয়াতে উপোক্ষিত হইল।

এতস্তিমি প্রহেলিকাভিনয় (শাব্দে), উপ-
মাভিনয় (একটিং অভাৰ্ব) পরিহাশাভিনয়
(বাৰনিস্ কুই) পরিচছদাভিনয় (বুক্সাভিগাঞ্জা)
আকাৰগোপনাভিনয় (ট্রাডেষ্টি) মুক্তাভিনয়

ବ୍ୟାକିଲ୍ଲିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟବିହାର ।

(ପ୍ରାଚ୍ୟୋଟିମେଟ୍ରିଯ) ଶ୍ରୀତାଭିନନ୍ଦ (ଅଧ୍ୟକ୍ଷ) ଛମ୍ଭିଳ
କାଳିନନ୍ଦ (ଫାର୍ମ) ଏହାତି ଆରା ମାନାଥକାର
ଅନ୍ତିଳୟପ୍ରଣାପି ଟାଟାରୋପେ ପ୍ରଦୟନ୍ତ ଆଛେ,
ଅବୁଲୋ ଏ ଦେଶେ କୋନ କୋନ ଥାବେ କୁଣ୍ଡ-
ପଦ୍ମମୋହନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟ ହିଁବାହେ ।





